আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

ঈদের শুভেচ্ছা

বাংলা পত্রিকা'র সকল পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ী ও প্রবাসী সহ দেশবাসীকে জানাই ঈদের শুভেচ্ছা । ঈদ মোবারক ।

-সম্পাদক

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ৩০ || সোমবার || বৈশাখ ১২ || ১৪২৯ || রমাদান ২৪ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 30 || 25 April || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

দুর্ঘটনার চেয়ে বেশি শিশু মরছে গুলিতে

যুক্তরাষ্ট্রে ৩২ কোটি নাগরিকের ৩৯ কোটি বন্দুক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে শিশুদের মৃত্যুর ক্ষেত্রে বন্দুকের গুলি দুর্ঘটনাকে ছাপিয়ে গেছে বলে এক গবেষণায় উঠে এসেছে । এতে বলা হয়, বিগত বছরগুলোতে তরুণ আমেরিকানদের মৃত্যুর প্রধান কারণ ছিল গাড়ি দুর্ঘটনা, এরপরে ছিল বন্দুকজনিত মৃত্যু । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু কমেছে, ২০২০ সালে ১৯ বছরের নিচে আনুমানিক ৩ হাজার ৯০০ আমেরিকানের মৃত্যু হয়েছে । ইউএস সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের (সিডিসি) তথ্যানুযায়ী, ২০২০ সালে (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

কমিউনিটির নজর কাড়তে জেএমসিতে গভর্ণর ক্যাথি হকুল



বক্তব্য রাখছেন গভর্নর ক্যাথি হোকল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: অনেকটা আকস্মিকভাবেই নিউইয়র্কের গভর্ণর ক্যাথি হোকল সিটির অন্যতম ইসলামিক প্রতিষ্ঠান জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি) সফর করলেন । বৃহস্পতিবার (২১ এপ্রিল) বিকেলে জেএমসি অতি সংক্ষিপ্ত সফরে (বাকি অংশ ২২ পাতায়)



যুক্তরাষ্ট্র থেকে হজ্বের অনুমতি ৯ হাজার ৫০৪ জনের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: চলতি বছর কোন দেশ থেকে কতজন হজে অংশ নিতে পারবেন, সেই কোটা নির্ধারণ করেছে সৌদির হজ ও ওমরাহবিষয়ক মন্ত্রণালয় । শনিবার (২৩ এপ্রিল) সৌদি গেজেটের (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

র‍্যাবের ওপর দেয়া নিষেধাজ্ঞা সহজে প্রত্যাহার হবে না-রাষ্ট্রদূত-ডি হাস



ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কারও পক্ষ নেবে না বলে সাফ জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস । রোববার রাজধানীর ইস্কাটনস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিস) মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক: বর্ধিত সহযোগিতা ও অগ্রসর অংশীদারিত্ব' শীর্ষক এক সেমিনারে অংশ নিয়ে রাষ্ট্রদূত (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

নিউইয়র্কের সেহরি ও ইফতার সময়

		সেহরি শেষ	ইফতার
২৫ এপ্রিল	২৪ রমাদান	৪.৩২	৭.৪৮
২৬ এপ্রিল	২৫ রমাদান	৪.৩০	৭.৪৯
২৭ এপ্রিল	২৬ রমাদান	৪.২৮	৭.৫০
২৮ এপ্রিল	২৭ রমাদান	৪.২৭	৭.৫১
২৯ এপ্রিল	২৮ রমাদান	৪.২৫	৭.৫২
৩০ এপ্রিল	২৯ রমাদান	৪.২৫	৭.৫২
১ মে	৩০ রমাদান	৪.২৪	৭.৫৩

বায়তুল মামুর মসজিদ পরিদর্শনে কংগ্রেসম্যান হেকিম জাফরী



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ইউএস কংগ্রেসের প্রভাবশালী সদস্য, বাংলাদেশী কমিউনিটির বন্ধু হিসেবে পরিচিত, ডেমোক্র্যাটিক ককাস-এর চেয়ারম্যান কংগ্রেসম্যান (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

উদ্ধারে আকুতি শরণার্থীদের

শিশুর তিলাওয়াতে মুগ্ধ বাইডেনের দূত



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক বিশেষ দূত রাশাদ হোসাইনের ঢাকা সফরের রেশ এখনো কাটেনি । গত ১৭-২০ এপ্রিল বাংলাদেশে ছিলেন তিনি । (বাকি অংশ ২০ পাতায়)



মুসলিম প্রতিবেশীর সাথে বৈষম্যে দোষী সাব্যস্থ এক দম্পতি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউজার্সী অঙ্গরাজ্যে মুসলমান প্রতিবেশীর প্রতি বর্ণবৈষম্যমুলক আচরণসহ হুমকি প্রদর্শনের অভিযোগে (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
AH LAW FIRM PLLC
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlawny@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawny.com

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

QA TEK SOLUTIONS
MOST POPULAR IT COURSES:
Software Testing with Selenium
& Accessibility Testing
Data Analysis with Power BI
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company
NY (347) 259-1930, (347) 658-9284 VA (571) 457-0371
89-16 175th St., CF-4, Jamaica, NY 11432
6 Pidgeon Hill Drive, Suite 220, Sterling, VA 20165
admin@qateksolutions.com www.qateksolutions.com

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372
KABIR CHOWDHURRY



EID MUBARAK ঈদ মুবারক

আমেরিকান মুসলিম সেন্টারের পক্ষ থেকে সকল
মুসলিম ভাই/বোনদের জানাচ্ছি ঈদুল ফিতর এর শুভেচ্ছা

BIG EID JAMAT

PLACE

RUFUS KING PARK
150-29, Jamaica Ave, NY 11435
(Between 89 & Jamaica Ave)

DATE

1/2 MAY 2022
(Subject to moon sighting)

TIME

1ST JAMAT - 8AM || 2ND JAMAT - 10AM

SPECIAL JAMAT AT MASJID - 6:30 AM

Special arrangement for Sisters

Wear Mask • Bring your Prayer Rug

IN CASE OF RAIN ALL JAMATS WILL BE HELD IN THE MASJID

Please donate generously for Masjid & Madrasa
মসজিদ ও মাদ্রাসার সার্বিক উন্নয়নে মুক্ত হস্তে দান করুন

American Muslim Center
TAHERA AL-QURAN ACADEMY
89-14, 150 St, Jamaica, NY 11435 718-864-7729, 929-361-0609, 347-575-1110
amcusa150@gmail.com www.amcdawa.org facebook.com/americanmuslimcenterofficial

ঈদ মোবারক عيد مبارك Eid Mubarak

Holy Eid-Ul-Fitr 2022

Four Jamats (Congregations) will be held in the beautiful environment of Darus Saalam Masjid on the occasion of holy Eid-Ul-Fitr

All Muslim Brothers & Sisters are cordially invited

PLACE: DARUS SALAAM MASJID

148-16 87th Road, Jamaica, NY 11435

DATE: 1 or 2 May, 2022

SUNDAY OR MONDAY

(Subject to moon sighting)

EID PRAYER

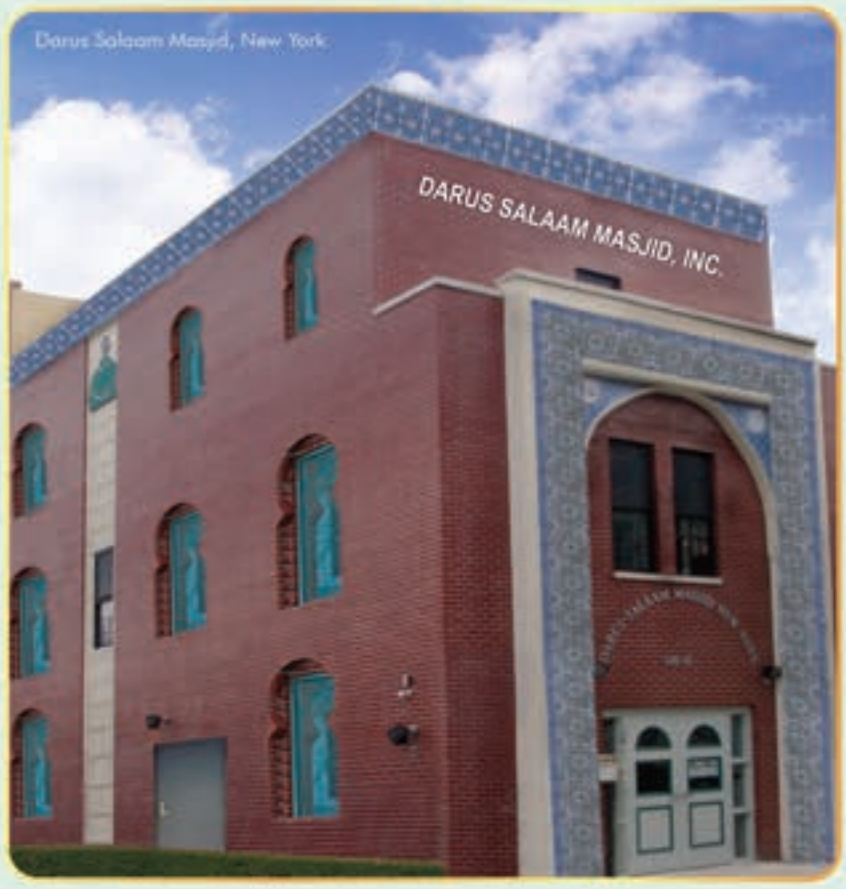
1st Jamat	: 7.00
2nd Jamat	: 8.00
3rd Jamat	: 9.00
4th Jamat	: 10.00

Special arrangement for the ladies in the 2nd, 3rd & 4th Jamat

FITRA $15 /person

পবিত্র ঈদ-উল- ফিতর ২০২২

উপলক্ষে নিউইয়র্ক জ্যামাইকাস্থ দারুস সালাম মসজিদে মনোরম পরিবেশে নব-নির্মিত ভবনে ৪টি জামাত অনুষ্ঠিত হবে।



সকল মুসলমান ভাই ও বোনেরা সাদরে আমন্ত্রিত

স্থান : দারুস সালাম মসজিদ

১৪৮-১৬ ৮৭ রোড, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩৫

তারিখ : ১ অথবা ২ মে, ২০২২, রবিবার অথবা সোমবার

[চাঁদ দেখা সাপেক্ষে]

ফিতরা ১৫ ডলার জনপ্রতি

জামাতের সময়সূচী

১ম জামাত সকাল	ঃ ৭.০০
২য় জামাত সকাল	ঃ ৮.০০
৩য় জামাত সকাল	ঃ ৯.০০
৪র্থ জামাত সকাল	ঃ ১০.০০

১ম জামাত ব্যতিত প্রত্যেক জামাতে মহিলাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে।

DARUS SALAAM MASJID

A Non-profit Religious & Educational Organization

148-16 87th Road, Jamaica, NY 11435

Tel: 347-593-1591, 917-428-1591, 917-428-1519

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // April 18 // 2022

ইরান ও সৌদি আরবের কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বৈঠক



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দীর্ঘদিন ধরেই ইরান ও সৌদি আরবের সম্পর্কে বৈরিতা চলছে। এই সম্পর্ক উন্নয়নে এক বছর ধরে চলছে দুই দেশের মধ্যে বৈঠক। এবার পঞ্চম দফায় বৈঠকে বসেছে তারা। ইরাকের রাজধানী বাগদাদে এই বৈঠক হয়। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুই (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)



আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি সংসদ'র আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কে আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি সংসদ যুক্তরাষ্ট্র'র আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২১ এপ্রিল বৃহস্পতিবার জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা ছাড়াও বাংলাদেশী কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ অংশ নেন।

আয়োজক সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ শাহাদাৎ হোসেন রাজুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপি'র সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী বেবী নাজনীন। গেস্ট অব অনার ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপি'র সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মূলধারার রাজনীতিক গিয়াস আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় জাসাস-এর আহবায়ক চিত্রনায়ক হেলাল খান, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সুবর্ণ জয়ন্তী কমিটির সদস্য সচিব মিজানুর রহমান ভূইয়া (মিল্টন) ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক কামাল পাশা বাবুল এবং প্রধান বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসীম ভূইয়া। যৌথভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জাহাঙ্গীর সরোয়ার্দী, কাউছার আহমেদ ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নাছের আখতার। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আনোয়ার হোসেন, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম ও ফিরোজ আহমেদ, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সভাপতি মাহফুজুল মালা নান্নু, অনুষ্ঠানের আহবায়ক যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক এম.এ.বাতিন, জাসাসের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মোঃ সায়েম এবং আয়োজক সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি খলকুর রহমান খলকু, সহ-সভাপতি অয়েছ আহম্মেদ ও মোঃ রইচ উদ্দিন ও সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আলমগীর কবির এবং মিলাত হোসেন আকাশ, ক্রকলীন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ছালেহ আহমেদ মানিক প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ইফতারের আগ মুহূর্তে দলীয় চেয়ারপার্সন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা, জিয়া পরিবার সহ মুসলিম উম্মার শান্তি ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপির সভাপতি মাওলানা অলিউল্লাহ মো: আতিকুর রহমান।

আলোচনায় বক্তারা বলেন, জাতির মুক্তির জন্য বিএনপি ও সকল অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করার বিকল্প নেই। আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি সংসদ যুক্তরাষ্ট্র সেটিরই চেষ্টা করছে। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির বিবদমান গ্রুপের নেতৃবৃন্দ অংশ নেন।

ঝিনাইদহ জেলা সোসাইটি'র ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত



নিউইয়র্ক: ঝিনাইদহ জেলা সোসাইটি ইউএসএ ইনক আয়োজিত ইফতার পার্টি অনুষ্ঠিত হয় গুলশান ট্রেরেসে গত ১৯ এপ্রিল। আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক মহিউদ্দিন মোহাম্মদ এর নেতৃত্বে সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল রহিম মজিদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক হাবীব মোহাম্মদ আহসান। মাহফিলে সংগঠনের উপদেষ্টামন্ডলীর মোঃ গোলাম কিবরিয়া অনু, ডা. মোঃ মমিনুর রহমান, আজিজুর রহমান আরজু, বাবুল হোসেন, মুশফিক মাহমুদ, কার্যকরী কমিটির মোঃ বোরহান উদ্দিন, সাজেদুর রহমান, আক্তারুজ্জামান লিটন, ওবাইদুল রহমান তরুন, শান্তি বিশ্বাস, রুবেল হোসেন, রেজাউল ইসলাম, সাজ্জাদ হোসেন, শাহনাজ পারভীন, শিহাব উদ্দিন, সাদেকুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার কামরুল হাসান প্রমুখ। আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের গিয়াস আহমেদ, বিপ্লব হোসেন, আহসান বিল্লাহ আজাদ আপু, ওয়াসী চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র রমজান মাসে সংগঠনের পক্ষ থেকে সোসাইটির কবর কেনার জন্য ফান্ড রেইজিং করা হয়। মাহফিলে উপস্থিত সকলের সহযোগীতায় ২৮টি কবর সংগ্রহ সহ ইফতার পার্টিতে সকল মানুষের কল্যাণ কামনা করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



Hillside Medical & Pain Management

164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432

Ph: (718-297-6090

PHYSICAL THERAPY

আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি

ফিজিক্যাল থেরাপি

আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত





WE ARE OPEN
We have missed you





Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F



বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

পবিত্র ঈদুল ফিতর

পবিত্র ঈদুল ফিতর সমাগত। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে দেশে উদযাপিত হবে পবিত্র ঈদুল ফিতর। মুসলিম উম্মাহর দু'টি প্রধান ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে ঈদুল ফিতর একটি। দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কর্তৃক ঘোষিত পুরস্কারের প্রত্যাশায় এই ঈদ অনেক বেশি মহিমান্বিত ও আনন্দঘন। সিয়াম সাধনার পাশাপাশি জাকাত ও ফিতরা আদায় শেষে পাপ-পঙ্কিলতামুক্ত হয়ে অনাবিল আনন্দ লাভ এই ঈদের বিশেষ সওগাত। পবিত্র কোরআন নাজিলের এই মাসে কষ্টকর রোজা পালন, তারাবির নামাজসহ অতিরিক্ত ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের প্রয়াস, প্রতিটি ফরজ ও নফল ইবাদতের অতিরিক্ত ফজিলত এবং হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লাইলাতুল কদরে গোনাহমাফের অনন্য সুযোগ ইত্যাদি অভিব্যঞ্জনায় রোজা এবং ঈদুল ফিতর ধর্মপ্রাণ মুসলমানের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যবহ ও আধ্যাত্মিক সুষমায় মন্ডিত।

এবারের ঈদ এমন এক সময়ে উদযাপিত হতে যাচ্ছে, যখন সারাবিশ্ব করোনার মহামারী চরম ধকল পেরিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরার পথে। এর মধ্যেই ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষ সিয়াম সাধনা ও এবাদত-বন্দেগী করেছেন। সকলের একই কামনা এই ভয়ংকর মহামারী থেকে যেন মহান আল্লাহ আমাদের মুক্তি দেন। বলা বাহুল্য, অন্য যেকোনো আনন্দ-উৎসব ও ঈদের আনন্দ-উৎসবের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কেবল আনন্দ-উল্লাস নয়, ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে আল্লাহপাকের অনুগ্রহ, ক্ষমা ও সন্তুষ্টিলাভ এবং মানবকল্যাণের সুযোগ রয়েছে এর মধ্যে। কঠোর সিয়াম সাধনা, সংযম, দান-খয়রাত, পরার্থপরতা, ত্যাগ ও সার্বজনীন কল্যাণে আত্মনিবেদনের সমন্বয়ে ঈদ উৎসব অনেক বেশি বাস্তবিক শুভময়তা এবং পারলৌকিক মুক্তির প্রত্যাশায় ঋদ্ধ। বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন: 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ/তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে, শোন, আসমানী তাকিদ। আজ ভুলে যা তোর দোস্ত-দুশমন হাত মিলাও হাতে। দে জাকাত মুর্দা মুসলিমের আজ ভাঙ্গাইতে নিদ।' ঈদের এই সার্বজনীন ও পারলৌকিক কল্যাণ, সাম্য-সৌহার্দ্যরে বার্তা প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের হৃদয়ে ও কর্মে যথার্থভাবে প্রতিফলিত হলেই ঈদের অন্তর্নিহিত আহবান সফল ও সার্থক হবে। মুসলমানদের মধ্যে ধনী-দরিদ্র, অবস্থানগত পার্থক্য ও উঁচু-নিচুর ভেদাভেদের কোনো সুযোগ নেই। ঈদের নামাজে সব ভেদাভেদ ভুলে এক কাতারে শামিল হয় মুসলমানেরা।

ঈদ বরাবরই ব্যাপক আয়োজন, উদ্দীপনা ও উৎসবমুখরতার মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়। আর্থসামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে সকল মানুষই তাদের সাধ্যানুযায়ী ঈদ-উৎসবে শরীক হয়। করোনার কারণে বিগত দু'বছর পর এবার অনেকটা স্বাভাবিকভাবেই ঈদের প্রস্তুতি চলছে। আমাদেও মনে রাখতে হবে যে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদে পাশে দাঁড়ানো ইসলামের শিক্ষা। মাহে রমজান ও ঈদুল ফিতরের শিক্ষাও তাই। মানুষের মধ্যে ইসলামের অহিংসা, ক্ষমা, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা জাগরিত হোক। করোনার সঙ্কটকালের শিক্ষা নিয়ে এই নীতি অবলম্বন এবং সামর্থ্যবানদের উচিত অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো। সকল মানবিক দুর্বিপাক, কষ্ট ও যাতনার অবসান হোক, সবার মধ্যে প্রকৃত ধর্মবোধ ও মূল্যবোধ, প্রীতি, সহানুভূতি সংহত হোক, পবিত্র ঈদ উপলক্ষে এটাই আমাদের আন্তরিক কামনা। ঈদ আনন্দময় হোক, এই প্রত্যাশার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বাংলা পত্রিকা'র সকল পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ী ও প্রবাসী সহ দেশবাসীকে জানাই ঈদের শুভেচ্ছা। ঈদ মোবারক।

মিথ্যা বলায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে বিতর্ক

মইনুল হোসেন

সাধারণ মানুষের জীবনে প্রভাব না পড়লেও আইন ভাঙ্গায় কিংবা মিথ্যা বলায় একজন ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী পুলিশের হাতে সাজা ভোগ করতে পারেন এমনটা বিদ্যামান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের মানুষকে অবাক করেছে। আমরা তো অসত্যের মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছি। আমাদের সরকারকে জনগণের আস্থার ওপর নির্ভরই করতে হয় না। ফলে জনমতের কোনো গুরুত্ব না থাকাই স্বাভাবিক। আমরাও এ অসহায় অবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। সরকারি কর্মকর্তাদের কেউ কেউ ইচ্ছামতো হয়রানি করে চলেছেন। এটিই বাস্তবতা।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন যে সঙ্কট মোকাবেলা করছেন; তা দেখে বাংলাদেশের রাজনীতিক ও জনপ্রতিনিধিরা হাসাহাসি করতে পারেন। মহামারী কোভিড-১৯ চলাকালে যে বিধি জনগণকে মেনে চলতে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিলেন সে সময় নিজে তার অফিসে এক জমায়েত সম্পর্কে অসত্য বলেন। প্রধানমন্ত্রী এবং তার স্টাফরা এ ঝুঁকি নিয়েছিলেন। এতে সাধারণ মানুষের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু ছিল না। কিন্তু বিধিনিষেধ আরোপে সাধারণ নাগরিকদের ভোগান্তি পোহাতে হয়েছিল যার গুরুতর প্রভাব পড়েছিল জনজীবনে। তারা একত্রিত হতে পারছিলেন না, এমনকি মৃত্যুপথযাত্রী আপনজনদের শেষ বিদায় জানানোরও সুযোগ পাননি।

আলোচ্য দিনটি ছিল প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন। দিনটি উদযাপনে প্রাধনমন্ত্রীর অফিস চত্বরে ক্ষণিকের জন্য তার অফিস স্টাফরা একত্রিত হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী এবং তার স্ত্রী তাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। বিষয়টি যখন জানাজানি হয়, তখন তিনি দাবি করেন, আইন ভঙ্গ করার মতো কোনো সমাবেশ হয়নি। এটি সম্ভবত ভুলবশত বরিস জনসন চিন্তা করে থাকবেন, এ জাতীয় তাৎক্ষণিক একত্র হওয়াটা সমাবেশ হতে পারে না।

কিন্তু প্রকৃত তথ্য হচ্ছে, তিনি অন্যদের সাথে যোগ দেয়াতে তা সমাবেশের রূপ নেয়। ভেতরে অফিসাররা তার জন্মদিন পালন উপলক্ষে যে পানীয় পানের ব্যবস্থা করেন; তাতে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

গণমাধ্যমকর্মী এবং পার্লামেন্ট সদস্যরা বিষয়টিকে আইনের বরখেলাপ হিসেবে দেখেন। প্রধানমন্ত্রীর পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে অসত্য বলাকে তারা গুরুতর ভ্রান্তি হিসেবে গণ্য করেন। লক্ষ্যণীয়, শুধু বিরোধীদলীয় সদস্যরাই নন, প্রধানমন্ত্রীর নিজের কনজারভেটিভ দলের কিছু সদস্যও বলছেন, তার পদত্যাগ করা উচিত। তাদের বিবেচনায় একজন আইনভঙ্গকারী এবং মিথ্যাবাদী যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে পারেন না। তাকে দেশের জনগণের ভাগ্য নির্মাণে বিশ্বাস করা যায় না। এ জন্য তাকে পদত্যাগ করতে হবে। ব্রিটিশ গণমাধ্যম এবং পার্লামেন্ট সদস্যরা এ নিয়ে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব পোষণ করছেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে একাধিকবার অকুণ্ঠচিত্তে উল্লেখিত ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা সত্ত্বেও তার অস্তিত্ব রক্ষার এ অগ্নিপরীক্ষা বড় বেশি কঠিন ও বিব্রতকর হয়ে উঠছে। আলোচ্য সমাবেশের ব্যাপারটি পুলিশ তদন্ত করে দেখে। একই সাথে এ সিদ্ধান্তে আসে যে, প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন কোভিড আইনভঙ্গের অপরাধে দায়ী। তাকে ৫০ পাউন্ড জরিমানা করা হলে তিনি ইতস্তত না করে সাথে সাথে পরিশোধ করেন।

আইনভঙ্গের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে সাজা দিতে পুলিশের মোটেও ভাবতে হয়নি যে, তিনি একজন প্রধানমন্ত্রী। পুলিশের ভাবনায় ছিল আইন শুধুই আইন। কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নন। তাই পুলিশ তাকে আইনভঙ্গকারী হিসেবে দেখতে ইতস্তত বোধ করেনি। প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয় অন্যরকম ভেবেছিলেন। তার জন্মদিন উপলক্ষে সমাবেশকে আইন অমান্যের মতো সমাবেশ মনে করেননি।

পার্লামেন্ট সদস্যরা এখনো ফুঁসছেন। তারা বিষয়টির ইতি টানতে চাইছেন না। নিজেরাও বিষয়টি তদন্ত করে শাস্তির ব্যবস্থা নেবেন। বিষয়টির সাথে যে নীতি-নৈতিকতার সম্পৃক্ততা তারা দেখতে পাচ্ছেন তা হলো, যে প্রধানমন্ত্রী আইন ভাঙ্গতে পারেন এবং অসত্য বলতে পারেন, জাতির ভাগ্য নির্ধারণের প্রশ্নে তাকে বিশ্বাস করা যায় না। তিনি যদিও জাতীয় কোনো বিষয় সম্পর্কে মিথ্যা বলেননি। বড় ধরনের আইনও ভঙ্গ করেননি। রাজনৈতিক নীতি-আদর্শ ও সততা সম্পর্কে একজন সরকার প্রধানকে কতটা সতর্ক থাকতে হয় তারই একটি মূল্যবান দৃষ্টান্ত এই ঘটনা।

এ দৃষ্টান্ত আমাদের রাজনীতিকদের কাছে এমন এক আজব বার্তা বয়ে আনছে যে, একজন প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীর তুচ্ছ আইন ভঙ্গ করা এবং জাতির জন্য ক্ষতিকর নয় এমন মিথ্যা বলা দেশ শাসনের ব্যাপারে জাতির বিশ্বাস হারানোর অশনিসঙ্কেত হিসেবে কাজ করে থাকে। তাদের কথা হলো, তারা অসত্য বলে পার না পেলে এবং আইনের উর্ধ্বে থাকতে না পারলে ক্ষমতাধর হয়ে লাভ কী? কারণ, আমাদের ক্ষমতার রাজনীতি ক্ষমতার জন্য। আর আইন হচ্ছে অন্যদের মেনে চলার বিষয়। আইনের অপব্যবহারও একধরনের আইন, তাও মানতে হবে। অসত্য বলাই রাজনীতি। রাজনৈতিক নেতাদের অসত্য



ভাষণ আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য। তাদের ব্যাপারে সত্য বললে যেকোনো বিপদের সম্মুখীন হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। ক্ষমতার দাপট এভাবেই দেখাতে হয়!

সত্য চাপা দেয়া আমাদের সরকারের অন্যতম প্রধান কাজ। পাকিস্তানি সেনাদের দখলদারিত্ব থেকে কারা আমাদের মুক্ত করেছিলেন এবং বাংলাদেশ কিভাবে বিপ্লবী দেশে পরিণত হলো এ ইতিহাস স্বীকৃত ভুলের আশ্রয় না নিয়ে আলোচনা করা যাবে না। আমাদের নেতৃত্ব কোথায় ছিল? প্রকৃত সত্য দিয়ে এটিও ব্যাখ্যা করা যাবে না যে, কেমন করে গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটিয়ে আমরা পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করলাম। আমাদের নির্বাচনগুলো আন্তর্জাতিকভাবে নিন্দা কুড়াচ্ছে। কিন্তু মিথ্যার জয় হচ্ছে। বৈধতা দাবি করতে সরকারের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। দুর্নীতির ছাড় দেয়া হবে না একথা বারবার শুনছি। কিন্তু দুর্নীতিই সরকারের শক্তি। ব্যাংক ডাকাতি ও মানিলন্ডারিং তো সমানেই চলছে। সরকারি যেসব সুবিধা জনগণের নামে অনুমোদন করা হচ্ছে তা দলীয় লোকেরাই ভাগাভাগি করে নিয়ে যাচ্ছেন। কোনো নিয়মনীতি মানতে হচ্ছে না। অর্থাৎ সব কিছু চলছে অসত্যের ওপর। জনপ্রতিনিধিরা জানেন তারা সত্যিকারের জনপ্রতিনিধি নন। সরকার সমর্থক না হলেই যে কেউ সন্ত্রাসী, এমনকি স্বাধীনতাবিরোধী। এখন যারা ক্ষমতায় আছেন তারা স্বাধীনতার সময় কোথায় ছিলেন? জীবন তো সাধারণ মানুষকেই দিতে হয়েছে।

দুর্নীতি হচ্ছে একমাত্র কাজ যেখানে মিথ্যা বলার প্রয়োজন হচ্ছে না। স্বীকৃতভাবে, সর্বত্র দুর্নীতির রাজত্ব চলছে। লুট করতে কোনো অসুবিধা বা বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে না। এটা সবাই জানেন, কারা কিভাবে রাতারাতি কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। রাশিয়ার অলিগার্কদের মতো তারাও এ ভেবে এখন উদ্বিগ্ন, যদি তাদের ওপর আমেরিকা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। আমাদের দুর্নীতি দমন কমিশন বড় বড় দুর্নীতি দেখেও দেখে না। জনগণের প্রতি দায়দায়িত্ব আছে বলে তারা মনে করেন না। সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘবে কল্যাণমূলক বা কাজের বিনিময়ে দারিদ্র্যবিমোচনের পরিকল্পনার কথা মুখেই বলা হচ্ছে। গ্রামে-গঞ্জে সাধারণ মানুষ যে নিদারুণ কষ্টে আছেন সরকারের তা জানাও সম্ভব নয়। মিথ্যা প্রশংসার লোক তো চারপাশেই আছে। তরুণদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই। নিজের এলাকায় কিছু রাস্তা-ঘাট করাটাই নেতাদের জন্য লাভজনক।

পরিবর্তন আনতে অসত্যের বিপক্ষে দাঁড়ানো সম্ভব না হলে আমাদের নিয়তি হবে মিথ্যা নিয়ে বেঁচে থেকে অন্যায়-অবিচারের শিকার হওয়া। আর মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে কোনো জাতি মহৎ কিছু অর্জন করতে পারে না।

বড় বড় ইমারত বা সেতু তৈরি করাতো ইট-সুরকির ব্যাপার। মোগল সম্রাটদের মধ্যে আকবরই সম্ভবত সবচেয়ে কম শিক্ষিত ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে বড় বড় জ্ঞানী-গুণী পরিবেষ্টিত থাকতেন। তাই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন একজন মহান সম্রাট হিসেবে। আমাদের মন্ত্রীদের আইনকানুন নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না কিংবা অসত্য বলার জন্য সংসদের নিকট জবাবদিহি নিয়েও দুশ্চিন্তা করতে হয় না। কারণ, সংসদ সদস্যরা জানেন তাদের ভিত্তিও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। জনগণকে বিভ্রান্ত করা তাদের প্রতিদিনের রাজনীতি। আইন অথবা আইনের অপব্যবহার সম্পর্কে দেশের রাজনীতিকদের সাধারণ ধারণা হচ্ছে; ওসব বিষয় অন্যদের প্রতিপালন করার জন্য এবং আইন তাদের প্রভাবিত করে না। অসত্য বলাটা সরকারের বিশেষ অধিকার। মিথ্যার জোয়ারে ভাসার কারণে যে একটি দায়িত্বশীল, দুর্নীতিমুক্ত সরকার গঠন করা যাচ্ছে না তা বুঝার চেষ্টা করা হচ্ছে না। মিথ্যার আশ্রয়ই সরকারের ব্যর্থতা।

সরকারের মন্ত্রীদের এবং ক্ষমতাবানদের সত্যের মুখোমুখি হওয়ার সততা থাকলে বাকস্বাধীনতার বিরুদ্ধে আইনের কোনো প্রয়োজন হতো না, গণমাধ্যমেরও সমস্যা থাকত না। সত্যভীতি থেকে রক্ষা পেতেই মিথ্যার দরকার পড়ে। তাই তো নেতারা মিথ্যা নিয়ে গর্ব করে যাচ্ছেন। আর আমরা মিথ্যার রাজত্বের ব্যর্থতা নিয়ে দুর্ভোগে আছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারাও মুক্তির কথা বলেন না। মিথ্যা বলার বীরত্বই দেশে চলছে।

লেখক: সিনিয়র আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।

নামাজের সময়-সূচী

এপ্রিল/মে	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	১
ফজর	৪.৩৭	৪.৩৫	৪.৩৩	৪.৩২	৪.৩০	৪.৩০	৪.২৯
সূর্যোদয়	৬.০১	৬.০০	৫.৫৮	৫.৫৬	৫.৫৭	৫.৫৭	৫.৫৪
জোহর	১২.৫৪	১২.৫৪	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫৩
আসর	৫.৪৫	৫.৪৬	৫.৪৬	৫.৪৭	৫.৪৮	৫.৪৮	৫.৪৮
মাগরিব	৭.৪৭	৭.৪৮	৭.৪৯	৭.৫০	৭.৫১	৭.৫১	৭.৫২
এশা	৯.১০	৯.১১	৯.১২	৯.১৪	৯.১৫	৯.১৫	৯.১৭

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

বুশের মুখে ছোড়া জুতা ছিল গোটা মার্কিন জাতির উদ্দেশেই

এন এন তরুণ

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ফ্রাংকো মডিগ্লিয়ানি ১৯৯৮ সালে উত্তর ইতালীর ইজেও শহরে 'ইনস্টিটিউট ফর স্টাডিজ অন ইকোনমিকস ও অকুপ্যাশন' নামের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ফ্রাংকো মডিগ্লিয়ানির মৃত্যুর পর তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেন আরেক নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ রবার্ট সোলো। যাঁর প্রণীত গ্রোথ মডেল অর্থনীতি–পড়ুয়াদের মধ্যে অনেকটা প্রাতঃস্মরণীয়। এই প্রতিষ্ঠানে প্রতি গ্রীষ্মে 'সামার স্কুল' নামের কিছু কোর্স পড়ানো হয়। প্রফেসর মডিগ্লিয়ানির সম্মানে সেখানে মূলত অর্থনীতিতে নোবেলপ্রাপ্ত অধ্যাপকেরা ক্লাস নেন বিনা পারিশ্রমিকে। ২০১৩ সালের জুনে আমি সেখানে যাওয়ার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিলাম। ২২ জুন কোর্স শেষ হওয়ার দিন সন্ধ্যায় গালা ডিনার খ্যাত নৈশভোজে আমি বসেছিলাম ১৯৯০ সালে অর্থনীতিতে নোবেলপ্রাপ্ত আমেরিকান অধ্যাপক উইলিয়াম শার্পের ঠিক ডান পাশে। শিক্ষক হিসেবে সেখানে ছিলেন আরও চার নোবেল বিজয়ী–জর্জ অ্যাকারলফ, এরিক মাস্কিন, ডেইল মরটেনসন ও মাইকেল স্পেন্স। ছিলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের উপদেষ্টা ড. রবার্ট ওয়েস্কট। তাঁরা প্রত্যেকেই বসেছিলেন ছাত্র পরিবেষ্টিত ভিন্ন ভিন্ন খাবার টেবিলে, যাতে ছাত্ররা বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করার সুযোগ পায়।

তিন ঘণ্টা ধরে চলা এই আলাপচারিতায় আমি একপর্যায়ে উইলিয়াম শার্পকে প্রশ্ন করলাম, 'প্রফেসর, ২০০৮ সালে ইরাকে সংবাদ সম্মেলনে ইরাকি সাংবাদিক মুনতাদর আল জাইদি, জর্জ ডব্লিউ বুশের মুখে জুতা ছুড়ে মেরেছিলেন। বিষয়টি আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?' উত্তরে অধ্যাপক শার্প বললেন, 'জুতাটা ডব্লিউ বুশকে লক্ষ করে মারলেও, আসলে সেটা সারা মার্কিন জাতির উদ্দেশেই নিক্ষেপ করা হয়েছিল।' তাঁর ব্যাখ্যা থেকে অল্প কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা যাক, 'মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্বার্থের প্রতিকূলে প্রণীত। আসলে একে সারা মানবজাতির স্বার্থের প্রতিকূলে বলাই ভালো।' তিনি দাবি করলেন, 'আমরা এই মার্কিন সমাজের অধিকাংশ নাগরিক মার্কিন রাজ-নীতিকদের রাজনীতির ধরন, সরকারের পররাষ্ট্রনীতি অনুমোদন করি না। আরও পরিষ্কার করে বললে, আমরা এ দেশের বুদ্ধিজীবী ও শান্তিকামী সাধারণ মানুষ মার্কিন রাজ-নীতি ও পররাষ্ট্রনীতি পছন্দ করি না।'

আমি তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু মিথ্যা অভিযোগে ইরাক আক্রমণের পরও ডব্লিউ বুশকে দ্বিতীয়বার আরও বেশি ভোটে নির্বাচিত করেছিল তো আমেরিকার জনগণই। নয় কি?'এবার তাঁর চোখে-মুখে আঁধারের যে ছায়া দেখা দিল, তা ছিল বেদনা ও অপমানের মিশ্রণে তৈরি এক গভীর ক্ষতের চিহ্ন, যেটা অন্তর থেকে ক্ষণিকের জন্য বাইরে চলে এসেছিল। তিনি বলেই ফেললেন, 'আসলে এ প্রশ্ন আমাকে ভীষণভাবে বিব্রত করে। এ ঘটনা আমার নিজের কাছেই এক চরম বিস্ময়।'

আমেরিকান ইতিহাসবিদ, ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির সাবেক অধ্যাপক রোক্সান দুনবার-অর্তিজ তাঁর 'অ্যান ইন্ডিজিনাস পিপলস হিস্ট্রি অব ইউনাইটেড স্টেটস' গ্রন্থে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন চমৎকারভাবে। তিনি নিজেও আইরিশ বংশোদ্ভূত শ্বেতাঙ্গ নারী। তাঁর পূর্বপুরুষও বসতি স্থাপনকারী যাঁরা উড়ে এসে জুড়ে বসে রেড ইন্ডিয়ানদের জায়গাজমি কেড়ে নিয়ে বসতি গড়েছিল। তিনি ব্যাখ্যা করেন, মার্কিনিদের এই সর্বগ্রাসী মনোভাব উপনিবেশবাদী মনোভাব থেকে উদ্[]গত।

প্রফেসর উইলিয়াম শার্পের কথা একেবারে মিথ্যা নয়। বাথ ইউনিভার্সিটিতে আমার আমেরিকান বান্ধবী কেটি হ্যালেটের সঙ্গে প্রথম আড্ডায়ই আমাকে বলতে হয়েছিল, 'আমি তোমাদের পছন্দ করি (পড়ুন: খুব একটা পছন্দ করি না। কারণ, আমাকে ভদ্রতা বজায় রাখতে হয়), কিন্তু তোমাদের পররাষ্ট্রনীতি আমি একদম পছন্দ করি না।' এ কথায় কেটি দ্বিমত করেননি। তারপর দুই বছর পর ২০১৬ সালের নভেম্বরে আমি জাপানের বেপু শহরে নিমন্ত্রিত হয়ে এশিয়া প্যাসিফিক কনফারেন্সে প্রবন্ধ উপস্থাপন করতে গেছি। শেষ দিন ক্লান্তি কাটাতে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে অনেক রাত করে ঘুমিয়েছি। সকালে বারবার মেসেঞ্জারে রিং বেজেছে, কিন্তু উঠে ধরার সাধ্য ছিল না। দুপুরের দিকে উঠে দেখি, কেটি ফোন করেছে। আমি আবার ফোন করলাম কেটিকে। তখন তিনি আমেরিকায় তাঁর নিজের শহরে। কিন্তু তিনি ফোন ধরেননি। হয়তো অভিমান করেছেন। তাঁর ফেসবুক প্রোফাইলে ঢুকলাম। দেখি তাঁর স্ট্যাটাসে তিনি লিখেছেন, 'আই অ্যাম অন সেইল' অর্থাৎ 'আমি বিক্রি হইব।' এর কারণ বুঝতে আমার দেরি হলো না। কারণ, সেদিনই ডোনাল্ড ট্রাম্প সারা বিশ্বকে চমকে দিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর স্ট্যাটাসের নিচে আমি এক দীর্ঘ সান্ত্বনা বাক্য লিখলাম, কিন্তু তিনি তার কোনো জবাব দিল না। বেদনার এই গল্প আজ এখানেই শেষ করি।

আমেরিকান ইতিহাসবিদ, ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির সাবেক অধ্যাপক রোক্সান দুনবার-অর্তিজ তাঁর 'অ্যান ইন্ডিজিনাস পিপলস হিস্ট্রি অব ইউনাইটেড স্টেটস' গ্রন্থে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন চমৎকারভাবে। তিনি নিজেও আইরিশ বংশোদ্ভূত শ্বেতাঙ্গ নারী। তাঁর পূর্বপুরুষও বসতি স্থাপনকারী যাঁরা উড়ে এসে জুড়ে বসে রেড ইন্ডিয়ানদের জায়গাজমি কেড়ে নিয়ে বসতি গড়েছিল।

শুধু কি প্রফেসর উইলিয়াম শার্প, আর আমার বান্ধবী কেটি হ্যালেট? আরও অনেক আমেরিকান নাগরিকের নাম করা যায়, যাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির কঠোর সমালোচক। যেমন সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স, নোয়াম চমস্কি, আমেরিকান অ্যাম্বাসেডর জ্যাক মাটলক, কূটনীতিবিদ জর্জ কেনান, সাবেক ডিফেন্স সেক্রেটারি উইলিয়াম পেরি, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ জন মার্শেইমার, মার্কিন সাংবাদিক রবার্ট ব্রিজ, প্রফেসর জেফ্রি স্যাক্স, প্রফেসর পল ক্রুগম্যান, প্রফেসর জন লিস্ট প্রমুখ।

রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত মোট সতেরো মাস যুক্তরাষ্ট্রে কাটিয়েছেন। আমেরিকান সমাজকে গভী-রভাবে বোঝার চেষ্টা করেছেন। নিমন্ত্রিত হয়ে অসংখ্য বক্তৃতাও করেছেন হার্ভার্ড, শিকাগোসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও প্রতিষ্ঠানে এবং প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ, হোয়াইট হাউসে। এর মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে তাঁর বক্তৃতার অধিকাংশ জায়গাজুড়ে ছিল জাতীয়তাবাদবিরোধীতা। জাতীয়তার শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা বা উগ্র জাতীয়তা যে কী রকম নিষ্ঠুর হতে পারে, বক্তৃতাগুলোতে ছিল তার চুলচেরা বিশ্লেষণ। অনেকটা আমেরিকানদের উদ্দেশ করেই এক দিন এক বক্তৃতায় তিনি বলেই ফেললেন, 'আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের বর্বর লোভ এবং তা থেকে নিষ্ঠুরতার যে চিত্র আমরা আজ দেখতে পাই, আমি তার নিন্দা জানাই।' রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয়তাবাদবিরোধী বক্তব্য আমেরিকান সমাজে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সব পত্রিকায় এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় লেখা হয়। উদাহরণস্বরূপ, মিনিয়াপলিস জার্নাল সম্পাদকীয়তে লিখেছিল, 'জাতীয়তাবাদই আজকের পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় শক্তি...জাতি হিসেবে আমাদের উগ্র জাতীয়তাবাদের চাষ করতে হবে...ভারতীয়দের কোনো জাতীয়তাবাদ নেই, আর সে জন্যই তাঁরা অন্যের দ্বারা বিজিত।'

শুধু খবরের কাগজের বিদ্রুপই নয়, রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন, 'আমি এখানে এসে তাঁদের কাছে উপহাসের পাত্র হয়েছি।' ১৯৩০ সালে নিউইয়র্ক সিটিতে এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'বর্তমান যুগ পশ্চিমা বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির যুগ এবং তার জন্য আমরা বিশ্ববাসী আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ; কিন্তু আপনারা তো তৃতীয় বিশ্বের অসহায় মানুষকে শোষণ করছেন এবং বিজ্ঞানের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত এসব মানুষকে অপমান করছেন।' বক্তৃতার শেষ অংশে তিনি আমেরিকান কবি হুইটম্যান ভারতীয়দের সম্বন্ধে কী লিখেছেন, তা জানার জন্য তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া' পড়ে দেখতে উপদেশ দেন।

মার্কিন মুলুকের সবচেয়ে প্রভাবশালী কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান আত্মসমালোচনা করে বলেছেন, 'আমরা আমেরিকানই প্রথম জাতি, যাঁরা জাতীয়তাবাদ বিনির্মাণের নিরীক্ষায় গভীরভাবে ব্রতী হয়েছি। আ-মরাই প্রথম জাতি, যাঁরা ঈশ্বরের চেয়েও নিজেদের তুষ্ট করতে বেশি চেষ্টা করি। আমরা ঈশ্বরের জায়গায় নিজেদের বসিয়েছি।' বলা হয়, কবিরা তাঁদের দিব্য চোখে ভবিষ্যৎকে দেখতে পান। কবি হুইটম্যানও সামনের দিনগুলোতে জাতি হিসেবে মার্কিনিদের আচরণ অন্য দেশের সঙ্গে কী রকম হবে, সে বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এভাবে–'আমাদের অস্তিত্বই আমাদের সারবত্তা। ভবিষ্যতের গর্ভে অনন্তকালের জন্য নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা নিশ্চিত করাই জাতি হিসেবে আমরা আমাদের প্রধান কাজ হিসেবে বেছে নিয়েছি। অন্য সব জাতি যেখানে ঈশ্বরের কাছে স্তোত্র হিসেবে নিজেদের সঁপে দেয় ঈশ্বরেরই জয়গানে, সেখানে আমরা ঈশ্বরকে নিজেদের মতো সংজ্ঞায়িত করি ভবিষ্যতের প্রয়োজনে।'

হুইটম্যান মারা যান ১৮৯২ সালে, কিন্তু যে ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করে দিয়ে গেছেন, তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী সময়ের সব কর্মকাণ্ডে। তিনি 'লিভস অব গ্রাস' লিখেছিলেন ১৮৫৫ সালে, যেখানে তিনি আদর্শ গণতন্ত্রের মধ্যে সমষ্টির সঙ্গে ব্যক্তির যুগলবন্দী ঘটবে–এই স্বপ্ন দেখেছিলেন। স্বপ্ন দেখেছিলেন এমন এক রাষ্ট্রের, যার কেন্দ্রে থাকবে মানুষ, যেখানে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। কিন্তু যখন দেখি আজও কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদের হাতে নির্যাতিত, কৃষ্ণাঙ্গরা বেকার, পুষ্টিহীনতায় ভোগে, গড় আয়ুর নিচে থাকে, একই পদে চাকরি করেও কম বেতন পায়, তখন এই আমেরিকান কবির সেই স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে যায়।

অন্য জাতিকে দাবিয়ে রাখার মনোভাব মার্কিন জাতির মধ্যে কী করে হলো, তার একটা সমাজ মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দরকার। কারণ, শত বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র তার কোনো চেষ্টা করেনি শুধু নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্যই। নিজের দেশে তেলের বিশাল মজুত সত্ত্বেও অন্য দেশের তেল সম্পদ কুক্ষিগত করার রণকৌশল এবং কোনো দেশকে স্বাধীনভাবে স্বনির্ভর হতে না দেওয়ার যুক্তরাষ্ট্রের নীতি বিস্ময়কর ঠেকে।

আমেরিকান ইতিহাসবিদ, ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউ-নিভার্সিটির সাবেক অধ্যাপক রোক্সান দুনবার-অর্তিজ তাঁর 'অ্যান ইন্ডিজিনাস পিপলস হিস্ট্রি অব ইউনাইটেড স্টেটস' গ্রন্থে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন চমৎকারভাবে। তিনি নিজেও আইরিশ বংশোদ্ভূত শ্বেতাঙ্গ নারী। তাঁর পূর্বপুরুষও বসতি স্থাপনকারী যাঁরা উড়ে এসে জুড়ে বসে রেড ইন্ডিয়ানদের জায়গাজমি কেড়ে নিয়ে বসতি গড়েছিল। তিনি ব্যাখ্যা করেন, মার্কিনিদের এই সর্বগ্রাসী মনোভাব উপনিবেশবাদী মনোভাব থেকে উদ্[]গত। যাঁরা, বিশেষ করে যুক্তরাজ্য থেকে, উত্তর আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছেন, তাঁরা আদিবাসীদের ভূমি কেড়ে নিয়ে তাঁদের নিঃস্ব করে দিয়েছেন। সেটা করতে গিয়ে তাঁদের ওপর সীমাহীন অত্যাচার চালিয়েছেন।

কোনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই যুদ্ধ সমর্থন করতে পারেন না। সাম্প্রতিক সময়ে রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের পেছনে কী শুধুই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দায়ী, না আমেরিকান পুঁজিপতিদের অস্ত্র ব্যবসার একটা স্থায়ী জোগানের ব্যবস্থা সৃষ্টির অদম্য আকাঙ্ক্ষা দায়ী–এটা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা দরকার। ঠান্ডা যুদ্ধ অবসানের পরও ন্যাটোর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা, রাশিয়ার পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও রাষ্ট্রটিকে ন্যাটোর সদস্য হতে না দেওয়া এবং ন্যাটোর ক্রমাগত সম্প্রসারণ আমাদের কী বার্তা দিয়ে যায়, তা বোঝার চেষ্টা করা দরকার। যিনি দায়ী নন, তাঁকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর বিষয়টি একসময় রবীন্দ্রনাথের কাব্য-ভাবনার কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছিল। কারণ, এ বিষয়ে তিনি অনেকগুলো কবিতা লিখেছেন। এমন একটা কবিতা আমাদের কানে আর্তনাদের মতো করে বেজে ওঠে:

যে দন্ডবেদনা
পুত্রেরে পার না দিতে সে কারে দিয়ো না ;
যে তোমার পুত্র নহে তারো পিতা আছে,
মহা অপরাধী হবে তুমি তার কাছে
বিচারক!

লেখক: রাশিয়ার সাইবেরিয়ান ফেডারেল ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির ভিজিটিং প্রফেসর ও সাউথ এশিয়া জার্নালের এডিটর অ্যাট লার্জ।



বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

পাকিস্তানে নতুন সরকার ও ভূ-রাজনীতি

শাহাদাত হোসাইন স্বাধীন

দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে বর্তমানে সবচেয়ে আলোচিত ইস্যু হলো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বিদায়। তাঁকে দেশটির পার্লামেন্ট অনাস্থা ভোটে অপসারণ করেছে। মেয়াদ থাকতে একজন প্রধানমন্ত্রী সরে যাওয়া পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসের জন্য নতুন কিছু না। গত সাত দশকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কোনো প্রধানমন্ত্রীই মেয়াদ শেষ করতে পারেননি।

কিন্তু পাকিস্তানকে বিশ্বকাপ জেতানো ক্রিকেট অধিনায়ক ইমরানের রাজনৈতিক উত্থান যেমন আলোচিত ছিল, তেমনি তাঁর অপসারণও আলোচিত হয়েছে। ইমরানের পক্ষ থেকে অভিযোগ রয়েছে, 'স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি'র কারণে তাঁকে অপসারিত হতে হয়েছে। বিশ্বরাজনীতির বিশ্লেষকরাও বলছেন, ইমরানের অপসারণের সঙ্গে ভূ-রাজনীতির সংযোগ রয়েছে। এমন আলোচনা রয়েছে যে ভুল ও বিপজ্জনক পররাষ্ট্রনীতিই ইমরানের জন্য কাল হয়েছে।

ইমরানের পররাষ্ট্রনীতি : ইমরান খান জীবনের বড় অংশ কাটিয়েছেন যুক্তরাজ্যে, পড়াশোনা করেছেন অক্সফোর্ডে। ব্যক্তিগত জীবনচর্চায় তিনি যতটা পশ্চিমা ঘেঁষা ও উদার, রাজনৈতিক জীবনে তিনি ততটাই কট্টরপন্থী। তাঁকে দেখে পাকিস্তানের জাতির জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কথা মনে পড়ে যায়। যিনি নিজে ব্যক্তিগত জীবনে সেক্যুলার থাকলেও 'মুসলিম জাতীয়তাবাদের' আবেগকে তাঁর রাজনীতির পুঁজি করেছিলেন। ইমরান খান ক্ষমতায় আসার পর নানা চমক দেখাতে চেয়েছেন। বিশেষ করে তিনি বিশ্বনেতা হওয়ার খায়েশ দেখেছিলেন। মুসলিম বিশ্বে পাকিস্তানের একটা গুরুত্ব ছিল শুরু থেকেই। তবে এই গুরুত্ব সৌদি আরবের সঙ্গে সংহতি রেখেই। কিন্তু সৌদিবিরোধী যে নতুন অক্ষ মালয়েশিয়া-কাতার-তুরস্ক-ইরান গড়ে তুলতে চেয়েছিল, তাতে ইমরানের যোগ-সাজশ ছিল, যা পুরনো বন্ধু সৌদি আরবকে ক্ষুব্ধ করেছিল।

মার্কিন প্রেসিডেন্টরা সচরাচর হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করার পর যে কয়েকটি দেশের সরকারপ্রধানকে ফোন দেন, তার মধ্যে পাকিস্তানও ছিল। কিন্তু জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ইমরানের দপ্তরে কোনো ফোন যায়নি। এমনকি মার্কিন উদ্যোগের জলবায়ু সম্মেলনেও পাকিস্তানে কোনো আমন্ত্রণপত্র পৌঁছেনি। এ নিয়ে ইমরান মনঃক্ষুণ্ন ছিলেন। কিন্তু খেয়াল করলে দেখা যাবে, তিনি কূটনীতিকে ব্যক্তিগত ইগোতে নিয়ে গেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে 'অপ্রত্যাশিত' আচরণ পেয়ে তিনি আরো বেশি যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী অক্ষগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছেন। এমনকি গত বছরের আমেরিকান উদ্যোগের 'গণতন্ত্র সম্মেলনে' নিমন্ত্রণ পেয়েও তা প্রত্যাখ্যান করে ইমরানের সরকার। তাঁর এই একগুঁয়ে পররাষ্ট্রনীতি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের দিনই তাঁর মস্কো সফরের মধ্য দিয়ে। তিনি বিমানবন্দরে নেমে 'দুর্দান্ত সময়ে মস্কো সফর' বলে যে উল্লাস করেছেন তার ভিডিও নানা মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

পশ্চিমের সঙ্গে ইমরানের নানা কারণেই দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। তার মধ্যে অন্যতম ছিল তালেবান ইস্যুতে ইমরানের অবস্থান। ইমরান খান তালেবানের কম সমালোচক ছিলেন। তালেবানের ক্ষমতায় ফেরা নিয়ে উল্লসিত ছিলেন। বিচক্ষণ ইমরান চাইলে তাঁর মস্কো সফর বাতিল করে পশ্চিমাদের কাছে হিরো হতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি হোয়াইট হাউসকে দেখাতে চেয়েছিলেন যে পুতিন তাদের এত মাথা ব্যথার কারণ, সে পুতিনের পাশেই তাদের ফোন না পাওয়া ব্যক্তিটা বসে আছে। ইমরানের মস্কো সফর খুব একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সফর বা সফল সফর ছিল না। ইমরানের দপ্তর বলেছিল, তিনি গ্যাস লাইনসংক্রান্ত আলোচনা করতে গিয়েছিলেন। মস্কোর সঙ্গে ইসলামাবাদের চেয়ে অধিক ঘনিষ্ঠ ও পরীক্ষিত মিত্র নয়াদিল্লি 'রাশিয়া-ইউক্রেন' ইস্যু বেশ চতুরতার সঙ্গে ব্যবহার করেছে। অনেকটা লাঠি না ভাঙা সাপও মরার মতো অবস্থা। কিন্তু ইমরান লাঠিও ভাঙলেন, সাপও মরল না। ফলে ইমরানের এই মস্কো সফর কিছুটা ব্যক্তিগত ইগো বা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ক্ষোভ থেকে ছিল বলেই একটা চিত্র ভেসে ওঠে।

অন্যদিকে ইমরান নিজে নাম উল্লেখ করে বলেছেন, দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু তাঁর অপসারণের 'ষড়যন্ত্র' করছেন। যদিও বা ডোনাল্ড লু এসংক্রান্ত প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন। তবে যতই বলা হোক, বাইডেন প্রশাসন এই মুহূর্তে ইউক্রেন ইস্যু নিয়ে ব্যস্ত আছে, পরমাণু শক্তিধর পাকিস্তান নিয়ে তারা সচেতন নয়, বিষয়টা তা নয়। ইন্দো-প্যাসেফিক কৌশলে পাকিস্তান না থাকলেও মধ্য এশিয়া, ইরান, আফগানিস্তান ইস্যুতে এখনো পাকিস্তানের ওপর নিয়ন্ত্রণ দরকার হোয়াইট হাউসের। ইমরানকে সরাতে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ, পিপিপিসহ ১০ বিরোধী দল এক হয়ে সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব আনে। গত বছর এই ধরনের অনাস্থা প্রস্তাবে ইমরান খান টিকে গেলেও এবার বিদায় নিতে হলো।

তবে শাহবাজের সমালোচকরা বলছেন, শাহবাজ হবেন 'আমেরিকার পুতুল' প্রধানমন্ত্রী। পাকিস্তানে আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব শেষ হয়ে যায়নি। সিভিল সোসাইটি, অধিকারকর্মী ও মিডিয়াজগতে পশ্চিমা প্রভাব রয়েছে। তবে নতুন সরকার নতুন যে পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করবে, তাতে যুক্তরাষ্ট্র লাভবান হবে বলেই প্রতীয়মান।

ধারণা করা হচ্ছে, বিরোধীদের এই অবিশ্বাস্য ঐক্যের পেছনে পশ্চিমা শক্তি ও দেশটির সেনাবাহিনীর পরোক্ষ সমর্থন ছিল।

সেনাবাহিনী ইস্যু: পাকিস্তানের রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর প্রভাব অসামান্য। এ ছাড়া দেশটির পররাষ্ট্রনীতি ও প্রতিরক্ষানীতি সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করে বলে প্রচারিত। দেশটির সেনাবাহিনী দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে অর্থ ও প্রশিক্ষণ পেয়ে আসছে। এ ছাড়া বহু সেনা কর্মকর্তার সম্পদ রয়েছে পশ্চিমা দেশে। ফলে দেশটির সেনাবাহিনীকে মার্কিনপন্থী হিসেবে ভাবা হয়। বর্তমান ইস্যুতেও সেনাবাহিনীর পরোক্ষ হাত রয়েছে বলেই ইঙ্গিত বিশ্লেষকদের। দীর্ঘদিন ধরে নানা ইস্যুতে সেনাবাহিনীর সঙ্গে ইমরান সরকারের বিরোধ চলে আসছিল। পাঞ্জাবে এক অনভিজ্ঞ রাজনীতিককে মুখ্যমন্ত্রী করা এবং সর্বশেষ আইএসআই প্রধান পদে ইমরানের পছন্দের ফায়াজ নামে একজনকে নিয়োগ নিয়ে তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, ফায়াজকে নিয়োগের মাধ্যমে ইমরান সেনাবাহিনীতেও নিজের একটা বলয় তৈরি করতে চাচ্ছিলেন, যাঁরা তাঁকে আবার ক্ষমতায় আনার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করবে; যদিও সাম্প্রতিক সময়ে ইস্যুতে সেনাবাহিনী নিরপেক্ষতার ভঙ্গি করছিল। শেষ মুহূর্তে ইমরানের সঙ্গে সেনাপ্রধানের সাক্ষাৎ প্রমাণ করে কার হাতে ক্ষমতা যাবে তা নিয়ে সেনাবাহিনীর অবস্থান ছিল।

নতুন সরকার: নতুন প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হয়েছেন পাঞ্জাবের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের ভাই শাহবাজ শরিফ। দুর্নীতির অভিযোগে ২০১৮ সালে নওয়াজ শরিফ শুধু প্রধানমন্ত্রী হিসেবেই অপসারিত হননি, হাইকোর্টের নির্দেশে তিনি দলের পদ ছাড়তেও বাধ্য হন। তাঁকেও সেনাবাহিনীর সঙ্গে টানাপড়েনের কারণে ক্ষমতা ছাড়তে হয়েছে বলে গুঞ্জন রয়েছে। বর্তমানে তিনি যুক্তরাজ্যে রয়েছেন। এখন নতুন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটা সম্পর্ক রয়েছে। এ ছাড়া তাঁর সহোদর নওয়াজ শরিফের জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে লাহোর উড়ে গিয়েছিলেন মোদি। পাঞ্জাবের নেতা হিসেবে চীনাদের সঙ্গেও তাঁর বোঝাপড়া ভালো। শরিফ পরিবারের সঙ্গে বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনারও সুসম্পর্ক রয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ ইস্যুতে শরিফদের দল মুসলিম লীগের অবস্থানও গঠনমূলক। ফলে শাহবাজ যুগে নতুন পররাষ্ট্রনীতির দিকে যেতে পারে পাকিস্তান।

তবে শাহবাজের সমালোচকরা বলছেন, শাহবাজ হবেন 'আমেরিকার পুতুল' প্রধানমন্ত্রী। পাকিস্তানে আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব শেষ হয়ে যায়নি। সিভিল সোসাইটি, অধিকারকর্মী ও মিডিয়াজগতে পশ্চিমা প্রভাব রয়েছে। তবে নতুন সরকার নতুন যে পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করবে, তাতে যুক্তরাষ্ট্র লাভবান হবে বলেই প্রতীয়মান। এরই মধ্যে জানা গেছে যে প্রেসিডেন্ট ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি বৈঠক করতে যাচ্ছেন, সেখানে উঠে আসবে পাকিস্তান ইস্যু। নতুন সরকার ইমরানের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও সংবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগ আনতে পারে, যেটা নওয়াজ শরিফের বিরুদ্ধেও হয়েছিল। ইমরানের রাজনৈতিক উত্থান দমানোর চেষ্টা করা হবে। কিন্তু ইমরানের দল পিটিআই সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকায় যাচ্ছে। ফলে তাঁর রাজনীতি শেষ সেটাও বলা যায় না। কিন্তু তাঁর সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ। চ্যালেঞ্জ পাকিস্তানের নতুন সরকারের সামনেও। ভারসাম্যপূর্ণ কূটনীতি, ভঙ্গুর অর্থনীতি, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব বড় সংকট হয়ে আছে পাকিস্তানে। নতুন সরকার কতটুকু কী করে তা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

লেখক: স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, নয়াদিল্লি

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসার সূচনায় বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
অথবা ১ মিলিয়ন বা সমমূল্য ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
চলে যেতে ফেলশনীয় মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৪ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিণ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

ঈদুল ফিতরের আমলসমূহ

(১৭ পাতার পর)

বাক্য দ্বারা এ শুভেচ্ছা বিনিময় করা যায়। যেমন- ক. হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) বলেছেন, 'জোবায়ের ইবনে নফির থেকে সঠিক সূত্রে বর্ণিত, হজরত রাসূলে কারিম (সা.)-এর সাহাবারা ঈদের দিন সাক্ষাৎকালে একে অপরকে বলতেন, 'তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়ামিনকুম' অর্থ আল্লাহতায়ালা আমাদের ও আপনার ভালো কাজগুলো কবুল করুন। -ফতহুল বারি

খ. ঈদ মোবারক বলে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করা যায়। তবে প্রথমে উল্লিখিত বাক্য দ্বারা শুভেচ্ছা বিনিময় করা উত্তম। কারণ সাহাবারা এ বাক্য ব্যবহার করতেন ও এতে পরস্পরের জন্য কল্যাণ কামনা ও আল্লাহতায়ালার কাছে দোয়া রয়েছে।

ঈদের নামাজের আগে খাবার গ্রহণ

ঈদুল ফিতরের দিনে ঈদের নামাজ আদায়ের আগে খাবার গ্রহণ করা এবং ঈদুল আজহার দিন ঈদের নামাজের আগে কিছু না খেয়ে নামাজ আদায়ের পর কোরবানির গোশত খাওয়া সুন্নত।

হজরত বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) ঈদুল ফিতরের দিনে না খেয়ে বের হতেন না, আর ঈদুল আজহার দিনে ঈদের নামাজের আগে খেতেন না। নামাজ থেকে ফিরে এসে কোরবানির গোশত খেতেন। -আহমদ

ঈদের নামাজ আদায় ও খুতবা শোনা

জামাতের সঙ্গে ঈদের নামাজ আদায় করতে হবে। ঈদের নামাজ ওয়াজিব। ঈদের নামাজের পর ইমাম দু'টো খুতবা দেবেন। খুতবা শোনা ওয়াজিব।

ফিতরা আদায় করা

ঈদের নামাজের আগেই ফিতরা আদায় করে দেওয়া একটি বড় ধরনের ইবাদত। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক অপ্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর, গোলাম-আজাদ সবার পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করতে হবে। শিশু ও গোলামের পক্ষ থেকে তার মনিব বা অভিভাবক ফিতরা আদায় করবে।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব করেছেন অশ্লীল ও অনর্থক কথার দ্বারা রোজার ত্রুটি-বিচ্যুতিকে পবিত্র করা এবং মিসকিনদের খাদ্য প্রদানের জন্য। ঈদের নামাজের আগে আদায় করলে তা ফিতরা হিসেবে ধর্তব্য আর ঈদের নামাজের পর আদায় করলে তা অন্যান্য সাধারণ দানের মতো একটি দান হবে।

ঈদ হোক সবার জন্য আনন্দের, খুশির; হোক ইবাদতের দিন। ঈদ বয়ে আনুক শান্তি-শৃঙ্খলা ও শালীন বিনোদন। ঈদকে ইবদত হিসাবে পালন করতে চাইলে অবশ্যই উল্লিখিত বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে।

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।





আমাদের কাছে পাবেন

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

কুইন্স থেকে মাহফুজ খানের প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস'র গ্রিনকার্ডধারী। আমি একটি দোকানে কাজ করতাম। আমার জানা ছিলো না যে আমি যে দোকানে কাজ করতাম সেই দোকানের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত নয় এমন জিনিস বিক্রি হয়। একদিন বিক্রির জন্য অনুমতি নেই এমন জিনিস বিক্রির দায়ে পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করেছিলো। এই ব্যাপারে আমি খুব উদ্বিগ্ন আছি। কারণ আমি এদেশের নিয়মকানুন সম্পর্কে তেমন অবহিত নই।

এখন আমি জানতে আগ্রহী যে এই অবস্থায় আমি আমার সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে পারব কিনা? আর কেসের সেটেলমেন্টের আগে আমি প্রয়োজনে এদেশের বাইরে যেতে পারব কিনা? আর গেলে আবার ফিরে আসতে পারব কিন? এ ব্যপ্যারে আপনার পরামর্শ কামনা করছি।

মাহফুজ খানের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার কেস সেটেল হবার আগেই আপনি যদি এদেশের বাইরে যান তবে কাস্টমস এবং বর্ডার প্রটেকশন ইন্সপেক্টর আপনাকে গ্রেফতার হবার বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারে- এমন কথা আপনার স্মরণে রাখা দরকার। আইন অনুযায়ী কেউ যদি ক্রিমিনাল হিসাবে সনাক্ত হয় এবং তার সম্পর্কে ক্রিমিনাল রেকর্ড থাকে তবে এদেশের গভর্মেন্ট তাকে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করে। অবৈধ জিনিস রাখা এবং বিক্রির দায়ে কনভিকটেড হলে এ জন্যে সিটিজেনশীপ পেতে অনেক সময় লাগতে পারে বলে আমাদের ধারণা।

তবে আপনি আপনার গ্রেফতার হবার ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কিছু লিখেন নি। ইমিগ্রেশন এবং এইসব বিষয়ে নির্দিষ্ট করে অর্থাৎ সুস্পষ্ট করে কিছু উল্লেখ না করলে তার জন্যে অনুমান করে উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে সুস্পষ্ট করে প্রশ্নের উত্তর পেতে চাইলে সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন উত্থাপন করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনে একজন এটর্নীর সাথে সাক্ষাতে আলোচনা করতে পারেন। তবে এদেশ ছেড়ে বাইরে যাবার আগে আপনার কেস সম্পর্কে পরিষ্কার ভাবে সব জেনে নেবেন।

আরো একটি কথা মনে রাখা দরকার যে আপনার কেস সেটেল হবার আগেই যদি এদেশের বাইরে যেতেই হয় তবে যাবার আগেই আপনার কেসের কাগজপত্র আনবেন এবং সেগুলো সাথে করে নেবেন। তবে আপনার বিরুদ্ধে কোন ক্রাইম রেকর্ড থাকলে তার জন্য আপনার অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। সেকারণে এদেশের বাইরে যাওয়া থেকে বিরত থাকা ভালো। এবং আবারো উল্লেখ করছি যে আপনার কেস সম্পকে পরিষ্কার ধারণা নিয়ে পরবর্তি পদক্ষেপ গ্রহণ করা ভালো। একারণে প্রয়োজনে একজন এটর্নীর সাথে পরামর্শ করা ভালো।

কুইন্স থেকে ফারুক হোসেনের প্রশ্নেঃ

আমি ইউএস সিটিজেন। আমি এখানে পরিবার নিয়ে বসবাস করি। আমার পরিবারে আমি একমাত্র উপার্জন করি। সে কারণে আমাকে সংসার চালাতে খুব হিমসিম খেতে হয় বলে আমি অন্য একজনের সাথে বাসা শেয়ার করে থাকি। কারণ আমি ছাড়া আমার পরিবারে আর কেউ কাজ করে না।

আমার এই কঠিন অবস্থা কাটাবার জন্যে আমার এক বন্ধু আমাকে ফুড স্ট্যাম্পের ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি তেমন কিছুই জানিনা বলে আপনার কাছে এই চিঠি লিখছি। এই পরিস্থিতিতে আমি ফুড স্ট্যাম্প নিতে পারি কিনা? এবং আমাকে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে কিনা? হলে কি ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা আছে। আপনার পরামর্শ পেলে উপকৃত হবো।

ফারুক হোসেনের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনি ফুড স্ট্যাম্পের বিষয়ে জানতে চেয়েছেন। সংসারে আপনি একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি বলে অন্যের সাথে বাসা শেয়ার করে থাকেন।

আপনার জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে উল্লেখ করছি যে প্রয়োজনে ইউএস সিটিজেন ফুড স্ট্যাম্পসহ অন্যান্য যেসব সুবিধার জন্যে উপযোগী সেসব গ্রহণ করতে পারেন। ফুড স্ট্যাম্প গ্রহণের অসুবিধা হচ্ছে এই ধরনের সুবিধা গ্রহণকারীরা তাদের পরিবারের সদস্যদের এদেশে আনবার জন্যে আবেদন করতে পারেন না। আপনার যদি ভবিষ্যতে এ ধরনের কারো জন্যে আবেদন করার পরিকল্পনা থাকে তবে যে কোন চূড়ান্তস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে যোগাযোগ করে তার পরামর্শ নেয়া ভালো।



আপনি আরো একটি কাজ করতে পারেন আর তা হচ্ছে যে, স্টেটের বেনিফিট অফিস থেকে জেনে নিতে পারেন যে আপনি যেসব সুবিধা নিতে চাচ্ছেন সে ব্যাপারে কোন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে কিনা। আর সমস্যার সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকলে সেই সমস্যাগুলি কি কি হতে পারে। স্টেটের পাবলিক এ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসে ইমিগ্র্যান্ট এবং নন-ইমিগ্র্যান্ট বেফিনিটের তালিকা রয়েছে। সেখান থেকেও প্রয়োজনে আপনি সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন। তবে যে কোন সিদ্ধান্ত নেবার আগে ভালোভাবে জেনে নেবেন।

কুইন্স থেকে হাসান চৌধুরীর প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস সিটিজেন। আমার স্ত্রীর জন্যে আবেদন করেছি। আমার আবেদন গৃহিত হয়েছে। পার্ট ওয়ান ফর্ম পূরণ করে জমা দিয়েছি কিন্তু এখন পর্যন্ত তার উত্তর পাই নাই। আমার উপার্জন তেমন ভালো নয় বলে আমি যুগ্ম স্পন্সরের খোঁজে আছি। আমার এক বন্ধু যার উপার্জন খুব ভালো সে যুগ্ম স্পন্সশীপ দিতে সম্মত হয়েছে।

এ ব্যাপারে আমি তেমন অভিজ্ঞ নাই সে কারণে আপনার পরামর্শ কামনা করছি।

হাসান চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনি একজন পিটিশনার। সে কারণে আপনার স্ত্রীর আবেদনের সাথে আপনার দেয়া এ্যাফিডেভিট অব সাপোর্ট লাগবে। আপনার স্ত্রীর আবেদনের জন্য অন্য কেউ যুগ্ম স্পন্সশীপ হতে পারেন এ জন্যে আই-৮৬৪ ফর্ম পূরণ করতে হবে। আপনার কোন উপার্জন না থাকলেও আপনাকে এ্যাফিডেভিট অব সাপোর্টে সই দিতে হবে।

যুগ্ম স্পন্সর কেন প্রয়োজন?

সম্প্রতি বছরের পোভার্টি গাইড লাইন অনুযায়ী পরিবারের বার্ষিক উপার্জন থাকা দরকার। নির্ধারিত পরিমান উপার্জন না থাকলে যুগ্ম স্পন্সরের প্রয়োজন হয়। আপনাকে ট্যাক্স রিটার্নের ফাইল সংযোগ করে দিতে হবে। সেই সাথে জব স্টোর ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেবেন।

উল্লেখ্য যে আপনার পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী এবং পোভার্টি গাইড লাইন অনুসারে আপনার উপার্জন থাকতে হবে। নির্ধারিত উপার্জজনের চেয়ে কম উপার্জন হলে যুগ্ম স্পন্সরশীপের প্রয়োজন হয়। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে একজন অভিজ্ঞ এটর্নীর সাথে আলোচনা করা উত্তম।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানাঃ ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোনঃ ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্সঃ ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইলঃ kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

‘ক্রিমিনাল আর ন্যুড ক্লাব’ সিন্ডিকেটের হাতে বন্দী ফোবানা!



শিব্বীর আহমেদ

একজন রাজাকার আজীবন রাজাকারই থাকে। কিন্তু ইতিহাস বলে একজন মুক্তিযোদ্ধা চীরকাল মুক্তিযোদ্ধা থাকেনা। সময় অসময় স্বার্থের পদ পদবীর লোভে কারনে অকারনে একজন মুক্তিযোদ্ধা রাজাকারের দাসত্ব করে। স্বাধীনতা পক্ষের নামধারী কতিপয় মোড়লরা তাদের স্বার্থ আর পদ পদবীর লোভে ফোবানাকে একটি ‘ক্রিমিনাল আর ন্যুড ক্লাব’ সিন্ডিকেটের হাতে তুলে দিয়েছে। স্বাধীনতা বিরোধী মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী গুটিকতেক নষ্ট মানুষের দাসত্ব করে স্বাধীনতা পক্ষের নামধারী কিছু মোড়লরা ফোবানাকে বেশ্যার মত প্রতিদিন বলৎকার করে চলেছে।

আমার দ্বারা ৩৫তম ফোবানা সম্মেলনে যখন ১টি পয়সার দূর্নীতি হয়নি তখন বিধি লংঘনের মনগড়া অভিযোগে ‘ক্রিমিনাল আর ন্যুড ক্লাব’ সিন্ডিকেট আমাকে আজীবনের জন্য ফোবানা থেকে বহিস্কার করে তাদের দেউলিয়াত্ব প্রমান করেছে। একই সাথে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ শক্তির নিরব অবস্থান আবারো প্রমান করেছে এই ‘ক্রিমিনাল আর ন্যুড ক্লাব’ সিন্ডিকেট ফোবানার ভিতরে কতটা শক্তিশালী।

ইতিহাস বলে ফোবানার ইতিহাস ভাঙ্গনের ইতিহাস, বহিস্কার পাল্টা বহিস্কারের ইতিহাস। ফোবানার ইতিহাস দুর্নীতি আর আদম ব্যবসার ইতিহাস। যার ফলে ফোবানা তার জৌলুস হারাতে বসেছে। ভাগে ভাগে বিভক্ত হচ্ছে ফোবানা।

১৯৯৫ সাল থেকে এই ফোবানার সাথে যুক্ত রয়েছি। কিন্তু ফোবানার এই নোংরা ইতিহাসের কারনে কখনো এর সাথে সম্পৃক্ত হবার আগ্রহ প্রকাশ করিনি। ২০১৬ সালে জিআই রাসেলকে এই ফোবানাকে নিয়ে আসার জন্য বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসিকে সাহায্য করে ওয়াশিংটনে ফোবানাকে ঐক্যবদ্ধ করতে সফল হয়েছিলাম। কিন্তু চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনি। স্বার্থান্বেষী মহল আবারো ওয়াশিংটনকে ফোবানাকে বিভক্ত করার জন্য মাঠে নেমে পড়ে। তাই অনেকটা বাধ্য হয়েই দায়িত্ব নিয়েছিলাম ৩৫তম ফোবানার সদস্য সচিব হিসাবে।

৩৫তম ফোবানার সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে সৎ পথে থেকে মেধা আর যোগ্যতা দিয়ে দায়িত্ব পালন করবার চেষ্টা করেছি। ফোবানার ইতিহাসের সবচাইতে বড় এবং ব্যয়বহুল একটি সম্মেলন করেছি। কিন্তু ফোবানার অ্যাকাউন্ট থেকে একটি পয়সা না নিয়ে না ধরে। দায়িত্ব পালন অবস্থায় ফোবানার একটি পয়সার অনৈতিক ব্যবহার হয়নি আমার দ্বারা। ফোবানার সকল অ্যাকাউন্ট কনভেনার জি আই রাসেল এবং ট্রেজারার ড. ফায়জুল ইসলাম একক ভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রন করেছেন। যেখানে আমার কোন প্রকারের এক্সেস ছিলনা।

ব্যক্তিগত ভাবে আমি কারো কাছ থেকে কোন অর্থ সংগ্রহ করিনি এবং আমার বিরুদ্ধে কারো কোন অভিযোগও ছিলনা। সৎ ভাবে দায়িত্ব পালন করেও ফোবানার ‘ক্রিমিনাল আর ন্যুড ক্লাব’ সিন্ডিকেট আমাকে বিধি লংঘনের মনগড়া অভিযোগ এনে বহিস্কার করে, তাও আবার আজীবনের জন্য। যা রিতিমত হাস্যকর। আর তাদের এই বহিস্কারই প্রমান করে সৎ নেতৃত্বের কাছে ফোবানা বর্তমান নেতৃত্ব কতটা ভীত আর আতংকিত। সত্যের জয় চীরকাল। মিথ্যা দিয়ে সাময়িক ভাবে চলা যায়। কিন্তু মিথ্যা সব সময় মিথ্যা এবং এক সময় ধুলোর সাথে মিশে যাবে।

পবিত্র কোরানের সুরা ১৭ আল ইসরার ৮১ নাম্বার আয়াতে মহান রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেন। বলুন, ‘সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। মিথ্যা অবশ্যই বিলুপ্ত হতে বাধ্য।’

বহিস্কার সম্পর্কে ফোবানার শীর্ষস্থানীয় এক নেতা বলেন, কার সাথে তুমি ফোবানা করবে। আর কাকে তুমি বিশ্বাস করবে। আমরা সবাই আলোচনা করে ঠিক করি একটা। কিন্তু আলোচনা শেষে সবাই গিয়ে গোপনে ঐ সিন্ডিকেটকেই ভোট দেয় তাদের পক্ষে অবস্থান নেয়। তাদের দাসত্ব করে। তাদের পদ পদবীর এত বেশি লোভ। পদ পেলেই ওরা খুশি। আর ওরা এটা দেবে ওটা দেবে বলে লোভ দেখায়। আর ওরাও ঐ লোভে পড়ে সবকিছু ভুলে যায়। আমি এখন আর আমাদের কাউকে বিশ্বাস করিনা।’

বিগত কয়েক বছর ধরে স্বাধীনতা বিরোধী একটি সিন্ডিকেট ফোবানার মেম্বারশীপ নিয়ন্ত্রন করছে। ফলে পদ কেড়ে নেয়ার হুমকি, সম্মেলন কেড়ে নেয়ার হুমকি, মেম্বারশীপ বাতিল করার হুমকির মধ্য দিয়ে বিগত কয়েক বছর ধরে স্বাধীনতা বিরোধী এই সিন্ডিকেটের হাতে ফোবানা জিম্মী হয়ে আছে। আর এদেরই দাসত্ব করছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের নামধারী কিছু দাস। এই ‘ক্রিমিনাল আর ন্যুড ক্লাব’ সিন্ডিকেটের হাত থেকে ফোবানাকে বাঁচাতে হলে সত্যের পক্ষে দাঁড়ানোর এখনই সময়।

সত্য হলো আলো। আর মিথ্যা হলো অন্ধকার। এভাবেই সত্য-মিথ্যার তুলনা করা হয়। আলোর বিপরীতে যেমন অন্ধকার, তেমনি সত্যের বিপরীতে মিথ্যা। অনাদীকাল ধরে এ দু’য়ের দ্বন্দ্ব চলছে। মানব জীবনের সামনে দু’টি পথ উন্মুক্ত। একটি সত্যের পথ, অন্যটি মিথ্যার।

আল্লাহপাক সত্যের পথ অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। মিথ্যাকে পরিহার করার কথা বলেছেন। সত্যানুসরণে মুক্তি ও সফলতা। মিথ্যানুসরণে ব্যর্থতা ও বিপর্যয় অবধারিত। এ কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, ‘হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করা এবং সত্যের সত্য পথের পথিকদের সঙ্গে থাক। (সূরা তাওবা: ১১৯)।

আর যারা শয়তানের প্ররোচণায় মিথ্যা অবলম্বন করেছে, তারা বিপথগামী হয়েছে। সত্যের জয় ও মিথ্যার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, ‘আপনি একথা ঘোষণা দিন যে, সত্য এসে গেছে বাতিল বিলীন হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই বাতিল বিলীন হওয়ারই কথা। (সূরা ইসরা: ৮১)।

দেশ, সমাজে ও সংগঠনে সততা, সত্যবাদিতা এবং সত্যপথের অনুসরণ ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। ফলে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নানা-রকম অবক্ষয় ও বিপর্যয় বাড়ছে। এ থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের সত্যবাদী ও সত্যপথের পথিক হতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সা. একটি হাদিসে বলেছেন, তোমরা আমাকে ছয়টি বিষয়ে আমানত দাও, আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের জামিন হব। এই ছয়টি আমানত হলো, যখন তোমরা কথা বলবে, সত্য বলবে। যখন প্রতিশ্রুতি দেবে, পালন করবে। যখন তোমাদের কাছে আমানত রাখবে, দিয়ে দিবে। দৃষ্টি অবনমিত রাখবে এবং নিজেদের হস্ত আয়ত্তে রাখবে।

মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করুক। ‘ক্রিমিনাল আর ন্যুড ক্লাব’ সিন্ডিকেটের হাত থেকে ফোবানাকে রক্ষা করুক। আমিন।

সদস্য সচিব
৩৫তম ফোবানা সম্মেলন ২০২১

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.
917-282-9256
Moin Choudhury, Esq
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)



Timothy Bompart
Attorney at Law
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury
Attorney at Law
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

ভারতকেই ঋণের ফাঁদে ফেলল কে!



গৌতম দাস

কথা হলো, এখন চীনা খারাপ ঋণ গছিয়ে নাকি সবাইকে 'ঋণের ফাঁদে' ফেলে, বলে 'প্রপাগান্ডার রাজা', খোদ ভারতকেই আবার 'ঋণের ফাঁদে' ফেলল কে? এটা তো একেবারে নিজের ফাঁদে নিজেই পড়া!

শ্রীলঙ্কা গত কয়েক মাস ধরে হেডলাইনে, কারণ তার দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ প্রায় শূন্য, কোনো বৈদেশিক মুদ্রা সেখানে নেই। অবস্থা এতই করুণ যে, যেসব নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য যেমন স্কুল-কলেজের স্টুডেন্টদের লিখার কাগজ যা শ্রীলঙ্কা আমদানি করে চলে তা এখন কেনার মতো বৈদেশিক মুদ্রাও হাতে নেই। ফলে স্কুল-কলেজ লাটে উঠেছে। এ ছাড়া আমদানি করা খাদ্যের বেলায় সমস্যা আরো ভয়াবহ। সব মিলিয়ে এতে রাজনৈতিক অস্থিরতা চরমে।

আর এই সুযোগেই কিছু প্রো-আমেরিকান ও ইন্ডিয়ান প্রপাগান্ডিস্ট মাঠে নেমে পড়েছে। তারা এটাকে চীনবিরোধী ক্যাম্পেইনের এক সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করতে চায়। এমনকি বাংলাদেশ নিয়েও- আমেরিকান ও ইন্ডিয়ান প্রপাগান্ডিস্ট যারা চীন বিরোধিতা করে থাকে তারাও কিছু আর্টিকেল বা ইউটিউব কনটেন্ট ছড়ানো শুরু করে দিয়েছে যেখানে কোনো ফ্যাক্টস ফিগার ছাড়াই তারা বলছে যে বাংলাদেশেও শ্রীলঙ্কা হবে? তবে এখানে এই লেখার গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এসব প্রপাগান্ডিস্টদের কবল থেকে প্রসঙ্গটাকে বাস্তবে আনা, যদিও তা ঠিক তাদের বিরোধিতা করে নয়। কারণ পক্ষ-বিপক্ষে প্রপাগান্ডা, যারা এ নিয়ে বাঁচতে চায়, কিছু কামাই করে চলতে চায় তারা তা করবেই। তাহলে 'প্রসঙ্গটাকে বাস্তবে আনা' বলতে ঠিক কী করতে চাই? গত কয়েক বছর ধরে যারা এই ক্যাম্পেইন 'মাস্টার', তারা যে ভাষ্যের ওপর দাঁড়িয়ে প্রপাগান্ডা করেছে তাকে বলা যায় ঋণ-গ্রহণের বিরোধিতা। মানে হলো, কিছু প্রপাগান্ডা বক্তব্য যে, চীন ফাঁদে ফেলে কোনো দেশকে অতিরিক্ত ঋণ গছিয়ে দিয়ে থাকে। তাই এসব সমস্যা তৈরি হয়েছে।' তাই এই প্রপাগান্ডাকে তারা শিরোনাম করে থাকে 'ডেট-ট্রাপ' বা 'ঋণের ফাঁদ' বলে। এতে ভাবনাটা অনেকটা ছেলে ধরার গল্পের মতো যে, এই তোরা আর বাইরে যাস না, চীনের 'ঋণের ফাঁদ'-এ পড়িস না!

বাস্তবে শ্রীলঙ্কায় হাম্বানটোটা গভীর সমুদ্রবন্দর গড়া নিয়ে যে চীনের ঋণ নেয়ার এত কথা, সেই প্রকল্প পরে কার্যত শ্রীলঙ্কার অর্থনীতিতে আর কোনো বোঝা হয়েই দাঁড়ায় নেই। কারণ, পরের প্রো-ইন্ডিয়ান সরকারের আমলেই ওই সরকার চীনের সাথে কথা বললে চীন এক সহজ সমাধান করেছিল। তা হলো, পুরো প্রকল্প এক চীনা প্রাইভেট কোম্পানি কিনে নিয়েছিল, তাতে চীনের ঋণ পরিশোধের দায়ও ওই পোর্ট ক্রেতা নয়া কোম্পানির, তাতে শ্রীলঙ্কা সরকারকে কোনো ঋণের দায় আর বইতে হবে না, পরিশোধ করতে হবে না। এমন কোনো দায় আর ছিল না। ফলে এই পোর্ট প্রকল্প থেকে শ্রীলঙ্কার অর্থনীতিতে চাপ ফেলাজাতীয় কোনো প্রভাবের আর বালাই থাকেনি। অর্থাৎ পোর্ট প্রপার্টিটাই আর সরকারের থাকেনি। বরং যেকোনো প্রকল্পের মোট মূল্যের প্রায় ২৫-৩০ ভাগ মালিকানা হোস্ট দেশের এমনিতেই হয়ে যায় কোনো বিনিয়োগ করা ছাড়াই। কারণ প্রকল্পকে দেয়া জমি বা অবকাঠামো দেয়ারও একটা মূল্য ধরা থাকে বলে সরকার কোনো অর্থ খরচ না করেই তেমন প্রকল্পে ২৫-৩০ ভাগ মালিকানার ভাগ পেয়ে যায়। ফলে চীনা ওই প্রাইভেট কোম্পানি এখন হাম্বানটোটা পোর্টের বাকি অংশ, প্রায় ৭০ ভাগের মালিক। কিন্তু সেই থেকে তবু প্রপাগান্ডা আর কখনো বন্ধ হয়নি- 'হাম্বানটোটা' আর 'চীনের ঋণের ফাঁদ'- এ দুই শব্দ থেকে যায় জব্বর প্রপাগান্ডা শব্দ হয়ে।

তাহলে এই লেখা থেকে আমরা ঠিক কী করব? কী জানব?

এসব প্রপাগান্ডার সবচেয়ে দুর্বল ভিত্তিমূলক দিক যেটা তা হলো, কোনো দেশ কী পরিমাণ ঋণ নিলে তা 'ঋণের ফাঁদ' হয়ে যায়? (এক কথায় কোনো দেশের জন্য কত দূর ঋণ নেয়া সেফ? তা কি আগাম জানা যায়? তা মাপার কি কোনো স্টান্ডার্ড আছে?) নাকি চীনা বা বিদেশী ঋণ মাত্রই 'ঋণের ফাঁদ'? প্রপাগান্ডিস্টরা এটা কেন পরিষ্কার করে বলে না, উহ্য রেখে পাশ কাটিয়ে থাকে? অর্থাৎ পরিসংখ্যান ও স্টান্ডার্ড কী তা হাজির না করেই দাবি করতে থাকে চীনা ঋণ নেয়া একটা ফাঁদ! এই হলো এসব প্রপাগান্ডার কৌশল। এমনকি আমেরিকান প্রশাসনে যে কোম্পানিকে দিয়ে চীনবিরোধী প্রপাগান্ডা প্রায় এক বছর চালানো হয়েছিল সেই কনসাল্টিং কোম্পানিও এ দুই প্রশ্নের উত্তর দেয়নি, পাশ কাটিয়েছে। তাদের ছাপানো কোনো প্রপাগান্ডা আর্টিকেলেও এ নিয়ে কোনো বক্তব্য নেই।

> **গত কয়েক বছর ধরে যারা এই ক্যাম্পেইন 'মাস্টার', তারা যে ভাষ্যের ওপর দাঁড়িয়ে প্রপাগান্ডা করেছে তাকে বলা যায় ঋণ-গ্রহণের বিরোধিতা। মানে হলো, কিছু প্রপাগান্ডা বক্তব্য যে, চীন ফাঁদে ফেলে কোনো দেশকে অতিরিক্ত ঋণ গছিয়ে দিয়ে থাকে। তাই এসব সমস্যা তৈরি হয়েছে।' তাই এই প্রপাগান্ডাকে তারা শিরোনাম করে থাকে 'ডেট-ট্রাপ' বা 'ঋণের ফাঁদ' বলে।**

এমনকি পরে এই প্রপাগান্ডার বিরুদ্ধে এক ডাচ কনসাল্টিং কোম্পানিও ওই দাবি নাকচ করে আর্টিকেল ছেপেছিল যদিও সেখানেও ঋণ নেয়ার স্টান্ডার্ড কী, কত দূর ঋণ নেয়া বৈধ আর আলোচ্য দেশের পরিসংখ্যান গত ফ্যাক্টস কী- তা নিয়ে কোনো আলাপ করা হয়নি। এতে সবার বক্তব্যই হয়ে গেছে শেষ বিচারে এক আন্দাজি কথাবার্তা বা সরাসরি প্রপাগান্ডা। আমার এই লেখার উদ্দেশ্য ও প্রসঙ্গ- কোনো দেশ নিজ অর্থনীতিতে কী পরিমাণের বেশি বিদেশী ঋণ নিয়ে ফেললে তা রিস্কি হওয়া শুরু হতে পারে, এ নিয়ে একটা গবেষণা স্টাডির ফলাফল পাঠকের সাথে সহজ ভাষায় আলাপ করা, শেয়ার করা।

সৌভাগ্যবশত এটা কোনো খামখেয়ালি কথা নয়; গবেষণা, অবজারভেশন আর স্টাডি থেকে বাস্তবে পাওয়া রেজাল্ট। এই গবেষণাটা করেছিল বিশ্বব্যাংক এবং তা টানা ১৯৮০-২০০৮ এই ২৮ বছরের ডাটা নিয়ে। আর তা ১০১টা দেশের অর্থনৈতিক ডাটা নিয়ে যাদের মধ্যে গরিব ও ধনী উভয় ধরনের দেশই ছিল।

রাষ্ট্রীয় ঋণ পরিমাপ করার এক প্রচলিত পদ্ধতি হলো তা ওই দেশের জিডিপির কত অংশ বা অনুপাতে কত তা জেনে নিয়ে প্রকাশ করা। অর্থাৎ ওই দেশের নেয়া মোট ঋণ, মোট জিডিপির কত অংশ তা দিয়ে। যেমন যদি বলা হয় একটা দেশের ঋণ ৭৭%। তাহলে এ কথার মানে ওই দেশের জিডিপির ৭৭%- এই অঙ্কই হলো ও দেশের নেয়া ঋণ। আসলে এটাই ও দেশের ঋণ-বনাম-জিডিপির অনুপাত।

এই হিসাবে এই গবেষণায় পাওয়া ফলাফল হলো, কোনো দেশের নেয়া রাষ্ট্রীয় ঋণ ওই দেশের জিডিপির ৭৭% বেশি হলে বা ছাড়িয়ে গেলে তা বিপদ জোনে প্রবেশ করেছে মনে করা হবে। তবে এই হিসাব অগ্রসর অর্থনীতির দেশের (যেমন জি৭ গ্রুপের দেশ) বেলায় যারা পুরনো ও বড় অর্থনীতির দেশ বলে অনেক ঘাত সইবার সক্ষমতা থাকে।

আর এর পরের ক্যাটাগরির মানে যাদেরকে উদীয়মান অর্থনীতি (যেমন জি২০ গ্রুপের দেশ) বলে, এদের ক্ষেত্রে টিপিং পয়েন্ট বা বিপজ্জনক জোন ধরা হয় ঋণ-জিডিপি অনুপাত তাদের ৬৪% এর বেশি ছাড়িয়ে গেলে।

এই হলো, বিশ্বব্যাংকের ওই গবেষণা ফলাফল থেকে পাওয়া ফলাফল। তাই তখন থেকে এটাই বিশ্বব্যাংকের স্টান্ডার্ড বলে মানা হয়। এই বক্তব্যগুলো পাওয়া গেছে- 'টিপিং পয়েন্ট খোঁজা- কখন রাষ্ট্রের নেয়া ঋণ খারাপ ঋণে পরিণত হবে'- এই শিরোনামে পাওয়া গবেষণা ফলাফল থেকে, যা বিশ্বব্যাংকের লাইব্রেরিতে রক্ষিত। আর 'টিপিং পয়েন্ট' বলতে সহ্য সীমা বা ভেঙে পড়ার আগের বিন্দু বোঝা যেতে পারে। তাহলে আমরা এখন আন্দাজে মন গড়া কথা বলে, যাকে দেখতে পারি না তার বিরুদ্ধে কথা বলা প্রপাগান্ডা থেকে চাইলে বের হয়ে আসতে পারি। কারণ অন্তত বিশ্বব্যাংকের স্টান্ডার্ড বলে একটা কিছু আমাদের হাতে আছে। কোনো স্টান্ডার্ড মানে কোনো ধরনের মাপকাঠি ছাড়াই চীনবিরোধী প্রো-আমেরিকান বা প্রো-ইন্ডিয়ান হয়ে ইচ্ছামতো খামখেয়ালি প্রপাগান্ডা থেকে আমরা এখন চাইলে বের হয়ে আসতে পারি।

যদিও বিশ্বব্যাংকের ওই রিপোর্টে দুটি দেশের ক্যাটাগরির কথাই বলা আছে। তবু অনেক মিডিয়া রিপোর্টে আরেকটা বা গরিব দেশের ক্যাটাগরির কথা বলতে দেখা যায় যাদের বেলায় নেয়া বিদেশী ঋণ নিজ জিডিপির ৪০% এর বেশি হলে সেটাকে টিপিং পয়েন্ট বলে দাবি করা হয়েছে। এই হিসাবেও বাংলাদেশে (যতগুলো উৎস থেকে দেখা যায় এর সবটাই) এখনো ৩১% এর নিচে আছে। আর বাংলাদেশের মোট ঋণের মাত্র ৬.৮১% হলো চীনের ঋণ আর সবচেয়ে বড় দাতাটা হলো বিশ্বব্যাংকের; সেটা ৩৮%।

কাজেই এটা পরিষ্কার আমরা দেখছি যে, তবুও চীনবিরোধী একটা প্রপাগান্ডার নহর বয়ে যাচ্ছে।

টিপিং পয়েন্ট নিয়ে কিছু মজার তথ্য

বিশ্বব্যাংকের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী, জি৭ ভুক্ত বড় অর্থনীতির আমেরিকার বেলায় তার ঋণের টিপিং পয়েন্ট হচ্ছে ৭৭%। কিন্তু সেই ১৯৪৬ সালেই মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে যখন আমেরিকা একচ্ছত্র গ্লোবাল নেতা হিসেবে উঠে এসেছিল তখনই খোদ আমেরিকার টিপিং পয়েন্ট ছিল ১০৬% যার সোজা মানে এটা ৭৭% চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু এটি সত্ত্বেও আমেরিকা সেকালে গ্লোবাল নেতাই ছিল এবং অন্য সব দেশকে ঋণ দেয়ার মূল উৎস ছিল- তা সরাসরি দ্বিপক্ষীয়ভাবে অথবা বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে।

এ ছাড়া আরো বড় ঘটনাটা হলো, পরে আমেরিকার এই ঋণ-বনাম-জিডিপি অনুপাত কমতে থাকে। শেষ ১৯৭৪ সালের মধ্যে এটা নেমে ২৩% হয়ে যায়।

তাহলে এখন কত?

পরে ১৯৮০ সাল থেকে আমেরিকার এই অনুপাত আবার বড়তে থাকে; ২০০৭ সালের গ্লোবাল মহামন্দার সময় আরো বাড়ে। আর ২০০৯ সাল থেকে এটা ৭৭% এর বেশি হতে শুরু করেছিল যেটা এখনো বৃদ্ধির দিকে। ২০২০ সালের সেকেন্ড কোয়ার্টারে এটা সর্বোচ্চ ১৩৫.৯% (গড়ে ১৩৪%) হয়ে আছে।

সার কথায়, বিশ্বব্যাংকের টিপিং পয়েন্টই শেষ কথা নয়; একটা স্টান্ডার্ড মাত্র। ফলে এটা ছাড়ালেই সব ভেঙে পড়বেই এমন নয়, তবে হতে পারে। আর দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বড় অর্থনীতির দেশের ঘাত সহ্য ক্ষমতা বেশি, অভিজ্ঞতায় তাই দেখা গেছে।

কোন দেশ সর্বোচ্চ অনুপাতে

২০২০ সালের হিসাবে এমন দেশ হলো ভেনিজুয়েলা। তার অনুপাত ছিল ৩০৪%। আমরা সবাই কমবেশি ভেনিজুয়েলার অবস্থা জানি। তার ওপর আমেরিকান তেল অবরোধ দেয়া আছে সুদীর্ঘ সময় ধরে। ফলে সুনির্দিষ্ট কিছু দেশেই সে একমাত্র ডলার ছাড়া অন্য মুদ্রাতেই কেবল তেল বিক্রি করে যেটুকু বিদেশী মুদ্রা আয় করতে পারে। সে কারণে ভেনিজুয়েলার অনুপাত অমন উঁচু। তুলনায় সেকেন্ড সর্বোচ্চ অনুপাত ছিল জাপান ২০৪%। আর আমেরিকা ছিল ষষ্ঠ প্লেসে, ১৩৪%। তাহলে বিশ্বব্যাংকের স্টান্ডার্ড ৭৭% এখানে কার্যত অকেজো!

তাহলে ভারতের কী অবস্থা

এশিয়ার সব দেশই 'চীনা ঋণের ফাঁদে' পড়ে ডুবে গেল- এই হলো ভারতের প্রবল প্রপাগান্ডার সার কথা। এই মিথ্যা প্রপাগান্ডায় আবার আমেরিকার থেকেও ভারতের গলা বেশি উঁচু। তাহলে ভারতের নিজের কী অবস্থা এই প্রসঙ্গে? সে খবর নিতে হয়। ব্লুমবার্গ (ইষড়ড়সনবৎম) আমেরিকার ফাইন্যান্সিয়াল নিউজ মিডিয়াগুলোর মধ্যে অন্যতম। সে ভারতের কুয়িন্ট নিউজের সাথে খবর শেয়ার করে ভারতে ছাপে। তাদেরই এক রিপোর্ট বলছে, ভারতের ঋণ বনাম জিডিপি অনুপাত ২০২১ সালে ৮৭.৮%। এই রিপোর্টের শিরোনাম হলো, 'বাজেট ২০২২- রাষ্ট্রের ঋণ নামিয়ে আনতে হলে একটি শক্ত অর্থনৈতিক উন্নতি দেখাতে হবে।' আর তাহলেই নাকি আগামী বছর এই অনুপাত কমে ৮৭.৪% হতে পারে। অর্থাৎ ভারতকে যদি রাইজিং অর্থনীতির দেশ গণ্য করি, তাহলেও ওর বিশ্বব্যাংক স্টান্ডার্ড অনুপাত হয় ৬৪%। অথচ এই স্টান্ডার্ড থেকে ৮৭% অনেক দূরের ফিগার অবশ্যই। তাহলে কোন সুখে ভারত সব দেশের বিরুদ্ধে লেগে সেখানে 'চীনা ঋণের ফাঁদ' খুঁজে ফেরে?

তাহলে শেষ অবস্থাটা কী

গত ৪ এপ্রিল ভারতের অনেক পত্রিকাতেই একটি নিউজ ছাপা হয়েছে। তা হলো, অর্থনৈতিক সঙ্কট নিয়ে মোদি তার দু'ডজন সিনিয়র সচিব বা কর্তাদের নিয়ে লম্বা ৪ ঘণ্টার এক মিটিং করেছেন। ওই রিপোর্টের শিরোনাম হলো, 'বুরোক্রাটেরা মোদিকে লাল পতাকা দেখিয়েছেন এই বলে যে, শ্রীলঙ্কার মতো ক্রাইসিস ভারতেও দেখা দিতে পারে।' তারা আসলে বলতে চাইছেন অনেক রাজ্যে যেভাবে নয়া প্রকল্প নেয়া হচ্ছে তা ভালো হচ্ছে না। এতে অর্থ সঙ্কটে পড়বে ভারত। হিন্দুস্থান টাইমস এ নিয়ে একটি ভিডিও ক্লিপও বানিয়েছে। আর এতে ভারতে হইচই পড়া অবস্থা যে, তাহলে কি খোদ ভারতই এখন শ্রীলঙ্কা হতে যাচ্ছে? এর সাথে এক অসমর্থিত খবর বলছে, সম্প্রতি মোদিকে যে বাইডেন ফোন করেছিলেন, রাশিয়া থেকে ভারত যেন তেল না কিনে এই ইস্যুতে, সেখানে ভারত বাইডেনের কথায় আসলে রাজি হয়েছে। কারণ, বাইডেন মোদিকে শ্রীলঙ্কা ধরনের অর্থনৈতিক ক্রাইসিস সামলাতে ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট দিতে কবুল করেছেন। ভারতের ৬১৪ বিলিয়ন বৈদেশিক ঋণ শোধে কিস্তি দেরিতে দিতে ও সুদ কমাবার আবেদন করেছেন মোদি।

তাহলে দাঁড়াল এই যে কার প্রপাগান্ডা কখন যে কাকে খায়? এখন প্রধান প্রশ্ন হলো, তাহলে, ভারতকে ঋণের ফাঁদে ফেলল কে?

লেখক: রাজনৈতিক বিশ্লেষক

তথ্যপ্রযুক্তি

অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল সমাজ বিনির্মাণ

অজিত কুমার সরকার

ডিজিটাল যুগের আলোচিত একটি বিষয় অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল সমাজ বিনির্মাণ। যাদের রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি-কৌশলই অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন তাদের জন্য ডিজিটাল বিপ্লব এমন একটি সমাজ বিনির্মাণের পথচলাকে সহজ করেছে। বর্তমানে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রাগ্রসরমান প্রযুক্তি ও ডিজিটাল সেবা সামাজিক বৈষম্য দূর করে অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল সমাজ গড়ায় অবিশ্বাস্য সম্ভাবনা তৈরি করছে। স্মর্তব্য যে, আমাদের দেশের রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি-কৌশলে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যার ভিত রচনা করে গেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭২ সালে সংবিধানে তিনি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও সমাজ বিনির্মাণ বা সমতাভিত্তিক অংশীদারিমূলক সমাজ কাঠামো গড়ে তোলার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেন। এই ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমাজের পিছিয়ে পড়া, ছিন্নমূল অসহায় ও দরিদ্র মানুষের উন্নয়নে আশ্রয়ণ, ঘরে ফেরা, একটি বাড়ি একটি খামারের মতো প্রকল্পসহ বহু সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বাস্তবায়ন করছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশের মতো একটি আধুনিক কর্মসূচির বাস্তবায়নেও এই নীতি-কৌশলের প্রয়োগ সম্ভব, যা শুধু নগর ও শহরের ডিজিটাল বৈষম্য দূর করবে না, অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্য অর্জনেও সহায়তা করবে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি-কৌশল প্রয়োগের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের পিছিয়ে পড়া, অসহায়, প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র মানুষের উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসা এবং তাদের জীবন-মানের উন্নয়ন করা। ১৯৬৯ সালে ইন্টারনেট বিস্ময়কর আবিষ্কারের পথ ধরে ডিজিটাল বিপ্লবে নতুন মাত্রা যোগ হয়। তথ্যপ্রযুক্তিতে অগ্রগামী দেশগুলো প্রযুক্তির বহুমাত্রিক ব্যবহার করে অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল সমাজ গড়ে তোলায় সচেষ্ট হয়। যদিও ওই সব দেশ আজও ভৌগোলিক অবস্থান এবং আর্থসামাজিক বাধা অতিক্রমের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। কারণ গ্রামের প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকাকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নেটওয়ার্কে আনা এবং প্রতিবন্ধী, পিছিয়ে পড়া অসহায় ও দরিদ্র মানুষের জন্য তথ্যপ্রযুক্তিতে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ডিজিটাল শিক্ষাদান ও দক্ষতা উন্নয়ন দুরূহ একটি কাজ।

অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, আইসিটি ব্যবহারে সক্ষমতা বাড়ানো ও প্রযুক্তিতে অভিযোজন; দ্বিতীয়ত, আর্থিকসহ বিভিন্ন অনলাইন সেবা, শিক্ষা ও জ্ঞানের জগতে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা; তৃতীয়ত, আইসিটিভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন। আমাদের দেশেও ভৌগোলিক অবস্থান এবং আর্থসামাজিক বাধা অতিক্রমের বিরাট চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। তবে আমাদের সরকার বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন আছে বলে মনে হয়। এ ছাড়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন এবং 'কাউকেই পেছনে রাখা যাবে না'- জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর এমন অঙ্গীকার বাস্তবায়নেও সরকার আন্তরিক। যে কারণে ১৩ বছর আগে নগর ও গ্রামের মধ্যে ডিজিটাল বৈষম্য দূর এবং মানুষের জীবন ও জীবিকার উন্নয়নে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয় গ্রাম থেকে। প্রতিষ্ঠা করা হয় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার। এরই ধারাবাহিকতায় জীবন ও জীবিকার উন্নয়নে 'আমার গ্রাম, আমার শহর', দুর্গম এলাকার ৬১৭ ইউনিয়নে উচ্চগতির ইন্টারনেট নিশ্চিতে 'কানেক্টিং বাংলাদেশ' 'ডিজিটাল আইল্যান্ড', 'হাওর অ্যান্ড বিল', 'ডিজিটাল ভিলেজ' প্রতিষ্ঠার মতো প্রকল্পের বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ ছাড়া 'তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার' প্রকল্পের আওতায় প্রতিবন্ধীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। দেশের বড় ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম মুক্তপাঠে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্যও শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে। বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীত ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ও প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তিভোগীদের ডিজিটাল অ্যাকাউন্ট তৈরি করে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ভাতা দেওয়ার উদ্যোগগুলো অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল (বাকি অংশ ১৪ পাতায়)

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432 718-406-5549	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

(১২ পাতার পর)

সমাজ গড়ার জন্যই বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

আলোচ্য উদ্যোগগুলোর অধিকাংশের বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সূচকে শক্ত অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) ২০১৮ সালের জানুয়ারির প্রতিবেদন থেকে এ ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে বলা হয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সূচকে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান ৩৪তম। সূচকে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের পরে রয়েছে ভারত (৬২), পাকিস্তান (৫২), শ্রীলঙ্কা (৪০)। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বাংলাদেশের এই শক্তিশালী অবস্থানের কারণ অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নীতি-কৌশলের প্রয়োগ। ডব্লিউইএফের প্রতিবেদনে যথার্থভাবেই মোবাইল ব্যাংকিংসেবার মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় আর্থসামাজিক ব্যবধান কমিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে।

বাস্তবেও দেখা যাচ্ছে, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করে আর্থিক সেবায় মানুষের অন্তর্ভুক্তি রীতিমতো বিস্ময়কর। ব্যাংকিংসেবাবহির্ভূত প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ, যাদের অধিকাংশই গ্রামের তাদের ব্যাংকিংসেবার অন্তর্ভুক্ত করেছে মেবাইল ব্যাংকিং। মোবাইল ব্যাংকিংয়ে ১০ কোটি নিবন্ধিত গ্রাহক ২০২১ সালের এপ্রিলে লেনদেন করে ৬৩ হাজার ৪৭৯ কোটি টাকা। ডিজিটাল সেবায় মানুষের অন্তর্ভুক্তির প্রমাণ পাওয়া যায় ফেব্রুয়ারি ২০২২-এ প্রকাশিত এটুআইর প্রকাশনা 'দ্য এটুআই জার্নি মেকিং ডিজিটাল ইনোভেশন ওয়ার্ক ফর দ্য পুওর' এর তথ্য থেকে। এতে বলা হয়, ১০ বছরে মানুষকে

তথ্যপ্রযুক্তি

অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল সমাজ বিনির্মাণ

অজিত কুমার সরকার

অনলাইনে ৪০৯ কোটি সেবা দেওয়া হয়। এর মধ্যে ইউনিয়ন, পৌরসভা, সিটি করপোরেশন, ওয়ার্ড ইত্যাদি মিলে ৮২৬০টি ডিজিটাল সেন্টার থেকেই দেওয়া হয় ৬৮ কোটি সেবা। প্রতি মাসে এসব সেন্টার থেকে সেবা দেওয়া হচ্ছে ৬০ লাখ। ১৮ কোটির বেশি মোবাইল সিমের ব্যবহার, ১৩ কোটি মানুষের ইন্টারনেট ব্যবহার প্রযুক্তি ব্যবহারের সক্ষমতা ও অভিযোজিত হওয়ার বড় প্রমাণ।

কিন্তু ১৩ বছরে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জিত হলেও অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল সমাজ গড়ে তোলায় সরকারকে আরও অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে। এ নিয়ে সরকারের পরিকল্পনা কী- এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি ৭ এপ্রিল ২০২২ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের তৃতীয় সভা সম্পর্কিত একটি সংবাদ থেকে। ওই সভায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের পরবর্তী ধাপে ২০৪১ সালে দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনাসংবলিত একটি রূপরেখা নিয়ে আলোচনা হয়। ওই সভায় একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। কী আছে 'স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১' শীর্ষক রূপরেখায় তা জানার চেষ্টা করি। দেখা গেল, অনেক আধুনিক ও উন্নত দেশের মতোই অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল সমাজ গড়ে তোলাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এ রূপরেখায়। সমাজ, শিক্ষা, সরকার এবং ব্যবসা- এই চার ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই এমন একটি সমাজ গড়ে তোলা হবে। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ বিশেষ করে প্রতিবন্ধী, থার্ড জেন্ডার,ট্রান্সজেন্ডার, যৌন কর্মীদের ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির জন্য ডিজিটাল ইনক্লুশন ফর ভালনারেবল এক্সসেপশন (ডিইভিই) নামে প্রকল্প গ্রহণেরও প্রস্তাব দেওয়া হয়। আরও আলোচনা হয় সব মানুষের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিতে ব্লেন্ডেড শিক্ষা চালু, ঋণ দেওয়ার মাধ্যমে ব্যবসার সুযোগ এবং সরকারের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রযুক্তিগতভাবে সক্ষম করে তোলার ওপর।

সংবিধানে 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি' শীর্ষক অধ্যায়ের ১৫ অনুচ্ছেদের 'ঘ'-এ বলা হয়, 'সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতাহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার।' বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে ডিজিটাল বিপ্লবের প্রযুক্তি ইউরোপ ও আমেরিকার বাইরের দেশগুলোতে ব্যবহার ছিল না বললেই চলে। ফলে তখন অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল সমাজ বিনির্মাণের আবশ্যকতা আজকের মতো এতটা জরুরি হয়ে দেখা দেয়নি। কিন্তু সময়ের পথপরিক্রমায় নতুন প্রযুক্তির আবির্ভাব ও তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর নানা উদ্ভাবনী ও সমাধানের মাধ্যমে বিশ্বের দেশগুলো অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল সমাজ বিনির্মাণ এগিয়ে নেওয়ার তাগিদ অনুভব করছে। বাংলাদেশও এ সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি নয়। তাই অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল সমাজ বিনির্মাণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে 'স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১' পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যা আমাদের আশাবাদী করছে।

লেখক: জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com





হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, **Autism, Autistic,** শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

- বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
- অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

ই'তিকাফ: কল্যাণ ও বরকত লাভের এক মহাসুযোগ



জাফর আহমাদ

ই'তিকাফ শব্দের অর্থ আঁকড়ে ধরে রাখা। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহ তা'আলার কল্যাণ সন্তুষ্টি ও রহমত অর্জনের জন্য রমযানের শেষ দশকে মসজিদে অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলা হয়।

এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি প্রসিদ্ধ সুন্নাহ। মৃত্যু অবদি তিনি নিয়মিত ই'তিকাফ করেছেন। নবী সহধর্মিনী আয়েশা রা: থেকে বর্ণিত যে, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানের শেষ দশক ই'তিকাফ করতেন। তাঁর ওফাত পর্যন্ত এই নিয়মই ছিল। এরপর তাঁর সহধর্মিনীগণও ই'তিকাফ করতেন।" (বুখারী: ২০২৬, ২০৩৩, ২০৩৪, ২৯৪১ ২০৪৫ তাওহিদ পাব:, আ: প্র: ১৮৮৪, ই.ফা: ১৮৯৬. কিতাবুল ই'তিকাফ, বাবুল ই'তিকাফ ফি আশরে আওয়াখির.....)

ই'তিকাফ কেন করবেন? ই'তিকাফ এর লক্ষ-উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর অবারিত কল্যাণ ও রহমতকে আঁকড়ে ধরা। রমযানের শেষ দশকে মহান আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে এমন একটি মহিমান্বিত রাত্রি দান করেছেন যা হাজার মাসের চাইতেও উত্তম। সেই বরকতময় রাত্রিকে আঁকড়ে ধরার জন্য মুসলিম উম্মাহ রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফে মসজিদে অবস্থান করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আমি এ (কুরআন) নাযিল করেছি কদরের রাতে। তুমি কি জানো, কদরের রাত কি? কদরের রাত হাজার মাসের চাইতেও বেশী ভালো। ফেরেশতারা ও রুহ এই রাতে তাদের রবের অনুমতিক্রমে প্রত্যেকটি হুকুম নিয়ে নাযিল হয়। এ রাতটি পুরোপুরি শান্তিময় ফজরের উদয় পর্যন্ত।" (সুরা কদর)

এই একটিমাত্র রাত্রি যার মধ্যে সৎকাজ হাজার মাসের সৎকাজের চেয়ে ভালো। এ জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ রাত্রিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। আয়েশা রা: বলেন, "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য সময়ের তুলনায় রমাযানের শেষ দশকে অধিক পরিমাণে সচেষ্ট থাকতেন যা অন্য সময়ে থাকতেন না।" (মুসলিম: ২৬৭৮, হাদীস একা:, ই.ফা: ২৬৫৫, ই,সে:২৬৫৪, কিতাবুল ই'তিকাফ, বাবুল ইজতেহাদি ফি আশরি আওয়াখির...)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্যান্য নবী-রাসুল ও তাঁদের উম্মতগণকে শত শত কিংবা হাজার বছর পর্যন্ত জীবন দান করেছেন। তাঁরা বছরের পর বছর আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগীতে জীবন কাটিয়েছেন। সে হিসাবে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে স্বল্প আয় বা জীবনকাল দান করেছেন। কিন্তু দয়া করে আমাদেরকে এমন এমন কিছু সময় ও মহুর্ত দান করেছেন সেই সাথে দান করেছেন অফুরন্ত বরকত। তিনি দয়া করে আমাদেরকে দান করেছেন এক মহিমান্বিত রাত্রি যার নাম লাইলাতুল কদর। এ রাত্রিটি যার ভাগ্যে জুটে তিনি হাজার বছরের রাত্রি পেলেন। কিন্তু রাসুলুল্লাহ এ রাত্রিটিকে রমযানের শেষ দশকের কোন রাত্রি তা নির্দিষ্ট করেননি। তবে বেজোড় রাত্রি হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন। তাই মুসলিম উম্মাহ এই রাত্রটি পাওয়ার জন্য শেষ দশদিন ই'তিকাফে বসে যান।

আবু সাঈদ খুদরী রা: থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানের মধ্যম দশকে ই'তিকাফ করতেন। এক বছর এরূপ ই'তিকাফ করেন, যখন একুশের রাত এলো, যে রাতের সকালে তিনি তাঁর ই'তাকাফ থেকে বের হবেন, তখন তিনি বললেন: যারা আমার সাথে ই'তিকাফ করেছে তারা যেন শেষ দশকে ই'তিকাফ করে। আমাকে স্বপ্নে এই রাত দেখানো হয়েছিল। পরে আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। অবশ্যি আমি স্বপ্নে দেখতে পেয়েছি যে, ঐ রাতের সকালে আমি কাদা-পানির মধ্যে সেজদা করছি। তোমরা তা শেষ দশকে তালাশ করো এবং প্রত্যেক বেজোর রাতে তালাশ করো। পরে এই রাতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, মসজিদের ছাদ ছিল খেজুর পাতার ছাউনির। ফলে মসজিদে টপ টপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। একুশের রাতের সকালে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কপালে কাদা-পানির চিহ্ন আমার এ দু'চোখ দেখতে পায়।" (বুখারী: ২০২৭, তাওহিদ পাব, আ.প্র. ১৮৮৫, ই.ফা:১৮৯৭, কিতাবুল ই'তিকাফ, বাবুল ই'তিকাফ ফি আশরে আওয়াখির.....)

ই'তিকাফে বসার অর্থই হচ্ছে, রমযানের শেষ দশ দিন মসজিদে অবস্থান করা, নিজেকে আল্লাহর জন্য, আল্লাহর ইবাদাতের জন্য সুনির্দিষ্ট করে দেয়া এবং নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে দেয়া। পরিণামে মহান আল্লাহ তাকে কল্যাণ ও বরকত দ্বারা সিক্ত করে দিবেন। এ যেন সেই আয়াতের প্রতিধ্বনি যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "কাজেই যখনই অবসর পাও ইবাদাতের কঠোর শ্রমে লেগে যাও। এবং নিজের রবেরই প্রতি মনোযোগ দাও।" (আলাম নাশরাহ:৭-৮) সুতরাং লাইলাতুল কদরের মহা কল্যাণ লাভ করার জন্য রমযানের শেষ দশদিন দুনিয়ার সমস্ত ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে একান্তভাবে আল্লাহর জন্য কঠোর ইবাদাতে লেগে যাওয়া এবং মহা কল্যাণ তালাশ করা একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রত্যেককে এই কল্যাণ ও বরকত লাভ করার জন্য ই'তিকাফে বসার তাওফিক দিন। আমিন।

ই'তিকাফে বসার অর্থই হচ্ছে, রমযানের শেষ দশ দিন মসজিদে অবস্থান করা, নিজেকে আল্লাহর জন্য, আল্লাহর ইবাদাতের জন্য সুনির্দিষ্ট করে দেয়া এবং নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে দেয়া। পরিণামে মহান আল্লাহ তাকে কল্যাণ ও বরকত দ্বারা সিক্ত করে দিবেন। এ যেন সেই আয়াতের প্রতিধ্বনি যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "কাজেই যখনই অবসর পাও ইবাদাতের কঠোর শ্রমে লেগে যাও। এবং নিজের রবেরই প্রতি মনোযোগ দাও।" (আলাম নাশরাহ:৭-৮)

মাগফিরাতের দশ দিন

রাতগুলো লাগাতে হবে কাজে

মুফতি তানজিল আমির

চোখের পলকেই চলে গেল ১৯টি দিন। আর যে কটি দিন আছে, যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। রমজান আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাধারণ ক্ষমা ও অশেষ প্রাপ্তির মাস হয়ে। চোখের পলকেই চলে গেল ১৯টি দিন। আর যে কটি দিন আছে, যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। রমজান আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাধারণ ক্ষমা ও অশেষ প্রাপ্তির মাস হয়ে। রোজা, তারাবিহ, সেহরি, ইফতার, ইতিকাফ, সদকাহসহ সব ধরনের আমলের মাধ্যমে আল্লাহ বান্দাকে ক্ষমা করে আঁচল ভরে রহমত দান করেন।

আশা করি, আমরা খোদার দানের উপযুক্ত হয়েছি। এজন্য রমজানে যেসব আমল শুরু করেছি, অন্য সময়ও যেন আমলগুলো আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়- এ চেষ্টা করতে হবে। সামনে যেন আগের কোনো গুনাহের পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। অসুস্থ ব্যক্তির রোগের মাত্রানুযায়ী যেমন তার চিকিৎসা চালানো হয়, তেমনই মানুষের ভেতরের জগৎকে সুস্থ ও পরিপাটি রাখতে রমজানের সময়কে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

রমজানের প্রথমভাগে মুমিন তার গুনাহ ও কৃতকর্মের হিসাব মিলিয়ে এসব ছাড়ার প্রস্তুতি নেবে। যখনই তার জীবন গুনাহমুক্ত হওয়ার পথে এগোবে, শুরু হয়ে যাবে মাগফিরাতের বসন্তকাল। খোদার মাগফিরাতে নিজেকে সিক্ত করে বান্দা রমজানের শেষের দিক এসে পড়বে, তখন আসবে তার সামনে ক্ষমার ঘোষণা। সিয়াম সাধনার পুরস্কার হিসাবে আল্লাহ বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতের সুসংবাদ দেবেন। এ ধারাবাহিকতা হলো যারা নিজেকে আকণ্ঠ পাপে নিমজ্জিত রেখেছেন তাদের জন্য। যাদের জীবন শুরু থেকেই সুন্দর ও উন্নত, তাদের জন্য পুরো রমজানই রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতে ভরপুর থাকে।

আজ পবিত্র এ মাসের দ্বিতীয় দশকও শেষ হয়ে আমরা শেষভাগে উপনীত হব। রমজানের শেষ দশকে নবিজি (সা.) ইবাদতের জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। সারা রাত জেগে ইবাদত করতেন এবং স্বীয় পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন (সহিহ মুসলিম)।

পবিত্র রমজানের শেষ দশক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদার। এ দশকের প্রতিটি রাত একটুও না ঘুমিয়ে জেগে ইবাদত-বন্দেগি করা হচ্ছে নবিজির অন্যতম সুন্নত। তবে কর্মব্যস্ত লোকেরা দিনের বেলায় পরিশ্রম করার কারণে রাত জাগতে পারেন না। তাদের জন্য এমন কিছু আমল রয়েছে-যেগুলো করলে সারা রাত না জেগেও আমল করার পূর্ণ সওয়াব মেলে।

এশা, তারাবিহ ও ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করা: নবিজি (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে এশা ও তারাবিহ নামাজ পড়ে এবং ইমাম নামাজ শেষ করে চলে যাওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করেন, আল্লাহতায়ালা ওই ব্যক্তিকেও সারা রাত দাঁড়িয়ে ইবাদত করার সমান সওয়াব দান করেন।' (আবু দাউদ)

রাত জেগে ইবাদত করার নিয়ত করে ঘুমাতে যাওয়া : যে ব্যক্তি এ নিয়তে বিছানায় ঘুমাতে যায়, তিনি রাতে উঠে ইবাদত-বন্দেগি করবেন। কিন্তু বিছানায় ঘুমানোর পর তার ঘুম এত ভারি ও প্রবল ছিল যে, সে আর জেগে ইবাদত করতে পারেনি। ঘুমেই তার রাত অতিবাহিত হয়ে গেছে। সে ব্যক্তিও রাতে জেগে ওঠে ইবাদত-বন্দেগির নিয়তের কারণে সারা রাত জেগে ইবাদত করার সওয়াব পাবেন। আর এ ব্যক্তির জন্য রাতের ঘুমটি হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে সদকাহ বা উপহার।

১০০ আয়াত তেলাওয়াত করা : নবিজি (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি রাতে ১০০টি আয়াত তেলাওয়াত করবে, আল্লাহতায়ালা তাকে সারা রাত ইবাদতের সমান সওয়াব দান করবেন। (সহিহুল জামে)

আল্লাহতায়ালা আমাদের এ সহজ আমলগুলো করে রমজানের শেষ দশকের পূর্ণ সওয়াব হাসিল করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

লেখক: তরুণ আলেম ও ধর্মীয় গবেষক

পবিত্র রমজানের শেষ দশক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদার। এ দশকের প্রতিটি রাত একটুও না ঘুমিয়ে জেগে ইবাদত-বন্দেগি করা হচ্ছে নবিজির অন্যতম সুন্নত। তবে কর্মব্যস্ত লোকেরা দিনের বেলায় পরিশ্রম করার কারণে রাত জাগতে পারেন না। তাদের জন্য এমন কিছু আমল রয়েছে-যেগুলো করলে সারা রাত না জেগেও আমল করার পূর্ণ সওয়াব মেলে।

রোজায় ওষুধ ছাড়াই ডায়াবেটিস মুক্তি

ডা. মো: তৌহিদ হোসাইন

ডায়াবেটিসে রোজা রাখায় অন্তত সাতটি স্বাস্থ্যগত সুবিধা অর্জিত হয় যা ওষুধ দ্বারা সম্ভব নয়।

প্রথমত, শরীরের প্রয়োজনীয় এনার্জি গ্লুকোজ থেকে না নিয়ে ফ্যাট ডিপোজিট থেকে নেয়া। দ্বিতীয়ত, অতিরিক্ত ওজন নিয়ন্ত্রণ, তৃতীয়ত, ইনসুলিন সেনসিটিভিটি বাড়িয়ে দেয়া যাতে গ্লুকোজ সহজেই কোষের ভেতর ঢুকতে পারে। চতুর্থত, রক্তে গ্লুকোজ লেভেল কমিয়ে রাখা। পঞ্চমত, ডায়াবেটিস অবস্থায় গ্লুকোজ নির্ভর মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটিকে মেটাবলিক সুইচিং করে এনার্জি উৎসকে পুরোপুরি ফ্যাট নির্ভর করা। ষষ্ঠত, মেটাবলিক সুইচিংয়ের মাধ্যমে গ্লুকোজ মেটাবলিজম সৃষ্ট জটিলতা কমিয়ে আনা। সপ্তমত, রক্তে হরমোনের ভারসাম্য রক্ষা করা।

উপরোক্ত লক্ষ্যমাত্রা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, ট্যাবলেট বা ইনজেকশনের মাধ্যমে উপরোক্ত কোনো লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে না বরং ইনসুলিন ইনজেকশন প্রয়োগের কারণে ইনসুলিন সেনসিটিভিটির পরিবর্তে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়ে যায়। ইনসুলিন রেথজিস্ট্যান্সের কারণে রক্তে ইনসুলিন এবং গ্লুকোজ-এই দুটোর মাত্রাই বেড়ে যায়। ফলে দিনদিন ইনসুলিনের ডোজের পরিমাণও বাড়িয়ে দিতে হয়। ট্যাবলেট বা ইনসুলিন প্রয়োগে শরীর পুরোপুরি গ্লুকোজ নির্ভর হয়ে যায়, ওজন বাড়ে, কোনো ধরনের ফ্যাট অ্যাডাপটেশন কিংবা মেটাবলিক সুইচিং হয় না। ইনজেকশন বা ট্যাবলেট দিয়ে কেবল মাত্র গ্লুকোজ লেভেল কমিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়।

ওষুধ সেবনে রক্তে হরমোনের ভারসাম্য মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়।

রোজা রাখলে ইনসুলিনের মাত্রা কমে যায় এবং হিউম্যান গ্রোথ হরমোন বেড়ে যায়। ক্ষুধার হরমোন ঘ্রেলিন ধীরে ধীরে কমে যায়, ফলে ক্ষুধা তেমন একটা লাগে না। ও দিকে তৃপ্তি হরমোন বেড়ে গিয়ে অল্প খেলেই পেট ভরে গেছে বলে মনে হয়। রোজায় খাদ্যনালীসহ শরীরের অধিকাংশ সেল অনেকটা বিশ্রামে থাকে। এই সুযোগে শরীরের সেলগুলো অন্তত তিনটি কাজ খুব ভালোভাবে করে থাকে। প্রথমত, অটোফেজিক প্রক্রিয়ায় সেল পরিষ্কারের কাজ, দ্বিতীয়ত, রি-পিয়ার-রিজেনারেশন-সেল দিভিশনের কাজ, তৃতীয়ত, রোগ প্রতিরোধ সৃষ্টিকারী ইমিউন সিস্টেমকে প্রস্তুত করা।

রোজা বিপাক ক্রিয়া এবং ঘুমকে উন্নত করে, বেশি শক্তি বোধ হয় এবং কার্যকরভাবে আরো বেশি ক্যালোরি পোড়াতে সাহায্য করে। স্বাস্থ্য সেবাদানকারী চিকিৎসকেরা একজন রোগীর ডায়াবেটিসের ওষুধের ফার্মাকোডাইনামিক্স (ওষুধ কিভাবে কাজ করে) এবং ফার্মাকোকাইনেটিক্স (ওষুধের কাজ শুরু এবং এর স্থায়িত্ব সময়কাল) বিবেচনা করে ওষুধ দেবেন। যেমন– ওষুধ কতক্ষণ কাজ করে? এটি কতক্ষণ সিস্টেমে থাকে? ওষুধটি কি হাইপোগ্লাইসেমিয়ার ঝুঁকি বাড়ায় নাকি কমায়। এর কাজ গ্লুকোজ নির্ভর কি না ইত্যাদি অনেক কিছু বিবেচনায় নিয়েই প্রেসক্রিপশন দিতে হয়।

ওরাল সালফোনিলুরিয়া, শর্ট অ্যাক্টিং মেগ্লিটিনাইডস এবং ইনসুলিন হাইপোগ্লাইসেমিয়ার সাথে যুক্ত। সালফোনিলুরিয়ার ক্রিয়াকাল ২৪-৩৬ ঘণ্টা। সুতরাং রোগীর রোজা পালনের আগে কমপক্ষে ২৪-৩৬ ঘণ্টা আগে সেগুলো বন্ধ করা দরকার। মেগ্লিটিনাইডস এবং নেটিগ্লিনাইডস সাধারণত প্রতিটি খাবারের আগে দিনে তিনবার নেয়া হয় কারণ এর কার্যকাল মাত্র চার-ছয় ঘণ্টা। রোগীরা যদি না খায় বা যদি তারা কার্বোহাইড্রেট না খায় তবে তাদের গ্লিনাইডের ওষুধ খাওয়া উচিত নয়।

রোজায় ট্যাবলেটের চেয়ে ইনসুলিনের একটি বড় সমন্বয় প্রয়োজন। চিকিৎসকদের উচিত রোগী যে ধরনের ইনসুলিন ব্যবহার করছেন তার সাথে সমন্বয় করে ডোজ ও টাইমিং ঠিক করা। উদাহরণস্বরূপ, নির্দিষ্ট দীর্ঘ সময়কালীন ইনসুলিনগুলো প্রতিদিন নেয়া হয় এবং ৩৬ থেকে ৪২ ঘণ্টার কার্যকাল স্থায়ী থাকে। একজন রোগী সোমবার ইনসুলিন গ্রহণ করলে, প্রভাব বুধবার পর্যন্ত স্থায়ী হয়। যদি এই ধরনের ইনসুলিনের রোগী থাকে যা মঙ্গলবার চিকিৎসা পদ্ধতির জন্য যায়, তাকে পরামর্শ দিতে হবে যে তারা তাদের ইনসুলিনের ডোজ দুই দিন বা এক দিন আগে কমাতে। ডোজ কতটা কমাতে হবে তা ঠিক করবেন চিকিৎসক।

২০১৮ সালে একটি বৃহত্তর গবেষণায় দেখা গেছে যে, টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত যারা একমাস সিয়াম সাধনা করেছেন, তাদের মধ্যকার প্রায় অর্ধেক মানুষের ওজন তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমেছে এবং ডায়াবেটিসের ওষুধও বন্ধ করে দিতে হয়েছে।

২০১৮ সালের ৯ই অক্টোবর ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালে তিনজন ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট ডায়াবেটিক রোগীর উপর একটি গবেষণা কেস রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তাতে গবেষকরা দেখেছেন যে তিনটি রোগীরই ইনসুলিন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। রোগীদের মধ্যে দুইজন ডায়াবেটিসের সমস্ত ওষুধ বন্ধ করে দিয়েছেন, আর একজন রোজা রাখার পর চারটি ওষুধের মধ্যে তিনটি বন্ধ করে দিয়েছেন। ইনসুলিন বন্ধ করার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ দিন যথাক্রমে পাঁচ এবং ১৮ ছিল। সমস্ত রোগীরই রোজার সময় হিমোগ্লোবিন অল্প মাত্রায় একটি সাধারণ হ্রাস ছিল। রোগীদের কারোরই হাইপোগ্লাইসেমিয়ার লক্ষণীয় পর্ব ছিল না। সব রোগীর ওজন কোমরের পরিধি কমে গিয়েছিল।



ঈদুল ফিতর: ইতিহাস, গুরুত্ব ও তাৎপর্য



মাওলানা ফারুক ফেরদৌস

মানুষের বৈচিত্রহীন কর্মব্যস্ত জীবনের ক্লান্তি দূর করতে মাঝে মাঝে উৎসবের প্রয়োজন হয়। সামাজিক ও আত্মীয়তার শীতল হয়ে যাওয়া সম্পর্কগুলো সজীব ও প্রাণবন্ত করতে প্রয়োজন হয় কোনও সম্মিলন বা মিলন মেলার। যেন মানুষ তার প্রতিদিনের একঘেয়ে জীবনের সংকীর্ণ গন্ডি থেকে বের হয়ে আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিতে পারেন। নিরুদ্যম প্রাণে শক্তি ও কর্মপ্রেরণা জোগাতে পারে। সব আসমানি ধর্ম-সহ পৃথিবীজুড়ে সব জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেই বিভিন্ন উৎসব আছে। উৎসব জাতিগত ঐক্যের চেতনাও সৃষ্টি করে। উৎসবের দিনগুলোও যেকোনও জাতির স্বাতন্ত্র ও পৃথক পরিচয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন ও প্রতীক। একটি জাতির স্বতন্ত্র পরিচয়-সত্তা নির্মাণ করতে, তাদের মধ্যে ঐক্যের চেতনা ও ভ্রাতৃত্বের মৈত্রী জাগ্রত করতে সম্মিলিত আনন্দ ও উদযাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রাসুল (সা.) যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় গেলেন, তখন সেখানে জাহেলি যুগ থেকে প্রচলিত দু'টি উৎসবের দিন ছিল; শরতের পূর্ণিমায় 'নওরোজ' এবং বসন্তের পূর্ণিমায় 'মেহেরজান'। রাসুল (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, এই দুই দিন কীসের? মদিনাবাসী সাহাবিরা বললেন, জাহেলি যুগ থেকে আমরা এই দুই দিন খেলাধুলা ও আনন্দ করি। রাসুল (সা.) বললেন, আল্লাহ এই দুই দিনের বদলে তোমাদের নতুন দু'টি উৎসবের দিন দিয়েছেন: ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। (মুসনাদে আহমদ ১৩০৫৮)।

এভাবে মুসলমানদের পৃথক উৎসবের সূচনা হলো। এটা দ্বিতীয় হিজরি অর্থাৎ ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনা। রাসুল (সা.) ঘোষণা করলেন, 'সব জাতিরই ঈদ বা উৎসবের দিন থাকে, এটা আমাদের ঈদ।' (সহিহ বুখারি ৩৯৩১, সহিহ মুসলিম ২০৯৮)।

'ঈদ' শব্দটি আরবি 'আওদ' থেকে উৎকলিত। 'আওদ' অর্থ ঘুরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা। ঈদ মানে প্রতি বছর ঘুরে ফিরে আসে এ রকম একটি দিন। আরবিতে বিশেষ দিবস বা উৎসবের দিনকে ঈদ বলে। ফিতর অর্থ রোজা ভাঙা বা ইফতার করা। আমাদের কাছে পরিচিত 'রোজার ঈদ'কে ইসলামি পরিভাষায় বলা হয় ঈদুল ফিতর বা রোজা ভাঙার উৎসব। পুরো রমজানে প্রতিদিন সূর্যাস্তের পর মুসলমানরা উপবাস ভাঙে। এটা শুধু সেদিনের রোজা বা উপবাসের ইফতার। ঈদের দিন এক মাসের নিয়মিত উপবাস ভাঙা হয়। সেটাও এক রকম ইফতার। রোজাদারের জন্য প্রত্যেক দিনের ইফতারের মুহূর্তই আনন্দের, ঈদুল ফিতরের দিন বিশেষভাবে আনন্দের ও উৎসবের। রাসুল (সা.) বলেছেন, রোজাদারের জন্য দু'টি আনন্দক্ষণ রয়েছে, ইফতারের সময় সে আনন্দিত হয়, রবের সঙ্গে দেখা করার সময় আবার সে আনন্দিত হবে। (বুখারি ৭৪৯২)।

ঈদুল ফিতরের দিন মুসলমানরা আনন্দিত হয় রমজানের রোজা সফলভাবে রাখতে পারা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রাপ্তির কারণেও। এটা রোজাদার মুসলমানদের জন্য পুরস্কারের দিন। হজরত আউস আল আনসারী (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, ঈদুল ফিতরের দিন সকালে ফেরেশতারা রাস্তায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে যান এবং মুসলমানদের উদ্দেশে বলতে থাকেন, হে মুসলমানগণ! তোমরা দয়ালু প্রতিপালকের দিকে এগিয়ে এসো। উত্তম প্রতিদান ও বিশাল সাওয়াব-প্রাপ্তির জন্য এগিয়ে এসো। তোমাদের রাত্রিবেলার নামাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তোমরা সে নির্দেশ মেনে নামাজ পড়েছো। তোমাদের দিনে রোজা রাখতে বলা হয়েছিল, তোমরা সে নির্দেশও পালন করেছো, এক মাস রোজা রেখেছো। গরিব দুঃখীদের আহার করানোর মাধ্যমে নিজের প্রতিপালককে তোমরা আহার করিয়েছো। এখন নামাজ পড়ে এসব পুণ্যকর্মের প্রতিদান ও পুরস্কার গ্রহণ করো। ঈদের নামাজ পড়ার পর একজন ফিরিশতা ঘোষণা দেন, শোন নামাজ আদায়কারীরা! তোমাদের মহান রাব্বুল আলামিন মাফ করে দিয়েছেন, সকল গুনাহ থেকে মুক্ত অবস্থায় নিজ নিজ আবাসে ফিরে যাও। আজ পুরস্কার প্রদানের দিন। আকাশে এই দিনের নামকরণ করা হয়েছে 'পুরস্কারের দিন' (আল মুজামুল কাবির লিত তাবারানি ৬১৭, ৬১৮)।

হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ঈদের দিন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বলেন, তারা আমার ফরজ আদায় করে প্রার্থনার জন্য বের হয়েছে। আমার মর্যাদা বড়ত্ব ও সম্মানের কসম! আমি অবশ্যই তাদের পপ্রর্থনা কবুল করবো। তারপর আল্লাহ বান্দাদের উদ্দেশ করে বলেন, ফিরে যাও, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি। তোমাদের পাপগুলোকে নেকি দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছি। এরপর সবাই ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে বাড়ি ফিরে যায়। (বায়হাকির সূত্রে মেশকাত, অধ্যায়: হায়াতুল মুসলিমিন, পৃ: ২৪৯)।

ঈদুল ফিতরের একটি ওয়াজিব বা আবশ্যিক আমল হলো সালাতুল ঈদ বা ঈদের নামাজ। ঈদের উৎসব শুরু হয় এই সালাতের মাধ্যমে। ঈদের দিন প্রথম প্রহরে ধনী-দরিদ্র আমির-ফকির নির্বিশেষে সব মুসলমান এক কাতারে দাঁড়ায়। একসঙ্গে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহত্ব ঘোষণা করে। পরস্পরের খোঁজ-খবর নেয় ও কুশল বিনময় করে। ইসলামে মুসলমানদের এই সম্মিলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাসুল (সা.) নারী পুরুষ নির্বিশেষ সবাইকে ঈদগাহের জমায়েতে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি কোনও নারী যদি ঋতুমতী হওয়ার কারণে নামাজ পড়তে না পারেন, তাকেও ঈদগাহে উপস্থিত হতে বলেছেন। উম্মে আতিয়্যা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবালিকা, পর্দানশীন ও ঋতুমতী নারীদের ঈদের সালাতে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ঋতুমতী নারীরা সালাতে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে তবে পুণ্যের কাজ (দান-সদকা) ও মুসলমানদের দোয়ায় অংশগ্রহণ করবে। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের অনেকের ওড়না থাকে না। রাসুল (সা.) বললেন, তার কোনও বোন তাকে ওড়না দিয়ে সাহায্য করবে। (সহিহ বুখারি ১৯২৯)।

ঈদের আরেকটি আবশ্যিক আমল হলো সদকাতুল ফিতর। ক্ষমাপ্রাপ্তির খুশিতে এবং রমজানে কৃত আমলের ত্রুটি দূর করতে মুসলমানরা সদকাতুল ফিতর আদায় করে। সামর্থ্যবান ও সচ্ছল মুসলমানদের ওপর সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। ঈদ উদযাপন সার্বজনীন করে তুলতে, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সবার মধ্যে ঈদের আনন্দ ছড়িয়ে দিতেই সদকাতুল ফিতরের বিধান এসেছে। পাশাপাশি এই সদকার মাধ্যমে রোজায় হয়ে যাওয়া ভুল-ত্রুটি মাফ হয়। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রোজাকে বেহুদা ও অশ্লীল কথা-আচরণ থেকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে এবং দরিদ্রদের খাদ্যের ব্যবস্থা করার জন্য সাদাকাতুল ফিতর ফরজ করেছেন। (সুনানে আবু দাউদ ১৬০৯)।

আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও তাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার সুযোগও হয় ঈদের সম্মিলন ও দাওয়াতে। ইসলামে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ফরজ। সারা বছর কর্মব্যস্ততার কারণে আমরা অনেক আপনজনকেই ভুলে থাকি। সবার খোঁজ খবর সঠিকভাবে নেওয়া হয়ে ওঠে না। ঈদের উৎসবে সবাই একত্রিত হওয়ার সুযোগ পায়। আমাদের দেশে অনেক কর্মজীবী মানুষ বাবা মায়ের সঙ্গেও সাক্ষাৎ ও সময় কাটানোর সুযোগ পায় ঈদের ছুটিতে।

ঈদের উৎসবে একটু আনন্দের মধ্যে থাকা, খেলাধুলা করা বা উপভোগ করার শিক্ষা আমরা নবীজির জীবন থেকে পাই। আয়েশা (রা.) বলেন, এক ঈদের দিন হজরত আবু বকর (রা.) আমার ঘরে এলেন। সেখানে তখন দু'জন মেয়ে বুআস যুদ্ধের গান গাইছিল। তারা গায়িকা ছিল না। হজরত আবু বকর (রা.) ওই মেয়ে দুটোকে শক্ত ধমক দিয়ে বললেন, শয়তানি বাদ্য! তাও রাসুলের ঘরে! রাসুল (সা.) বললেন, আবু বকর! ওদের ছেড়ে দাও। প্রতিটি জাতিরই ঈদ ও খুশির দিন থাকে। আজ আমাদের ঈদের দিন। (সহিহ বুখারি ৯৫২)।

আরেকটি রেওয়ায়াতে আয়েশা (রা.) বলেন, এক ঈদের দিন দু'জন কৃষ্ণাঙ্গ ঢাল ও বর্শা দিয়ে খেলছিল। আমি রাসুলকে বললাম অথবা রাসুল (সা.) নিজেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বর্শার খেলা দেখতে চাও? আমি বললাম হ্যাঁ। রাসুল (সা.) আমাকে তার পেছনে দাঁড় করালেন। আমি রাসুল (সা.)-এর কাঁধে চেহারা রেখে খেলা দেখতে লাগলাম। রাসুল (সা.) বললেন, হুশিয়ার! হে বনি আরফাদা! (কোনও পক্ষকে উৎসাহ দিলেন বা সাবধান করলেন) (সহিহ বুখারি ৯৫০)।

সুদীর্ঘ এক মাসের সিয়াম সাধনার পর এই অবসরযাপন ও বিনোদন এক অনাবিল প্রশান্তি ও আনন্দ বয়ে আনে আমাদের জীবনে। আত্মীয়তা, ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যের বিভায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কয়েকটি দিন। আমাদের অবসাদ-ক্লিষ্ট জীবনের মরা গাঙে প্রাণশক্তির জোয়ার আসে। নতুন উদ্যম ও কর্মপ্রেরণা নিয়ে আমরা আবার কাজে ফিরতে পারি।

লেখক: ইসলামি লেখক, গবেষক

ঈদুল ফিতরের আমলসমূহ

মাওলানা আবদুল জাব্বার

ঈদ শব্দটি আরবি। এর অর্থ বারবার ফিরে আসা, ঘুরে ফিরে আসা, জমায়েত হওয়া, খুশি, আনন্দ, অভ্যাস ইত্যাদি। এমন দিনকে ঈদ বলা হয় যে দিন মানুষ একত্র হয় ও দিনটি প্রতি বছর বারবার ফিরে আসে। এটা আরবি শব্দ 'আদা ইয়াউদু'থেকে উৎপন্ন হয়েছে। আবার অনেকে বলেন, এটা আরবি শব্দ 'আদত' বা অভ্যাস থেকে উৎপন্ন। কেননা মানুষ ঈদ উদযাপনে অভ্যস্ত। সে যাই হোক, যেহেতু এ দিনটি বারবার ফিরে আসে ও মুসলমানরা এ দিনে তাদের প্রভুর নির্দেশ পালন করে আনন্দ পান তাই এর নামকরণ করা হয়েছে ঈদ।

ঈদের একাধিক অর্থ থাকলেও আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ ঈদ বলতে খুশিই বুঝে থাকেন। এ খুশির ঈদ আমাদের মাঝে আসে প্রতি বছর দুইবার। একটিকে আমরা বলি ঈদুল ফিতর বা রোজার ঈদ, আর অন্যটিকে বলে থাকি ঈদুল আজহা বা কোরবানির ঈদ। ঈদুল ফিতর মাহে রমজানে পূর্ণ একমাস সিয়াম সাধনা পালনের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন ও ক্ষুধাতুরের কষ্ট অনুভব করার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

ইসলামে ঈদের প্রচলন

আল্লাহতায়ালা মুসলিম উম্মাহর প্রতি রহমত হিসেবে যেসব নিয়ামত দান করেছেন তার মধ্যে ঈদ অন্যতম। হাদিসে এসেছে, 'হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনাতে আগমন করলেন তখন মদিনাবাসীর দু'টো দিবস ছিলো, যে দিবসে তারা খেলাধুলা করত। হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এ দুই দিনের কী তাৎপর্য আছে? মদিনাবাসী উত্তর দিলেন, আমরা মূর্খতার যুগে এ দুই দিনে খেলাধুলা করতাম। তখন রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ দুই দিনের পরিবর্তে তোমাদের এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ দু'টো দিন দিয়েছেন। তা হলো- ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিতর।' সুনানে আবু দাউদ: ১১৩৪

ঈদের দিনে করণীয়

ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করা

ঈদের দিন ভোরে ফজর নামাজ জামাতে আদায় করার মাধ্যমে দিনটি শুরু করতে হবে। সাহাবি হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যদি তারা এশা ও ফজর নামাজের মধ্যে কী আছে তা জানতে পারত তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এ দু'টি নামাজের জামাতে শামিল হতো। -সহিহ বোখারি ও মুসলিম

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন ও সুগন্ধি ব্যবহার করা

ঈদের দিন গোসল করার মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। কেননা এ দিনে সব মানুষ নামাজ আদায়ের জন্য মিলিত হন। হজরত ইবনে উমার (রা.) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত, তিনি ঈদুল ফিতরের দিনে ঈদগাহে যাওয়ার আগে গোসল করতেন। হজরত ইবনে উমার (রা.) থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত, তিনি দুই ঈদের দিনে সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করতেন। -বায়হাকি

ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, আমি আলেমদের কাছ থেকে শুনেছি তারা প্রত্যেক ঈদে সুগন্ধি ব্যবহার ও সাজ-সজ্জাকে মোস্তাহাব বলেছেন। -আল মুগনি: ইবনে কুদামাহ

ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন, নবী করিম (সা.) দুই ঈদেই ঈদগাহে যাওয়ার আগে সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করতেন। -যাদুল মায়াদ

এ দিনে সব মানুষ একত্রে জমায়েত হন, তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত হলো- তার প্রতি আল্লাহর যে নিয়ামত তা প্রকাশ করণার্থে ও আল্লাহর শুকরিয়া আদায়স্বরূপ নিজেকে সর্বোত্তম সাজে সজ্জিত করা।

হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া

ঈদের নামাজ আদায়ের জন্য তাড়াতাড়ি ঈদগাহে যাওয়া। হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া সুন্নত। হাদিসে এসেছে, হজরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুন্নত হলো- ইদগাহে হেঁটে যাওয়া। ইমাম তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করে বলেন, হাদিসটি হাসান। তিনি আরও বলেন, অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম এ অনুযায়ী আমল করেন এবং তাদের মত হলো পুরুষ ঈদগাহে হেঁটে যাবেন, এটা মোস্তাহাব। আর গ্রহণযোগ্য কোনো কারণ ছাড়া যানবাহনে আরোহন করবেন না।

এক পথে গিয়ে অন্য পথে আসা

ঈদগাহে এক পথে গিয়ে অন্য পথে ফিরে আসা সুন্নত। হজরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম (সা.) ঈদের দিনে পথ বিপরীত করতেন। -সহিহ বোখারি

অর্থাৎ যে পথে ঈদগাহে যেতেন সে পথে ফিরে না এসে অন্য পথে আসতেন। এটা এ জন্য, যাতে উভয় পথের লোকদের সালাম দেওয়া ও ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করা যায়। -যাদুল মায়াদ

তাকবির দেওয়া

হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈদুল ফিতরের দিন ঘর থেকে বের হয়ে ঈদগাহে পৌঁছা পর্যন্ত তাকবির পাঠ করতেন। ঈদের নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকবির পাঠ করতেন। যখন নামাজ শেষ হয়ে যেত তখন আর তাকবির পাঠ করতেন না। সাহাবি হজরত ইবনে উমার (রা.) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিনে ঈদগাহে আসা পর্যন্ত উচ্চস্বরে তাকবির পাঠ করতেন। ঈদগাহে এসে ইমামের আগমন পর্যন্ত এভাবে তাকবির পাঠ করতেন। শেষ রমজানের সূর্যাস্তের পর থেকে ঈদুল ফিতরের নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকবির পাঠ করতে হবে। বিশেষভাবে ঈদগাহের উদ্দেশে যখন বের হবেন ও ঈদগাহে নামাজের অপেক্ষায় যখন থাকবেন তখন গুরুত্বসহকারে তাকবির পাঠ করবেন।

ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করা

ঈদ উপলক্ষে পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানানো শরিয়ত অনুমোদিত একটি বিষয়। বিভিন্ন (বাকি অংশ ৯ পাতায়)

একান্ত সাক্ষাৎকারে ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরী

দেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে

নির্বাচন সুষ্ঠু হলে তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হবেন

ঢাকা ডেস্ক: দেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে এখনই জাতীয় সরকার গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরী। তিনি বলেন, দেশে গণতন্ত্র ও সুশাসন ফিরিয়ে আনতে হলে আগে দুই বছর মেয়াদি একটি জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে। আগামী জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু হলে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেও মনে করেন এ দেশবরেণ্য ব্যক্তিত্ব।

বৃহস্পতিবার (২১ এপ্রিল) ধানমন্ডির গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে তার নিজ চেম্বারে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেন। দীর্ঘ আলাপচারিতায় দেশের রাজনীতি-অর্থনীতিসহ বর্তমান সামগ্রিক অবস্থা, আগামী নির্বাচন ও সাম্প্রতিক লন্ডন সফর নিয়ে কথা বলেন ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরী। গত ২৫ মার্চ থেকে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত লন্ডন সফর করেন তিনি। এ সময় 'ভয়েজ ফর গ্লোবাল বাংলাদেশিজ' এর উদ্যোগে তাকেসহ প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা দেয়া হয়। এ ছাড়া গত ৩১ মার্চ লন্ডনে পৃথক এক নাগরিক সংবর্ধনায় তাকে মুক্তিযুদ্ধ, দেশগঠন ও জাতির বিবেক হিসেবে সর্বস্তরের জনগণের কাছে মান্যবর ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে 'দেশমান্য' খেতাবে ভূষিত করা হয়। সাক্ষাৎকারের মূল অংশটুকু এখানে তুলে ধরা হলো-

প্রশ্ন : সম্প্রতি লন্ডনে একটি সম্মাননা গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন। এ নিয়ে কিছু লোক বিতর্ক করছে; এ বিষয়ে যদি কিছু বলেন?

ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরী : এ নিয়ে বিতর্ক করার কিছুই নেই। যারা সম্মাননা দিয়েছে তারা খুবই সুপরিচিত একটি সংগঠন। শুধু ব্রিটেন নয় বহির্বিশ্বের আরো অনেকগুলো বড় দেশে থাকা প্রতিথযশা প্রবাসী বাংলাদেশীরা এ সংগঠনটি গড়ে তুলেছেন। যে ভেনুতে (হাউজ অব কমনস) অনুষ্ঠানটি হয়েছে সেখানে কোনো অনুষ্ঠান করতে হলে ব্রিটেনের রাণীর অনুমতি নিতে হয়। তা ছাড়া তারা মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসে থেকে যারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা রেখেছে তাদের অবদানের স্বীকৃতি দিয়েছে। এখানে কোনো আওয়ামী লীগ-বিএনপি দেখা হয়নি। ফলে যারা বিতর্ক করছে তারা ঠিক করছে না।

প্রশ্ন : দেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলুন।

ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরী : বর্তমানে দেশে সুষ্ঠু গণতন্ত্র নেই। প্রতিনিয়ত মানুষ খুন হচ্ছে। আমেরিকার নিষেধাজ্ঞার কারণে গুম-বিচারবহির্ভূত হত্যা কিছুটা কমলেও সাম্প্রতিককালে একটি ক্রসফায়ারের ঘটনা ঘটেছে। ফলে এটা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে বলা যাবে না। নিষেধাজ্ঞা কেটে গেলে বরং এটি আরো বেশি মাত্রায় বাড়তে পারে।

প্রশ্ন : এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় কী?

ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরী : পরিত্রাণের একটিই উপায়; তাহলো- সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হওয়া। আর এ জন্য এখনই জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে। সে সরকারে ২০-২৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে হবে। তাতে আওয়ামী লীগ-বিএনপিসহ নিবন্ধিত-অনিবন্ধিত সব বড় দলের প্রতিনিধি থাকবে। তা ছাড়া ৫-৭ সদস্যের একটি উপদেষ্টা পরিষদও থাকবে। সেখানেও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি থাকবে। এ সরকার থাকতে হবে দুই বছর। এ সরকার আগে দেশের শাসন ও নির্বাচনব্যবস্থা ঠিক করবে। এ জন্য কিছু আইনের পরিবর্তন দরকার হবে। দেশ থেকে দুর্নীতির সামগ্রিক পরিস্থিতি পরিবর্তন করবে। নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করবে। নির্বাচন যাতে আগের রাতে না হয় তা বন্ধ করবে। নির্বাচনে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ বন্ধ করবে। নির্বাচনের পরপর সারা দেশে যে সহিংস ঘটনা ঘটে তা বন্ধ করবে। এরপর তারা সব দলকে নিয়ে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের আয়োজন করবে। জাতীয় সরকারের জন্য বর্তমান সংসদে ম্যান্ডেট দরকার বলেও তিনি মনে করেন।



প্রশ্ন : বর্তমান সরকারের অধীনে কি সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়?

ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরী : এ সরকারের অধীনে কোনোভাবেই সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়- এটা প্রমাণিত। ২০১৪ সালে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়নি। ২০১৮ সালে আগের রাতে ভোট হয়েছে- এটা সবাই জানে। পুলিশ দিয়ে প্রার্থী-ভোটারদের ভয় দেখানো হয়েছে। এ জন্যই আমি জাতীয় সরকারের কথা বলছি, যারা দেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করবে। দেশে দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচনের কোনো সম্ভাবনা নেই।

প্রশ্ন : বর্তমান সরকারের সময়ে তো দেশে অনেক উন্নয়ন হচ্ছে। তাহলে সরকার কেন পরিবর্তন করতে হবে?

ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরী : সরকার কিছু ক্ষেত্রে উন্নয়ন করছে এটা অবশ্যই বলতে হবে। সারা দেশে ঘরে ঘরে এখন বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে সরকার। পদ্মা সেতু করেছে। কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গিয়ে কুইক রেন্টালের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। পদ্মা সেতু ১০ হাজার কোটি টাকা থেকে শুরু করে এখন ৫০ হাজার কোটি টাকায় গিয়ে ঠেকেছে। করোনা পরিস্থিতি ভালোভাবে মোকাবেলা করেছে। কিন্তু সাত ডলারের টিকা দ্বিগুণ দামে কেনা হয়েছে। এসব দুর্নীতির কথাও বলতে হবে। মূলত কথা হচ্ছে- দেশে কিছু উন্নয়ন হলেও তার সুফল সবাই পায়নি। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য আরো বেড়েছে। টিসিবির গাড়ির পেছনে মানুষের লাইন, আর মারামারি দেখলেই এটা বোঝা যায়। প্রতিনিয়ত খুন হচ্ছে। ঘুষ-দুর্নীতি হচ্ছে। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অন্যায় করেও পার পেয়ে যাচ্ছে। এসব বন্ধে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের বিকল্প নেই। সে নির্বাচনে জনগণ ভোট দিলে আওয়ামী লীগও ক্ষমতায় আসতে পারে। আবার বিরোধী দলও আসতে পারে। কারা ক্ষমতায় আসবে তার থেকে বড় কথা হলো- দেশে নির্বাচনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। গণতন্ত্র ও সুশাসন দরকার। প্রধানমন্ত্রীর একচ্ছত্র ক্ষমতা কমাতে হবে। জবাবদিহিমূলক সরকার থাকতে হবে।

প্রশ্ন : যদি জাতীয় সরকার গঠন না হয়, বর্তমান সরকারের অধীনেই নির্বাচন হয়, তাহলে কী হবে?

ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরী : তাহলে দেশের পরিস্থিতি ভয়াবহ হবে। দেশ একটি মাফিয়া স্টেটে পরিণত হবে। গুম-খুন দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। কেউ শান্তিতে থাকতে পারবে না।

প্রশ্ন : আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা আগামী নির্বাচনে কোনো প্রভাব ফেলবে কি না?

ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরী : বিরোধী দলের উচিত হবে না নিষেধাজ্ঞার দিকে তাকিয়ে থাকা। আন্দোলন ছাড়া কোনো পরিবর্তন হয় না, হবেও না। জনগণকেই মাঠে নামতে হবে।

প্রশ্ন : কিন্তু বিএনপি সেই অর্থে আন্দোলন গড়ে তুলতে পারছে না কেন?

ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরী : তাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া জামিনে মুক্তি পাননি। সরকারের বিশেষ বিবেচনায় তিনি জেলের বাইরে রয়েছেন। তা ছয় মাস ছয় মাস করে বাড়ানো হচ্ছে। অথচ বিএনপি কোনো আন্দোলন করতে পারে না। এটা তাদের ব্যর্থতা। একইভাবে এটা বিচার বিভাগেরও ব্যর্থতা। এত বড় একটা অন্যায় হচ্ছে কিন্তু বিএনপি ঠিকমতো প্রতিবাদ করে না। তাদের উচিত সুপ্রিম কোর্ট এক সপ্তাহ ঘেরাও করে দাবি আদায় করে নিয়ে আসা। তা ছাড়া তাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বিদেশে থাকেন। তার পক্ষে দেশের সব অবস্থা বোঝাও সম্ভব না। এ জন্য তার উচিত দেশে যারা আছে বিশেষ করে স্থায়ী কমিটির ওপর সব দায়িত্ব দেয়া। তাদের প্রথম কাজ হবে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য আন্দোলন করা।

প্রশ্ন : তারেক রহমান যদি এখন দেশে আসেন তাহলে আন্দোলনের গতি বাড়বে কি না?

ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরী : তারেক রহমানের এখন দেশে আসা ঠিক হবে না। তারেক রহমান এখন দেশে আসলে গুম-খুনের শিকার হতে পারেন। এর থেকে ভালো হবে তার মেয়ে জাইমা রহমানকে দেশে পাঠানো। সে একজন উচ্চশিক্ষিত এবং একটি গণতান্ত্রিক দেশে বড় হয়েছে। তার থেকে জাতি ভালো কিছু আশা করতে পারে।

প্রশ্ন : বিরোধী দলের মধ্যে অনৈক্য রয়েছে বলে শোনা যায়, তাহলে আন্দোলন কিভাবে হবে?

ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরী : সরকার পরিবর্তন করতে হলে আন্দোলনের বিকল্প নেই। এ জন্য সম্মিলিত বিরোধী দল গড়ে তুলতে হবে। বিএনপি-জামায়াতকে তাদের সম্পর্ক নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। জামায়াতের রাজনীতি করার অধিকার আছে। তাদের নেতা অধ্যাপক গোলাম আজম '৭১ সালের ভুলের জন্য একবার ক্ষমা চেয়েছিলেন। তাদের আবারো ক্ষমা চাওয়া উচিত। আমি মনে করি গোলাম আজম বেঁচে থাকলে আমার কথা রাখতেন।

বিশেষ সাক্ষাৎকার: বিশেষ আমেরিকান দূত

ধর্মবিশ্বাসের কারণে কেউ যেন হামলার শিকার না হন



ঢাকা ডেস্ক: ১৬ এপ্রিল চার দিনের সফরে বাংলাদেশ এসেছিলেন ধর্মীয় স্বাধীনতাবিষয়ক বিশেষ আমেরিকান দূত রাশাদ হুসেইন। গত বুধবার (২০ এপ্রিল) ঢাকা ছাড়ার আগে তিনি বাংলাদেশে ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিস্থিতি এবং দুই দেশের সহযোগিতার বিষয়ে প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন প্রথম আলোর কূটনৈতিক প্রতিবেদক রাহীদ এজাজ।

প্রশ্ন : ধর্মীয় স্বাধীনতাবিষয়ক বিশেষ মার্কিন দূত হিসেবে এটি বাংলাদেশে আপনার প্রথম সফর। এ সফরের উদ্দেশ্য কী ছিল?

রাশাদ হুসেইন: এ বছর দুই দেশ কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর উদ্‌ যাপন করছে। এ উপলক্ষে সম্পর্ক এগিয়ে নিতে এ সফর। মানবাধিকার সুরক্ষা, ধর্মীয় স্বাধীনতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এ সফরে ধর্মীয় নেতাদের, সরকারের প্রতিনিধিদের এবং রোহিঙ্গাদের সঙ্গে কথা বলেছি।

প্রশ্ন : সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আপনি মতবিনিময় করেছেন। বাংলাদেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে তাঁরা আপনাকে কী জানিয়েছেন? এসব আলোচনার পর বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কেমন?

রাশাদ হুসেইন: বাংলাদেশে আমার প্রথম সফরটা দারুণ হয়েছে। এখানকার লোকজন কীভাবে পবিত্র রোজার মাস পালন করে, সেটা দেখার সুযোগ হয়েছে। এই সফরে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের পাশাপাশি মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে আমি মতবিনিময় করেছি। তাঁরা বাংলাদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিষয়টিতে জোর দিয়েছেন। বাংলাদেশে ধর্মীয় সহমর্মিতার ঐতিহ্যের বিষয়ে আমার যে ধারণা ছিল, এ সফরে এসে তা আরও প্রবল হয়েছে। ধর্মীয় স্বাধীনতা সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে কোনো সংকট তৈরি হলে সব সম্প্রদায়ের মানুষ তা প্রতিহত করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। এখানে কেউ যাতে বিভাজন সৃষ্টি বা বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করে সফলকাম না হয়, সে ব্যাপারে বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ যে সচেষ্ট, সেই বার্তা পেয়েছি।

প্রশ্ন : বাংলাদেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা চর্চার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উদ্বেগের কোনো বিষয় এখানকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কি আলোচনায় তুলেছেন?

রাশাদ হুসেইন: বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে নিরাপদ আছেন বলে বিশ্বাস করি। তবে সত্যিকার পরীক্ষাটা হচ্ছে সামনে যখন কোনো চ্যালেঞ্জ আসে, তা প্রতিহত করার জন্য জনগণ ও সরকার কীভাবে এগিয়ে আসে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাদের পাশাপাশি সরকার ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পরিস্থিতি আরও ভালো করার জন্য দুই দেশের মধ্যে খোলামেলা আলোচনার প্রয়োজন আছে।

প্রশ্ন : দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিস্থিতিকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

রাশাদ হুসেইন: সব সম্প্রদায়ের মানুষ যেন অবাধে ধর্ম চর্চা করতে পারেন, এ বার্তাই আমরা সব দেশকে দিয়ে থাকি। কোনো সম্প্রদায়ের মানুষই যেন নিজেদের ধর্মবিশ্বাসের কারণে হামলার শিকার না হন। এমনকি যদি কেউ ধর্মে বিশ্বাস না করেন, তাঁরাও যেন হামলার শিকার না হন। কারও প্রতি কোনো ধরনের হামলা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ সব দেশের জন্য এটাই আমাদের বার্তা। বিভিন্ন ধর্মের মানুষ যেন শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারেন, কোনো সংকট দেখা দিলে সবাই যাতে একসঙ্গে এগিয়ে এসে তা রুখে দিতে পারেন, সে জন্য আমরা সবাইকে উৎসাহিত করি।

প্রশ্ন : প্রতিবছর ধর্মীয় স্বাধীনতাবিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন প্রকাশের পর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আপনাদের পর্যবেক্ষণ থাকলে তা সামনে আনেন। আপনাদের এসব মতামতকে সরকার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করে। এ নিয়ে কী বলবেন?

রাশাদ হুসেইন: যেকোনো বিষয়ে একে অন্যের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা হচ্ছে গভীর বন্ধুত্বের একটি অংশ। বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের চমৎকার আলোচনা হয়েছে। সবচেয়ে ইতিবাচক দিকটা হচ্ছে ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি চ্যালেঞ্জ থাকলে তা মোকাবিলার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, গত বছরের অক্টোবরের সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বিষয়টি। ওই সময় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেশ জোরালোভাবে মুসলমান এবং হিন্দুদের ধর্মীয় স্বাধীনতা সুরক্ষার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। ধর্মীয় স্বাধীনতাবিষয়ক মার্কিন বার্ষিক প্রতিবেদনে সবার অবাধে ও স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে।

প্রশ্ন : বিভিন্ন সময় বাংলাদেশে কোনো সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ঘটনা ঘটলে ভারতে এর প্রভাব পড়ে। আবার ভারতে কিছু ঘটলে তার প্রভাব দেখতে পায় বাংলাদেশ। এ ধরনের দুঃখজনক ঘটনাগুলোকে কীভাবে দেখেন?

রাশাদ হুসেইন: বাংলাদেশ সফরের উৎসাহব্যঞ্জক দিক হচ্ছে, লোকজন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ক্ষেত্রে ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসেন। গাজীপুরে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন মতবিনিময়ের সময় স্পষ্ট করেই বলেছেন, মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন দীর্ঘদিন ধরে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছেন। তাঁদের মধ্যে বিভাজন আর সংঘাত সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কাউকে এ ঐতিহ্য নষ্ট করতে দেবেন না। এটা শুধু বাংলাদেশ নয়, পুরো অঞ্চলের জন্য একটি শক্তিশালী বার্তা। তাই ধর্মীয় স্বাধীনতা সমুন্নত রাখার ব্যাপারে আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাব।

প্রশ্ন : মিয়ানমারের সংখ্যালঘু রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে পালিয়ে আসার পাঁচ বছর পার হতে চললেও প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম কোনো অগ্রগতি নেই। মিয়ানমারের গত বছরের ফেব্রুয়ারির সামরিক অভ্যুত্থান পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে। কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শিবিরের নিরাপত্তা পরিস্থিতির প্রতিনিয়ত অবনতি হচ্ছে। এমন এক পরিস্থিতিতে এ সংকটের সমাধান কোথায়?

রাশাদ হুসেইন: মিয়ানমারের রাখাইনে রোহিঙ্গাদের ওপর যে গণহত্যা চালানো হয়েছে, তা যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি ঘোষণা করেছে। আমরা এ গণহত্যার জবাবদিহি নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নিচ্ছি। পাশাপাশি পূর্ণাঙ্গ নাগরিক অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য অব্যাহতভাবে কাজ করছে যুক্তরাষ্ট্র। রোহিঙ্গাদের জন্য বাংলাদেশে উন্নত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকাসহ মৌলিক সুবিধাগুলো নিশ্চিত করতে হবে। কক্সবাজারে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের মধ্যে আশা জাগিয়ে রাখতে হবে। তাদের নিরাপত্তা দিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র রোহিঙ্গাদের পাশাপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। এখানে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের জীবনে যা ঘটেছে, তা একদিকে হৃদয়বিদারক আবার নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য তাদের যে চেষ্টা, সেটাও উল্লেখ করার মতো। তাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অব্যাহতভাবে তাদের পাশে থাকাটা জরুরি।

ব্লিনকেনকে কথার ছলে বলেছি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন



ঢাকা ডেস্ক: দেশে ফিরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন বললেন, 'বিএনপিকে নির্বাচনে নিয়ে আসতে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো অনুরোধ করিনি। মধ্যস্থতার কোনো প্রস্তাবও দেইনি।' আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি জে ব্লিনকেনের সঙ্গে কথা হয়েছে স্বীকার করে মোমেন বলেন, কথার ছলে আমি তাকে বলেছি 'আপনি চাইলে তাদের নির্বাচনে আনার চেষ্টা করতে পারেন।' এটা আনুষ্ঠানিক কোনো প্রস্তাব বা অনুরোধ নয়। ওয়াশিংটন সফর শেষে মন্ত্রী কালই অফিস করেন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরার পথে তিনি জাপান, সিঙ্গাপুর এবং পালাউয়ে প্রায় সপ্তাহব্যাপী সফর করেন। সবক'টি সফর ফলপ্রসূ হয়েছে দাবি করে মন্ত্রী বলেন, যেখানেই গিয়েছি খুব সম্মান পেয়েছি। আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ২০২৩ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন, র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা, বঙ্গবন্ধুর খুনিকে ফেরানো এবং বাংলাদেশের উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্র সহযোগিতার বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে জানিয়ে মন্ত্রী মোমেন বলেন, আমি আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলেছি, নির্বাচনে আমরা সব দলকেই চাই। সব দল মোটামুটি আসে কিন্তু একটা বড় দল আছে যারা পাবলিকলি বলে, আমরা নির্বাচন করবো না। কেউ যদি ইচ্ছে করে নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে দূরে থাকতে চায়, তাহলে আমাদের কি করার আছে? পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন আরও বলেন, বিএনপি জনগণকে ভয় পায়।

কারণ তারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আসেনি।

বিএনপি'র জন্ম ক্যান্টনমেন্টে। তারা ওই ধরনের জিনিসই (অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া) আশা করে। এ জন্য তাদের আমরা আনতে পারি না। উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন-কেন আনতে পারেন না? তখন আমি বললাম, আপনি তাদের নিয়ে আসেন। দেখেন আপনি পারেন কিনা? বাকি সব দল আসে। তারা যদি না আসে, আমরা কী করবো। উনি বললেন, না আসলে আপনারা তো কিছু করতে পারেন না। ড. মোমেন বলেন, আমি বললাম, আমাদের দেশের গণতন্ত্র খুব ট্রান্সপারেন্ট। আমাদের দেশটা সৃষ্টি হয়েছে গণতন্ত্রের জন্য। বাংলাদেশের প্রত্যেক লোক গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে। এ জন্য শতকরা ৭২ ভাগের নিচে কোথাও ভোট হয় না। ভোটের রেসপন্স বেশি। এটা উৎসব। আপনার দেশের মতো না, জোর করে লোক নিতে হয়, কেউ আসে না। আমাদের গণতন্ত্র অন্যদের শেখানো লাগবে না। বর্তমান নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে ব্লিনকেনকে ব্রিফ করেছেন জানিয়ে মন্ত্রী মোমেন বলেন, আমি বলেছি, আমাদের নির্বাচন কমিশন স্বাধীন। আবার নতুন করে আমরা ইসি গঠন করেছি। সবার কাছে গ্রহণযোগ্য লোকদের নিয়ে আসা হয়েছে। স্বচ্ছ লোকেরা কমিশনে স্থান পেয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে যে সরকার ক্ষমতায় থাকে, সেই সরকার নির্বাচন করে উল্লেখ করে মোমেন বলেন বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনও সেই নিয়মে হবে। দুনিয়ায় এভাবেই নির্বাচন হয়ে থাকে।

আলোচনাকালে মন্ত্রী মোমেন নিজের নির্বাচনী এলাকার রাজনৈতিক অবস্থাও তুলে ধরেন। বলেন, আপনার রাষ্ট্রদূত আমার এলাকার নির্বাচন দেখেছে। কোথাও কারচুপির অভিযোগ পাননি। তাছাড়া আমি আওয়ামী লীগের, আর আমার মেয়র বিএনপি'র। আমাদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান রয়েছে। গত ৪ এপ্রিল ঢাকা-ওয়াশিংটনের কূটনৈতিক সম্পর্কের সুবর্ণ জয়ন্তীর দিনে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেনের সঙ্গে বৈঠকে বিএনপিকে নির্বাচনে আনতে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ কামনা করেন মন্ত্রী মোমেন। হোটেলে ফিরে গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপে তিনি নিজেই এটি প্রকাশ করেন। তার বক্তব্যের অডিও ক্লিপ ধরে দেশি-বিদেশি সংবাদ মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ধরনা দেয়ার খবরটি চাউর হলে রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। যার প্রেক্ষিতে দেশে ফিরে কালবিলম্ব না করেই মন্ত্রী কোন প্রেক্ষাপটে কথাটি বলেছিলেন তা তুলে ধরার চেষ্টা করেন।

মানবাধিকার রিপোর্টের জন্য এনজিও এবং আমেরিকান দূতাবাসের বাংলাদেশী কর্মীদের দোষরোপ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এদিকে এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, বাংলাদেশ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের বার্ষিক মানবাধিকার প্রতিবেদন যেসব তথ্য এসেছে, তার কিছু বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও বেসরকারি সাহায্য সংস্থা থেকে নেওয়া। আর ঢাকায় আমেরিকান দূতাবাসে কর্মরত বাংলাদেশীরা এই প্রতিবেদনের খসড়া তৈরি করে থাকেন।

১২ এপ্রিল বিশ্বের বিভিন্ন দেশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বার্ষিক মানবাধিকার প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ওই প্রতিবেদনের বিষয়ে ঢাকায় আমেরিকান রাষ্ট্রদূতকে তলব করা হয়েছে কি না, জানতে চাইলে আব্দুল মোমেন বলেন, 'আমি এটা ঠিক বলতে পারব না। ওরা তো আপনাদের পত্রিকা দেখে, মিডিয়া থেকে কিছু তথ্য পায়। আর কিছু এনজিও টেনজিওরা ওদের বলে। এনজিওরা বাংলাদেশ সব সময় খারাপ এটা বলে। আরেক দল আছে তারা বিদেশে রাজনৈতিক আশ্রয় চায়। তারা তো খারাপ চিত্র দিলে খুব খুশি হয়। তারা এগুলো তৈরি করে। আর আমাদের অনেক বাঙালী আমেরিকান এম্বাসিতে চাকরি করেন। তাঁরা ইনিশিয়াল ড্রাফটা তৈরি করেন। উনারা খালি খুঁজে থাকেন কোথায় দোষ। আমাদের বাঙালী স্বভাব হচ্ছে দোষ খুঁজে বের করা। দেখেন দুনিয়ার সব দেশে অসুবিধা হয়। দোষটা খালি বাংলাদেশে দেখবেন। অন্য জায়গায় দোষ আর দেখেন না।

দেশে সমকামী ও তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের অধিকার না দেওয়া প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার প্রতিবেদনে সমালোচনা করা হয়েছে। সে প্রসঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রতিবেদনটি তথ্যনির্ভর না। তারপরও কিছু কিছু মতামত এসেছে। তারা আমাদের ধর্মের ওপর আঘাত দিতে চায়। এগুলো আমরা আগেই প্রত্যাখ্যান করেছি। এ নিয়ে জাতিসংঘের অধিবেশনে অনেক আলোচনা হয়েছে।'

যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতির সঙ্গে বাংলাদেশের পরিস্থিতির তুলনা করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমার দেশে কোথাও কথা বলার অধিকার কেউ হরণ করেনি। আমি তোমার দেশে (যুক্তরাষ্ট্রে) আগেভাগে অনুমতি ছাড়া বিক্ষোভ করতে পারি না। ফ্রিডম মাস্ট বি রেগুলেটেড। না থাকলে নৈরাজ্য হবে। আমাদের আইনকানুন আমরা আমাদের বুদ্ধিতে করি। দুর্বলতা থাকলে তোমার সঙ্গে কাজ করতে তৈরি আছি। যুক্তরাষ্ট্রের প্যাট্রিয়ট অ্যাক্টের সঙ্গে তুলনা করলে ডিএসএ (ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট) তো শান্তির।'

র‍্যাবের নিষেধাজ্ঞা, বঙ্গবন্ধুর খুনি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ...

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ অন্যদের সঙ্গে বৈঠকে র‍্যাবের ওপর বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে কোনো আলাপ হয়েছে কি-না? জানতে চাইলে মন্ত্রী মোমেন বলেন, বৈঠকে আমি বলেছি যে, আমেরিকান রাষ্ট্রদূত (সাবেক) মরিয়ার্টি বলেছিলেন যে, র‍্যাব বাংলাদেশের এফবিআই। আর আপনারা দিলেন র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা! র‍্যাবের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে কত সময়ে লাগতে পারে? এমন প্রশ্নে মোমেন বলেন, 'আমি সেটা বলতে পারব না।'

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমি বলেছি, গত ৫০ বছর আপনাদের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় বিনিয়োগকারী। দুই দেশের বাণিজ্য প্রায় ৯০০ কোটি ডলার। আমরা চাই ভবিষ্যতে এ সম্পর্ক আরও উন্নত করতে। এ সময়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, আমরাও চাই বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন করতে। বাংলাদেশের খুব প্রশংসা করে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ যেভাবে উন্নয়ন করেছে, তা অনুকরণীয়।'

বঙ্গবন্ধুর খুনি রাশেদ চৌধুরীকে ফেরত আনা নিয়ে কী আলোচনা হয়েছে জানতে চাইলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক কোনো খুনিকে রাখতে দিতে চায় না। বিষয়টিতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, এটি পররাষ্ট্র দপ্তরের বিষয় নয়। তবে কার্যক্রম যাতে দ্রুত হয়, বিষয়টি দেখবেন। ২০০১ সালের তৎকালীন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল রাশেদ চৌধুরীকে বাংলাদেশে পাঠানোর। তবে সে সময়ে বাংলাদেশে যারা নতুন সরকার গঠন করেছিলেন, তাঁরা বিষয়টি আটকে দিয়েছেন।' ইউক্রেন ইস্যুতে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে জানিয়ে এ কে আবদুল মোমেন বলেন, 'মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, বাংলাদেশ তার নীতিতে রয়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশের প্রশংসা করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

ইউক্রেন যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করছে ন্যাটো : অভিযোগ তুরস্কের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: টানা প্রায় দুই মাস ধরে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান চালাচ্ছে রাশিয়া। রুশ সেনাদের তীব্র হামলায় পূর্ব ইউরোপের এ দেশটি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় সামরিক সহায়তা নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্রসহ সামরিক জোট ন্যাটো। তবে আমেরিকান নেতৃত্বাধীন এই সামরিক জোটটির বিরুদ্ধে ইউক্রেন যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করতে চাওয়ার অভিযোগ তুলেছে তুরস্ক। দেশটির অভিযোগ, রাশিয়াকে দুর্বল করার জন্য ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করতে চায় ন্যাটোর কিছু সদস্য দেশ। বৃহস্পতিবার (২১ এপ্রিল) এ তথ্য জানিয়েছে রয়টার্স।

বুধবার সংবাদমাধ্যম সিএনএন তুর্ককে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মওলুদ কাভুসোগলু বলেন, 'সামরিক জোট ন্যাটোর মধ্যে এমন কিছু দেশ রয়েছে যারা চায় ইউক্রেনে যুদ্ধ চলতে থাকুক। তারা চায় (যুদ্ধের মাধ্যমে) রাশিয়া দুর্বল হয়ে যাক।' অবশ্য ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধে বিভিন্ন সময়ে মস্কো ও কিয়েভের প্রতিনিধিরা আলোচনা করেছেন। গত মাসে তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরে রুশ ও ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিরা সর্বশেষ মুখোমুখি আলোচনায় বসেছিলেন। তবে এখন এ আলোচনা চলছে অনলাইনভিত্তিক।

এ পরিস্থিতিতে ন্যাটোর কিছু সদস্য দেশের বিরুদ্ধে ইউক্রেন যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করার অভিযোগ তুলল তুরস্ক। অবশ্য তুরস্ক নিজেও ন্যাটোর সদস্য এবং ন্যাটোভুক্ত কোনো দেশগুলো এখনই ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান চায় না সে বিষয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য করেননি তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এ দিকে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সরকারি বাসভবন ও কার্যালয় ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বুধবার বলেছেন, আলোচনায় ইতোমধ্যে (মস্কো ও কিয়েভের মধ্যে) ঐকমত্য হওয়া বিষয়গুলো থেকে সরে যাচ্ছে ইউক্রেন। এএফপি বলছে, ন্যাটোর সদস্য দেশ হিসেবে রুশ আগ্রাসন মোকাবেলায় ইউক্রেনকে কমব্যাট ড্রোন দিয়েছে তুরস্ক। তবে পশ্চিমা অন্য দেশগুলোর মতো রাশিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বা অন্য কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপের মতো কোনো পদক্ষেপ নেয়নি দেশটি। মূলত রাশিয়া ও ইউক্রেন উভয় দেশের সাথেই ভালো সম্পর্ক রয়েছে তুরস্কের। আর তাই বন্ধুপ্রতিম এই দুই দেশের যুদ্ধ বন্ধে মধ্যস্থতা করছে আঙ্কারা। একই সাথে উভয় দেশের দুই শীর্ষ নেতার একটি বৈঠকও আয়োজনের প্রস্তাব দিয়েছে দেশটি।

মারিউপোল রাশিয়ার দখলে: ইউক্রেনের অন্যতম বন্দরনগরী মারিউপোল দখল নেয়ায় রুশ সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের উদ্ধৃত দিয়ে সিএনএন এ খবর দিয়েছে। খবরে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার ক্রেমলিনে প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগুসহ রুশ সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকে বসেন পুতিন। এ অনুষ্ঠানে তিনি মারিউপোলের হালনাগাদ তথ্য শোনেন। মারিউপোলের আজভস্টাল স্টিল কারখানায় আশ্রয় নেয়া দুই হাজারের বেশি ইউক্রেনীয় বাহিনী আটকে পড়ায় সেখানে অভিযানের পরিবর্তে অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন পুতিন। পুতিন তার সেনাদের আজভস্টাল স্টিল কারখানা এলাকা বন্ধ করে দেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এখান থেকে যেন একটি মাছিও পালাতে না পারে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেয়া এক পোস্টে ইউক্রেনের উপপ্রধানমন্ত্রী ইরিনা ভেরেশচুক বলেন, বুধবার বেসামরিক লোকজনকে বহনকারী চারটি বাস মানবিক করিডোর ব্যবহার করে শহর ত্যাগ করেছে। বৃহস্পতিবারও নারী, শিশু ও বয়স্কদের সরিয়ে নেয়ার কাজ অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

যুদ্ধ বন্ধে ন্যাটোকে রাশিয়ার শর্ত: ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধ করবে রাশিয়া। তবে সে ক্ষেত্রে ন্যাটোকে শর্ত বেঁধে দেয়া হয়েছে। রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তা অ্যালেক্সেই পোলিশচুক রুশ বার্তা সংস্থাকে তাসকে জানিয়েছেন, মস্কোর বিশেষ সামরিক অভিযান তখনই বন্ধ হবে যখন ইউক্রেনকে ব্যবহার করে রাশিয়াকে হুমকি দেয়া বন্ধ করবে ন্যাটো। রাশিয়া ন্যাটোর কাছ থেকে বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি চেয়েছে। এর মধ্যে আছে ডনবাসের শান্তিপূর্ণ নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা, ইউক্রেনকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করা এবং সেই সাথে ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো দ্বারা ইউক্রেনের ভূখণ্ড ব্যবহার করে রাশিয়াকে হুমকি না দেয়া। এসব শর্ত পুরোপুরি মানা হলেই ইউক্রেনে বিশেষ অভিযানের সমাপ্তি ঘটবে বলে নিশ্চিত করেছে মস্কো। অ্যালেক্সেই পোলিশচুক জানিয়েছেন, ইউক্রেনে তাদের সামরিক অভিযান পরিকল্পনা অনুসারেই চলছে। তাদের সব লক্ষ্য অর্জন হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

পুতিন-জেলেনস্কির সাক্ষাৎ চান গুতেরেস: ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধে দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে সাক্ষাৎ করতে চান জাতিসঙ্ঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস। তিনি আলাদাভাবে দুই দেশের প্রেসিডেন্টের কাছেই তার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন। তিনি চান দুই দেশের প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা করে এই যুদ্ধের অবসান ঘটাতে। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে হামলা চালায় রাশিয়া। প্রায় দুই মাস ধরে দু'পক্ষের সঙ্ঘাত অব্যাহত রয়েছে। জাতিসঙ্ঘের মুখপাত্র স্টিফেন দুজারিক বুধবার এক বিবৃতিতে জানান, রাশিয়া ও ইউক্রেনে অবস্থিত জাতিসঙ্ঘ মিশনে চিঠি পাঠিয়েছেন গুতেরেস। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির উদ্দেশেই এই চিঠি পাঠানো হয়েছে। গুতেরেস চান পুতিন যেন মস্কোতে এবং জেলেনস্কি যেন তাকে কিয়েভে স্বাগত জানান। দুজারিক এক বিবৃতিতে বলেন, এই মহাবিপদ ও ভয়াবহ সময়ে তিনি ইউক্রেনে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং জাতিসঙ্ঘের সনদ ও আন্তর্জাতিক আইনের ওপর ভিত্তি করে জন্য দেশগুলোর ভবিষ্যতের জন্য জরুরি পদক্ষেপের বিষয়ে আলোচনা করতে চান ইস্টার সানডে উপলক্ষে চার দিনের যুদ্ধবিরতির আবেদন জানান গুতেরেস। গত মঙ্গলবার অর্থোডক্স খ্রিষ্টানের কাছে পবিত্র সপ্তাহকে সামনে রেখে বেসামরিক লোকজনকে সরিয়ে নেয়া এবং ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলোতে মানবিক সহায়তা সরবরাহের অনুমতি দেয়ার জন্য এ আহ্বান জানান তিনি। এক বিবৃতিতে গুতেরেস বলেন, ইউক্রেনে ভয়াবহ মানবিক সঙ্কট তৈরি হয়েছে। লোকজনের খাদ্য-পানির তীব্র সঙ্কট দেখা দিয়েছে। ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলায় হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছে এবং সেখানে এক কোটি ২০ লাখ মানুষ মানবিক সঙ্কটে দিন কাটাচ্ছে। দেশটিতে সঙ্ঘাত শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৫০ লাখ মানুষ দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে।

শর্ত ছাড়াই আলোচনার প্রস্তাব ইউক্রেনের: কিয়েভের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ইউক্রেন গত বুধবার অবরুদ্ধ শহর মারিউপোলে রাশিয়ার সাথে আলোচনার একটি প্রস্তাব দিয়েছে। ইউক্রেনের আলোচক ও প্রেসিডেন্ট সহযোগী মাইখাইলো পোডোলিয়াক এক টুইটার বার্তায় বলেছেন, হ্যাঁ কোনো শর্ত ছাড়াই আমরা ঠিক মারিউপোলে একটি বিশেষ আলোচনার জন্য প্রস্তুত। খবর এনডিটিভির। তিনি বলেন, আমরা আমাদের সামরিক-বেসামরিক ছেলেদের, শিশু ও আহতদের বাঁচাতে চাই। কারণ তারা আমাদের এবং তারা আমাদের হৃদয়ে চিরতরে আছে। ইউক্রেনের আরেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচক ডেভিড আরাখামিয়া জানিয়েছেন, সামরিক-বেসামরিক নাগরিকদের সরিয়ে নেয়ার বিষয়ে রাশিয়ার সাথে আলোচনার জন্য তিনি ও পোডোলিয়াক মারিউপোলে পৌঁছাতে প্রস্তুত আছেন।

পূর্ব ইউক্রেনে বড় সাফল্য পায়নি রাশিয়া: পূর্ব ইউক্রেনে রাশিয়া বুধবার বড় ধরনের কোনো সাফল্য পায়নি বলে নিজেদের মূল্যায়নে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের একটি থিংকট্যাংক। ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে মার্কিন থিংকট্যাংক ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অব ওয়ারস তার মূল্যায়নে এ তথ্য জানায়। খবর বিবিসির। সংস্থাটির মূল্যায়নে বলা হয়, রাশিয়ার সেনারা বুধবার পূর্ব ইউক্রেনে হামলায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য পায়নি। তবে মস্কো লুহানস্কের রুবিঝনে ও পোপাসনা শহরে ছোট ছোট সাফল্য পেয়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। সংস্থাটি বলছে, রুশ সেনারা 'বড় কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারেনি বা তারা সফল হওয়ার জন্য নতুন করে ক্ষমতা প্রদর্শন করেনি'।

লুহানস্কের ৮০ ভাগ রাশিয়ার দখলে: ইউক্রেনের দনবাসের লুহানস্ক অঞ্চলের ৮০ শতাংশ এলাকা রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে বলে জানিয়েছেন সেখানকার গভর্নর সেরহি হাইদাই। আলজাজিরা এ তথ্য জানায়। দনবাস অঞ্চল গঠিত দোনেৎস্ক ও লুহানস্ক নিয়ে। ২৪ ফেব্রুয়ারি হামলার আগে লুহানস্কের ৬০ শতাংশ এলাকা রুশপন্থীদের দখলে ছিল। লুহানস্কের গভর্নর বলেন, রাশিয়ানরা, যারা পূর্ব ও দক্ষিণ ইউক্রেনে চলতি সপ্তাহে ফের অভিযান শুরুর মাধ্যমে লুহানস্ক অঞ্চলে হামলার মাত্রা বাড়িয়েছে। হাইদাই বলেন, সম্প্রতি লুহানস্ক অঞ্চলের ক্রেমিন্না শহর দখলে নিয়েছে রাশিয়া। এখন রুবিঝনে ও পোপাসনা শহর হুমকির মধ্যে রয়েছে। আমি নাগরিকদের অনুরোধ করছি, আপনারা দ্রুত নিরাপদ জায়গায় সরে যান। খবরে বলা হয়, রুশ সমর্থিত বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মাধ্যমে দনবাস অঞ্চল দখল করা মস্কোর লক্ষ্যগুলোর একটি।



দুর্ঘটনার চেয়ে বেশি শিশু মরছে গুলিতে

(প্রথম পাতার পর)

আগ্নেয়াস্ত্রের কারণে ১ থেকে ১৯ বছর বয়সী শিশুর মৃত্যু আগের বছরের চেয়ে ৩৩ দশমিক ৪ শতাংশ বেড়েছে।২০২০ সালে বন্দুক সহিসংসতায় মোট মিলিয়ে ৪৫ হাজার ২২২ জন আমেরিকানের মৃত্যু হয়েছে। দুই দশক আগের তুলনায় গত কয়েক বছরে এই মৃত্যু ১৩ শতাংশ বেড়েছে।সিডিসির গবেষণা অনুযায়ী, শিশু-কিশোরদের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে সার্বিক প্রাণহানির হার ২৯ দশমিক ৫ শতাংশ।গুলিতে মৃত্যুর ঘটনাগুলোর মধ্যে হত্যার পাশাপাশি রয়েছে আত্মহত্যা, অবহেলাজনিত ও অনিচ্ছাকৃত মৃত্যু।বিবিসি জানিয়েছে, ২০২০ সালে কোভিড মহামারি শুরুর বছরে যুক্তরাষ্ট্রে ৪ হাজার ৩০০ শিশুর মৃত্যু ঘটে বন্দুক হামলা সংক্রান্ত কারণে।আইনিভাবে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার সুযোগ প্রায় অবাধ বলে যুক্তরাষ্ট্রের ৩২ কোটি নাগরিকের হাতে ৩৯ কোটি আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে।গবেষণায় দেখা গেছে, ২০১৯ এবং ২০২০ সালে নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে এবং জাতিগত জনসংখ্যা জুড়ে প্রতি এক লাখ মানুষের মধ্যে বন্দুকজনিত মৃত্যুর হার বেড়েছে। কালো আমেরিকানদের মধ্যে এই হার বেশি বেড়েছে।আগ্নেয়াস্ত্রের কারণে মৃত্যু বেড়ে যাওয়ার কারণ স্পষ্ট না হলেও গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, অনুমান করা যায় যে আগ্নেয়াস্ত্র সংক্রান্ত মৃত্যু আগামীতে প্রাক-মহামারী স্তরে ফিরে আসবে। গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, যে মৃত্যু প্রতিরোধ করা যায়, সেই মৃত্যু থেকে আমরা আমাদের শিশুদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হচ্ছি।



শিশুর তিলাওয়াতে মুগ্ধ বাইডেনের দূত

(প্রথম পাতার পর)

চারদিন চষে বেড়িয়েছেন রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন শহর। সফরে উল্লেখযোগ্য সময় কাটিয়েছেন মিয়ানমার সীমান্তবর্তী জেলা কক্সবাজারে। যেখানে বাস্তুচ্যুত ১০ লাখের অধিক মিয়ানমার নাগরিকের অস্থায়ী বাস। তিনি তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তাদের মুখেই শুনেন বর্মী বর্বরতার নিষ্ঠুর সব বয়ান। কেবল রোহিঙ্গা মুসলিমই নন, মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার হিন্দু সমপ্রদায়ের নারী-পুরুষ যারা নির্মমতার কষাঘাত থেকে প্রাণে বাঁচতে আন্তর্জাতিক সীমানা পাড়ি দিতে বাধ্য হয়েছেন তাদের কথাও শুনেছেন।

বাইডেনের দূত শিশু-কিশোরদের পাঠশালা পরিদর্শন করেন। উপার্জনক্ষম কিশোরী এবং নারীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোও ঘুরে দেখেন। সব মিলে স্মরণীয় ছিল তার কক্সবাজার ট্রিপ। এমটাই ব্যক্ত করেছেন সিরিজ টুইট বার্তায়। অল্প বয়সী এক কন্যা শিশুর কোরআন তিলাওয়াতে মুগ্ধতার বয়ান মিলেছে অ্যাম্বাসেডর এট লার্জ রাশাদ হোসাইনের টুইটে। উল্লেখ্য, ভারতীয় বংশোদ্ভূত বাইডেনের ওই মুসলিম উপদেষ্টার আইন, দর্শন, রাজনীতিসহ ৪টি সাবজেক্টে উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণের বিষয়টি ব্যাপক প্রচারে থাকলেও তিনি যে কোরআনের হাফেজ তা খোদ বায়োগ্রাফিও উল্লেখ নেই।

আমেরিকান দূত তার টুইট বার্তার সঙ্গে জুড়ে দেন অনেকগুলো ছবি, যার একটির ক্যাপশনে লিখেন- অ্যাম্বাসেডর এট লার্জের উদ্দেশ্যে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন থেকে তিলাওয়াত করছেন এক অল্প বয়সী মেয়ে, তার চারপাশে বসে আছেন সহপাঠীরা। বাংলাদেশ সফর নিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় একের পর এক টুইট করেন তিনি। যেখানে লিখেন- বাংলাদেশের জনগণ এবং আমেরিকান দূতাবাসের কর্মীদের উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য কৃতজ্ঞ। কক্সবাজারে সরকারি কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং রোহিঙ্গা সমপ্রদায়ের সঙ্গে দেখা করতে পেরে আমি সম্মানিতবোধ করছি। বাস্তুচ্যুত ওই জনগোষ্ঠীর নিধনে সৃষ্ট গণহত্যার বিরুদ্ধে আমাদের কাজ আগের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কক্সবাজার এলাকায় মানবিক কারণে আশ্রয় পাওয়া বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের লাখ লাখ নাগরিকের মধ্যে প্রায় ৩৫ হাজার রোহিঙ্গা রয়েছেন যারা শরণার্থীর মর্যাদা পেয়েছেন। জাতিসংঘের সরাসরি তত্ত্বাবধানে তারা প্রায় তিন দশক ধরে বাংলাদেশে রয়েছেন। ২০১৭ সালের রোহিঙ্গা ঢলের পর ওই শরণার্থীদের থেকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ফোকাস অনেকটাই নবাগতদের প্রতি। বিশ্ববাসীর উদ্বেগও তাদের নিয়েই। অ্যাম্বাসেডর এট লার্জের কক্সবাজার সফরকে ঘিরে ৩০ বছর থেকে আটকা শরণার্থীরা মৌলিক দাবি-দাওয়ার প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণে সরব হয়েছেন। একাধিক পোস্টার প্রদর্শন করে মার্কিন দূতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নয়াপাড়াস্থ শরণার্থীরা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও তারা প্রতিনিধিরা সক্রিয়। আপিল ফর দ্য জাস্টিজ অব রোহিঙ্গা জেনোসাইড সারভাইভারস নামে একটি অ্যাকাউন্ট থেকে প্রচারিত বার্তায় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি জে ব্লিনকেন এবং প্রেসিডেন্টের ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক বিশেষ দূত রাশাদ হোসাইনকে ট্যাগ করে আটকে পড়া রোহিঙ্গারা লিখেন- "মান্যবররা, প্লিজ! আমাদের উদ্ধার করুন। 'রিফিউজি' স্ট্যাটাস নিয়ে নয়াপড়ায় বসবাস করা রোহিঙ্গাদের অনেকেই ভুলে গেছেন। বাংলাদেশে নিবন্ধিত শরণার্থী হিসেবে ৩০ বছর ধরে আছি আমরা। ১৯৯২ সাল থেকে আমরা অকথ্য, অবর্ণনীয় ও দুঃখজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।" উল্লেখ্য, আমেরিকান বিশেষ দূত তার কক্সবাজার সফরের প্রথম টুইটে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিনকেনকে ট্যাগ করেন। এরপর সিরিজ টুইট বার্তায় তিনি লিখেন- রোহিঙ্গা সাংস্কৃতিক স্মৃতি কেন্দ্র বাস্তুচ্যুতদের জন্য তাদের পরিচয় স্ব-সংজ্ঞায়িত করার এবং তাদের অভিজ্ঞতার গভীরতা, সৌন্দর্য এবং স্বতন্ত্রতা প্রদর্শনের জন্য একটি স্থান। তাদের সৃজনশীলতা সহনশীলতার প্রমাণ, একই সঙ্গে এটি উৎসাহব্যঞ্জকও বটে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পের মসজিদ এবং উপাসনালয় পরিদর্শন শেষে তিনি লিখেন- এজন্য রোহিঙ্গা নেতা এবং ইউএনএইচসিআর-বাংলাদেশ চ্যাপ্টারকে ধন্যবাদ জানাই। যারা স্থানচ্যুত তাদের জন্য নিরাময়ে বিশ্বাস একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে পারে। রাশাদ লিখেন- সকল ধর্মের মানুষের জন্য উপাসনালয়ে প্রবেশাধিকার, তার ধর্ম বা বিশ্বাসের চর্চা স্বাধীনতার একটি অপরিহার্য অংশ। পৃথিবীর কোথাও না কোথাও প্রতিটি ধর্মীয় গোষ্ঠীই সংখ্যালঘু উল্লেখ করে তিনি লিখেন- প্রায়ই তাদের উপর হামলা হয়। আমি গাজীপুরে হিন্দু সমপ্রদায়ের সঙ্গে দেখা করেছি। সেখানকার একটি মন্দির পরিদর্শনের ছবি দিয়ে তিনি লিখেন- গাজীপুরের ওই লোকজন গত অক্টোবরে সামপ্রদায়িক সহিংসতার মুখোমুখি হয়েছিল। আমরা তাদের এবং বাংলাদেশের জনগণের পাশে আছি যারা ঘৃণা ও সহিংসতার অবসান ঘটাতে নিরলস কাজ করছে। বাইডেনের দূত বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা সংক্রান্ত টুইটে লিখেন- বাংলাদেশ প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছে। তাদের আশ্রয় সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ, রোহিঙ্গাদের প্রতি আমাদের সমর্থন এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আমি পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র বিষয়ক সিনিয়র সেক্রেটারিসহ অন্যদের সঙ্গে দেখা করেছি।

উল্লেখ্য, সফরের সমাপনী দিনে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিদের সঙ্গে তার বৈঠক হয়। সফরের প্রথম দিনে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক বিশেষ দূত রাশাদ হোসাইন বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। ঢাকার পল্টনে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতাদের সঙ্গে পৌনে এক ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে বিশেষ দূত হোসাইন বাংলাদেশে ধর্ম-বিশ্বাসের চর্চা এবং বিদ্যমান ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ে জানতে চান। ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট রানা দাশগুপ্ত জানান, ক্রমবর্ধমান সামপ্রদায়িকতা ও মৌলবাদী তৎপরতা বাংলাদেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে অস্তিত্বের সংকটে ফেলে দিয়েছে। ভবিষ্যতের নির্বাচন তাদের আরও বেশি শঙ্কাগ্রস্ত করে তুলছে। ওই বৈঠকে ঐক্য পরিষদের ঊষাতন তালুকদার, ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, নির্মল রোজারিও, দীপেন চ্যাটার্জী, অশোক বড়ুয়া, মনীন্দ্র কুমার নাথ, নির্মল চ্যাটার্জী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সোলাইমানি হত্যার প্রতিশোধ না নিতে ইরানকে আমেরিকা 'লোভনীয়' প্রস্তাব

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইরানের কুদস ফোর্সের সাবেক কমান্ডার লে. জেনারেল কাসেম সোলাইমানি হত্যার প্রতিশোধ না নিতে ইরানকে অনুরোধ করে বারবার বার্তা দিচ্ছে আমেরিকা। তারা এ জন্য ইরানকে কিছু পুরস্কার ও পাশাপাশি কিছু নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার প্রস্তাব দিচ্ছে।ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম 'প্রেস টিভি' এক প্রতিবেদনে এ দাবি করেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী বা আইআরজিসি'র নৌ ইউনিটের প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল আলীরেজা তাংসিরি বলেছেন, তার দেশের কুদস ফোর্সের সাবেক কমান্ডার লে. জেনারেল কাসেম সোলাইমানি হত্যার প্রতিশোধ অবশ্যই নেবে ইরান। কোনও আলোচনায় অন্য কোনও কিছুর বিনিময়ে প্রতিশোধ গ্রহণের প্রত্যয় থেকে তেহরান কোনওভাবেই সরে আসবে না।

ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় শিরাজ নগরীতে দেওয়া এক বক্তৃতায় তাংসিরি এ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন, আমেরিকার পক্ষ থেকে সোলাইমানি হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার জন্য বারবার ইরানকে বার্তা পাঠানো হচ্ছে। এর পরিবর্তে তারা কিছু পুরস্কারের পাশাপাশি ইরানের ওপর থেকে কিছু নিষেধাজ্ঞাও প্রত্যাহার করতে চায়।

অ্যাডমিরাল তাংসিরি এ প্রস্তাবকে 'দিবাস্বপ্ন' হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা প্রতিশোধ গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন; কাজেই আমরা সোলাইমানি হত্যার প্রতিশোধ নেবই। তিনি বলেন, কোথায় এবং কখন প্রতিশোধ নেব সেটা আমরাই ঠিক করব।

আইআরজিসি'র এই কমান্ডার বলেন, জেনারেল সোলাইমানি হত্যায় যারা জড়িত ছিল তাদের প্রত্যেকের বিচার করা হবে। সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনির ভাষণ উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, "তারা তাদের নোংরা কর্মের জন্য এই পৃথিবীতেই শাস্তি পাবে ইনশাআল্লাহ।"

২০২০ সালের ৩ জানুয়ারী ইরাকের রাজধানী বাগদাদ বিমানবন্দরের কাছে আমেরিকান ড্রোন হামলায় জেনারেল সোলাইমানি এবং ইরাকের জনপ্রিয় হাশদ আশ-শাবি বাহিনীর কমান্ডার আবু মাহদি আল-মুহান্দিস নিহত হন। মধ্যরাতের ওই জঘন্য হত্যাকা-ের জের ধরে আমেরিকার সঙ্গে ইরানের মুখোমুখি সামরিক সংঘাত বেঁধে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।

তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরাসরি নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে এই জঘন্য হত্যাকা- সংঘটিত হয় এবং এ কাজে ট্রাম্পের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেওর প্রকাশ্য সম্মতি ছিল। যেসব সেনা কমান্ডার এই হত্যাকা- জড়িত ছিল তাদের নামও ইরানের পক্ষ থেকে একাধিকবার প্রকাশ করা হয়েছে।

র‍্যাবের ওপর দেয়া নিষেধাজ্ঞা সহজে প্রত্যাহার হবে না- রাষ্ট্রদূত-ডি হাস

(প্রথম পাতার পর)

এসব কথা বলেন। পিটার হাস র‍্যাবের ওপর বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের তোড়জোর প্রসঙ্গেও যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান স্পষ্ট করেন। তিনি বলেন, র‍্যাবের বিরুদ্ধে গুরুতর মানবাধিকার লংঘনের যে অভিযোগ রয়েছে তার সুরাহায় সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ এবং বাহিনীর সদস্যদের জবাবদিহি নিশ্চিত না হলে কোন অবস্থাতেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হবে না। তিনি বলেন, র‍্যাব এখন যেভাবে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা করছে, সেইভাবে বাহিনীটিকে কার্যকর দেখতে চান তারা। তবে তাদের মৌলিক মানবাধিকারও মেনে চলতে হবে। আমেরিকান রাষ্ট্রদূত বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যে জোরালো নিরাপত্তা সহযোগিতা রয়েছে। র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা এই সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদ দমন, সীমান্ত নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং সহিংস চরমপন্থা প্রতিরোধে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করে যাবে বলে জানান পিটার হাস। ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ঢাকায় নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত পিটার হাস।

এছাড়া সেমিনারে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত সাবেক রাষ্ট্রদূত তারিক এ করিম, সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবীর, সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সাখাওয়াত হোসেন।

বিআইআইএসএস এর চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতিয়াজ হোসেনের সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক রোকসানা কিবরিয়া মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন। এছাড়া বিআইআইএসএস এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান বক্তব্য দেন।



হজ কোটা ঘোষণা : বাংলাদেশের ৫৭,৫৮৫

ঢাকা ডেস্ক: সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় বৃহস্পতিবার (২১ এপ্রিল) প্রতিটি দেশের জন্য হজ কোটা প্রকাশ করেছে। ইন্দোনেশিয়া সর্বোচ্চ কোটা পেয়েছে। বাংলাদেশ রয়েছে চতুর্থ স্থানে। চলতি বছর হজের জন্য বাংলাদেশ থেকে যেতে পারবে ৫৭,৫৮৫ জন। ইন্দোনেশিয়া থেকে ১,০০,০৫১ জন, পাকিস্তান থেকে ৮১,১৩২ জন, ভারত থেকে ৭৯,২৩৭ জন, নাইজেরিয়া থেকে ৪৩,০০৮ জন, তুরস্ক থেকে ৩৭,৭৭০ জন।

সৌদি হজ মন্ত্রণালয় জানায়, ইন্দোনেশিয়া থেকে সর্বোচ্চ সংখ্যক লোক এবার হজ করতে পারবে। এরপর রয়েছে যথাক্রমে পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ। সৌদি আরব ১০ এপ্রিল ঘোষণা করেছিল যে তারা আসন্ন হজ মওসুমে দেশী ও বিদেশী মিলিয়ে মোট ১০ লাখ লোককে হজ করার সুযোগ দেবে।

সাধারণভাবে ২৫ লাখের বেশি লোক হজ করে। কিন্তু করোনাভাইরাস সংক্রমণের কারণে ২০২০ ও ২০২১ সালে সৌদি কর্তৃপক্ষ হজ খুবই সীমিত করে। ২০২২ সালে কিছুটা সম্প্রসারণ করলেও তা পুরোপুরি মুক্ত করেনি। ২০২১ সালে মাত্র ৬০ হাজার লোক হজ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর ২০২০ সালে হজ করেছিলেন মাত্র এক হাজার লোক। এবারের হজ হবে ০৭ বা ০৮ জুলাই। চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করবে চূড়ান্ত তারিখ।



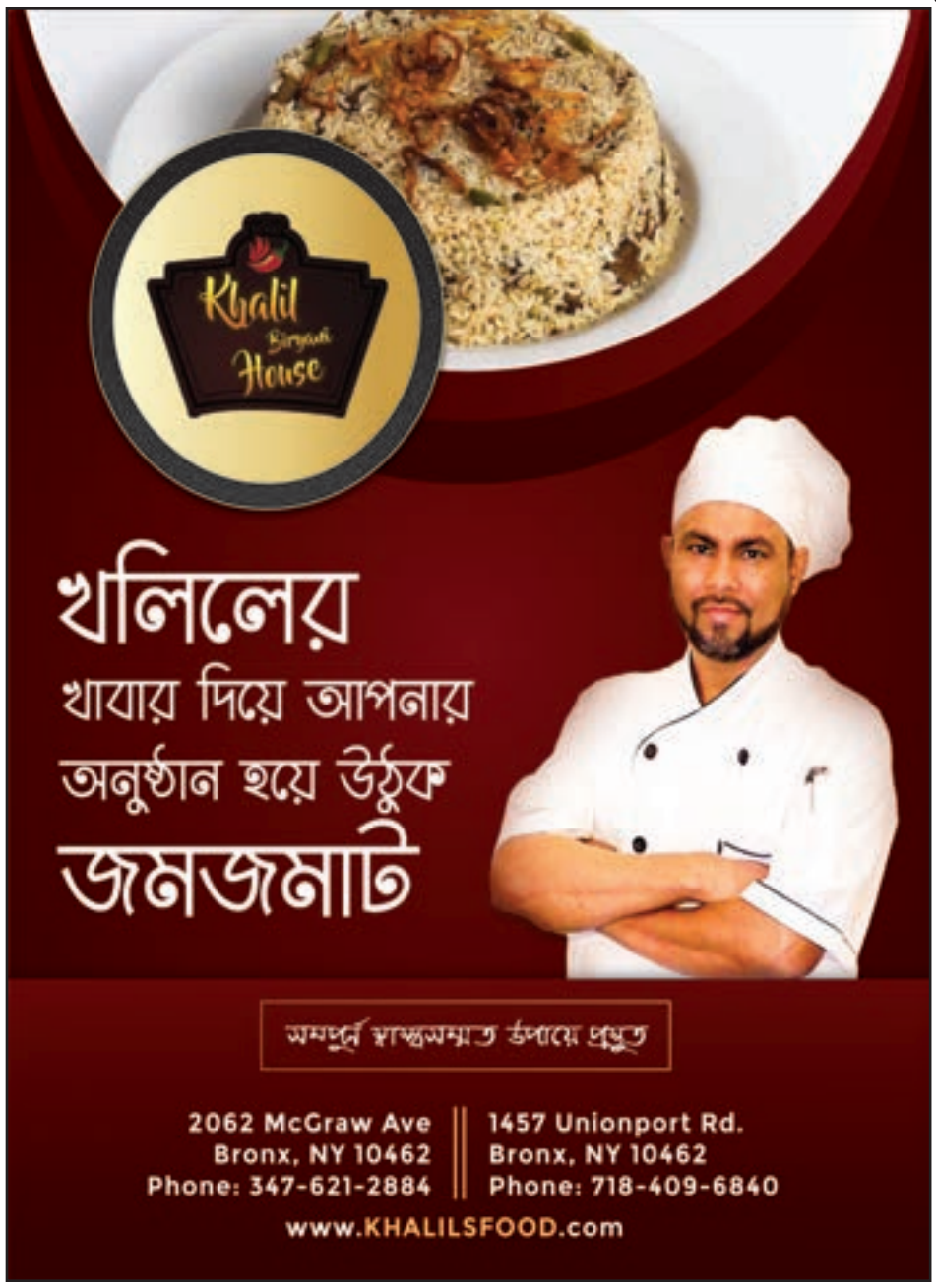


সিলেট দক্ষিন সুরমা সমিতির ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: সিলেট দক্ষিন সুরমা সমিতি নিউইয়র্কের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২১ এপ্রিল বুধবার ব্রঙ্কসের নিরব পার্টি হলে এই ইফতার মাফিলের আয়োজন করা হয়। মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক এর সভাপতি ময়নুল চৌধুরী হেলাল। এতে সভাপতিত্ব করেন আয়োজক কমিটির আহবায়ক অধ্যাপক আব্দুল কাইয়ুম, সভা পরিচালনা করেন সদস্য সচিব মছনুর রহমান। দোয়া পরিচালনা করেন মাজলুল আহমদ কামরান।

মাহফিলে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি ইশতিয়াক আহমদ, সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন এর সাবেক সভাপতি মামুন আহমদ ফেনঞ্চুগঞ্জ এসোসিয়েশন এর সভাপতি জুনেদ আহমদ চৌধুরী বিশ্বনাথ এসোসিয়েশন এর সভপতি সেবুল খান মাহবুব, সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রিয়াজ উদ্দিন কামরান, বিশিষ্ট সংগঠক ও রাজনীতিবিদ কফিল চৌধুরী, সহ সম্পাদক শাহ কামাল ও মাজলুল আহমদ কামরান, এমরান আহমদ, নোমান আহমদ, মারুফ আহমদ প্রমুখ।















কমিউনিটির নজর কাড়তে জেএমসিতে গভর্ণর ক্যাথি হকুল

(প্রথম পাতার পর)

এসে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখলেন এবং চলে গেলেন। জানালেন, নিউইয়র্কের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে জিরো টলারেন্সের নীতির কথা। বললেন- হেইট ক্রাইম সহ যেকোন পরিস্থিতি মোকাবেলায় কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হবে। হেইট ক্রাইম প্রতিরোধে ২৫ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হচ্ছে। 'যৌন কেলেঙ্কারীর অভিযোগে' তিন তিনবারের নির্বাচিত গভর্নর এন্ড্রু কুমোর পদত্যাগের পর ডেপুটি গভর্নর থেকে দায়িত্ব প্রাপ্ত গভর্নর ক্যাথি হোকল-এর এটিই প্রথম জেএমসি সফর। অনুষ্ঠানে জেএমসি পরিচালনা কমিটির সভাপতি ডা. সিদ্দিকুর রহমান ডিডিএস জানান, আমরা দীর্ঘদিন ধরেই গভর্নরকে জেএমসি-তে আনার চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম। বারবার আমন্ত্রণও জানিয়েছি। কিন্তু গভর্নরের টাইম প্রোগ্রাম থাকায় সেটা সম্ভব হয়নি। কিন্তু হঠাৎ করেই তার জেএমসি আসার সিডিউল পেয়েছি। এসময় তিনি জেএমসি'র কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন।

এদিকে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, আসছে গভর্নর পদে নির্বাচন। গভর্নর ক্যাথি হোকল এই নির্বাচনে প্রার্থী। ভাগ্য, কপাল আর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নিউইয়র্কের প্রথম নারী হিসেবে ক্যাথি হোকল গভনর পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তাই আগামী নির্বাচনে তিনি শক্ত প্রার্থী। তাঁর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বি থাকছেন একাধিক প্রার্থী। এমন আভাষ-ই পাওয়া যাচ্ছে। সূত্রগুলো বলছে- গভর্নর ক্যাথি হোকল তার অফিসিয়াল কর্মকান্ডের পাশাপাশি নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণার অংশ হিসেবেই বিভিন্ন সভা-সমাবেশে যোগ দিচ্ছেন এবং কৌশলে প্রচারণা চালাচ্ছেন। তারই অংশ হিসেবে অগ্রসরমান বাংলাদেশী কমিউনিটি তথা মুসলিম কমিউনিটির নজর কাড়তে গভর্ণর ক্যাথি হোকল জেএমসি করেন।

শুধু গভর্ণর ক্যাথি হোকল নয়, ডেমোক্র্যাট দলীয় আরেক সম্ভাব্য প্রার্থী নিউইয়র্কের কংগ্রেসম্যান টম সুজি সহ আরো অন্যান্য পদের প্রার্থীরাও বাংলাদেশী কমিউনিটির সভা-সমাবেশ এবং ইফতার মাহফিলে যোগ দিচ্ছেন। যা মূলধারার রাজনীতিতে বাংলাদেশী কমিউনিটির গুরুত্বই বহন করে।

নিউইয়র্ক ভিত্তিক বর্তা সংস্থ ইউএনএ জানয়: নিউইয়র্কের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গভর্ণর ক্যাথি হোকল জিরো টলারেন্সের কথা পুনরুল্লেখ করে বলেছেন, হেইট ক্রাইম সহ যেকোন পরিস্থিতি মোকাবেলায় কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হবে। হেইট ক্রাইম প্রতিরোধে ২৫ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার (২১ এপ্রিল) বিকেলে নিউইয়র্কর সিটির অন্যতম বৃহত্তম ইসলামিক প্রতিষ্ঠান জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার-জেএমসি পরিদর্শনকালে উস্থিত সুধীবৃন্দের উদ্দেশ্যে বক্তৃতাকালে গভর্ণর এসব কথা বলেন। জেএমসিতে প্রথম আগমণ করে তিনি আরো বলেন এটিই শেষ নয়। কমিউনিটির কল্যাণে জেএমসি'র ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

জেএমসি পরিচালনা কমিটির সভাপতি ডা. সিদ্দিকুর রহমানের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট এটর্নী মেলিন্ডা ক্যাটস। এসময় ষ্টেট সিনেটর লিরয় ক্যামরী, অ্যাসেম্বলীম্যান ডেভিড ওয়েপ্রীন এবং কুইন্স ডেমোক্যাটিক পার্টির ডিষ্ট্রিক্ট এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী সহ মূলধারার রাজনীতিক ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ উস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ইমাম শামসী আলী এবং সবশেষে ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জায়েদুর রহমান এবং পরিচালনা করেন জেএমসির সেক্রেটারী আফতাব মান্নান।

জেএমসি পরিচালনা কমিটির সহ সভাপতি মনজুর আহমেদ চৌধুরী ও জয়েন্ট সেক্রেটারী ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার সহ জেএমসি'র কর্মকর্তারা গভর্ণর হোকলকে স্বাগত জানান। অনুষ্ঠানে সভাপতি ডা. সিদ্দিকুর রহমান জেএমসি'র সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তাদের পরিচয় করিয়ে দেন। জেএমসি ত্যাগে আগে গভর্ণর জেএমসি প্রাঙ্গনে ফটো সেশনে মিলিত হন।



মুসলিম প্রতিবেশীর সাথে বৈষম্যে দোষী সাব্যস্থ এক দম্পতি

(প্রথম পাতার পর)

এক বয়স্ক আমেরিকান দম্পতিকে দোষী করেছে আদালত। বুধবার (২০ এপ্রিল) জার্সি সিটিতে যুক্তি তর্ক শেষে আদালত এ রায় দেয়। হাডসন কাউন্টি আদালতে দু'দিনব্যাপী জুরি ট্রায়ালে তাদের নামে আনা অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে রায় দেয়া হয়। দ- ঘোষণার জন্য বিচারক ৭ জুন তারিখ নির্ধারণ করেছেন।

হাডসন কাউন্টি প্রসিকিউটার জানান, জার্সি সিটির ৭৬ বছর বয়সী উইলিয়াম অঙ এবং তার ৭৩ বছর বয়সের স্ত্রী বেভারলি অঙ মুসলমান প্রতিবেশীকে উত্যক্ত করে আসছিলেন। প্রতিবেশীদের উদ্দেশে তাঁরা আঙুল দিয়ে গলা কাটার ইশারা করেন। পৃথক ঘটনায় মুসলমানবিদ্বেষী এ দম্পতি প্রতিবেশীর শিশুদের আঙুল দিয়ে গুলি করার ভঙ্গি করেছেন এবং বিদ্বেষমূলক কথাবার্তা বলেছেন।

হাডসন কাউন্টি প্রসিকিউটার এসটার সুয়ারেজ বলেন, হাডসন কাউন্টিতে কোনো বিদ্বেষ সহ্য করা হবে না। এ ধরনের যেকোনো তৎপরতা কঠোরভাবে দমন করা হবে। উক্ত দম্পতি ২০১৬ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময় এসব বিদ্বেষমূলক আচরণ করার পর তাদের বিপক্ষে মুসলমান প্রতিবেশী পুলিশে অভিযোগ করেছিলেন। এর আগে ২০১২ সালে বেভারলি অঙ তাঁর মেয়েসহ প্রতবেশীদের সাথে এমন আচরণের জন্য দ-িত হয়েছিলেন বলে আদালতের বিবরণে বলা হয়।



যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৯ হাজার ৫০৪ জনের হজ্বের অনুমতি

(প্রথম পাতার পর)

খবরে বলা হয়, এ বছর ইন্দোনেশিয়া থেকে সবচেয়ে বেশি মানুষ হজ করার সুযোগ পাবেন। ইন্দোনেশিয়া থেকে ১ লাখ ৫১ জনকে এবার হজ করার সুযোগ দেওয়া হবে। দ্বিতীয় স্থানে পাকিস্তান থেকে হজ করার সুযোগ পাবেন ৮১ হাজার ১৩২ জন হজযাত্রী। তৃতীয় অবস্থানে থাকা ভারতের ৭৯ হাজার ২৩৭ জনকে এবার হজ করার সুযোগ পাবেন। এদিকে চতুর্থ অবস্থানে থাকা বাংলাদেশ থেকে হজের সুযোগ পাবেন ৫৭ হাজার ৫৮৫ জন হজযাত্রী।আরব দেশগুলোর মধ্যে মিসর থেকে ৩৫ হাজার ৩৭৫ জন হজ করার সুযোগ পাবেন এবার। আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে নাইজেরিয়া থেকে সবচেয়ে বেশি ৪৩ হাজার ৮ জন এবার হজ করতে পারবেন। এ ছাড়া ইরানের ৩৮ হাজার ৪৮১ ও তুরস্ক থেকে ৩৭ হাজার ৭৭০ জন হজের সুযোগ পাবেন।যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৯ হাজার ৫০৪, রাশিয়া থেকে ১১ হাজার ৩১৮, চীন থেকে ৯ হাজার ১৯০ ও ইউক্রেন থেকে এবার ৯১ জনকে হজের সুযোগ দেবে সৌদি আরব।এবার আফ্রিকার দেশ অ্যাঙ্গোলা থেকে সবচেয়ে কম মানুষ হজ করার সুযোগ পাবেন। দেশটি থেকে মাত্র ২৩ জনকে হজের অনুমতি দিয়েছে সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহবিষয়ক মন্ত্রণালয়।

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com



২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান

South East Group

আমরা শত শত প্রবাসীর ক্রেডিট লাইন
রিপেয়ার করে ঘরে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি।

Southeast USA Group Inc.

জ্যাকসন হাইটসঃ
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

ব্রংক্সঃ
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com

কালেক্টিভ একাডেমি টিউটোরিং সেন্টার

আমাদের যোগ্য শিক্ষকদের সাথে অবিলম্বে সাক্ষাৎ করুন



Ridwana Rahman
704 SHSAT Score
Perfect 4.5 on both State Tests
Stuyvesant High School

আমরা স্বল্প ব্যয়ে আমাদের টিমের অতি যোগ্যতা সম্পন্ন
"টিউটরদের দ্বারা শিক্ষার্থীকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী
ইনডিভিজুয়েলি শিক্ষা দিয়ে থাকি"

শিরীন আখতার
বিএসএ, ইউএসএ
এমএমএস, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, বিডি
প্রতিষ্ঠাতা ও ডাইরেক্টর, কালেক্টিভ একাডেমি

ডা. শামীমা
নর্থ শোর ইউনিভার্সিটি হসপিটাল, গ্র্যাজুয়েট, কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি
ইনস্ট্রাক্টর, কালেক্টিভ একাডেমি



Mohammad Rahman
Perfect Scores on SAT Sections
Bronx High School of Science
Fordham University



Fatima
1550-SAT Score
Medical Student,
Graduated from Hunter H. School

Address:

40-04, 73rd Street, 3rd Fl, Roosevelt Ave,
Jackson Heights, NY 11377

Tel: 718-200-6084



Farha
Engineering
NYU



Hien
1550 - SAT Score
University of Pennsylvania

আমাদের টিউটররা সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে শীর্ষ ১% এর মধ্যে এবং তারা সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছেন সেগুলো হচ্ছে

- কর্ণেল
- কলাম্বিয়া
- ফোর্ডহ্যাম
- নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি
- ইউপিএন
- হান্টার কলেজ হাইস্কুল
- স্টাইভ্যাসেন্ট হাইস্কুল
- ব্রুক্স হাইস্কুল অফ সায়েন্স

SHSAT	SAT
UPTO 704	1580+

নিউইয়র্ক সিটিতে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা মেধা তালিকায় শীর্ষে:

- SHSAT তে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের অর্ধেকই স্ট্রাইভ্যাসেন্ট হাইস্কুলে চান্স পেয়েছে।
- SAT তে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা ১৫০০+ স্কোর করতে সক্ষম হয়েছে।
- আমাদের ছাত্ররা তাদের গ্রেডে শীর্ষ ১% এর মধ্যে রয়েছে।
- আমাদের ছাত্রছাত্রীরাই শীর্ষ মিডল, হাইস্কুল এবং আইভি লীগসহ উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সর্বোচ্চ হারে চান্স পেয়েছে।
- আমাদের ৯৫% ছাত্র স্টেট টেস্টে পারফেক্ট স্কোরসহ ইংলিশ ও ম্যাথ উভয় বিষয়ে ৪ অর্জনে সক্ষম হয়েছে।



Sebastian
1550-SAT Scores
Perfect AP Scores
Cornell University



Tasnia
Medical Science Major At NYU
With Merit Scholarship

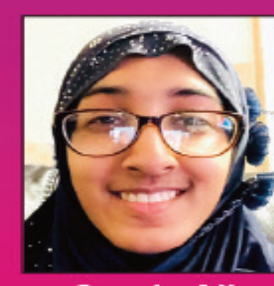


Sharmin
9 AP Course & 4.0 GPA
1510 - SAT Score
Bronx H. School of Science

রমাদ্বানে বিশেষ ছাড়!



Raz Bill
1540 - SAT Score
Fordham University



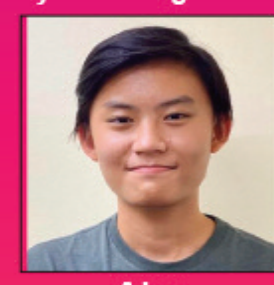
Suraia Ali
1580 - SAT Score
PSAT: Perfect Scores
Stuyvesant High School

বিস্ময়কর স্বল্পমূল্যে SHSAT SAT
তে ভর্তি হওয়ার জন্য এখনই উপযুক্ত সময়।
ফোন করুন

718-200-6084



Jonathan XU
700+ SHSAT Score
Graduated Stuyvesant H.S



Alex
Honor Roll Student in
Hunter High School

কেমন আছো ফিলিস্তিন!



হাবিব রহমান

তেল আবিব এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলের গাড়ী ছুটে চলেছে জেরুজালেমে আমার হোটেলের দিকে। জানালার পাশে বসে রাস্তার দু পাশের ছবি তুলছিলাম। ড্রাইভার দেখতে পেয়ে নিষেধ করলো। বললো ইসরাইলী সিকিউরিটি দেখতে পেলে শুধু আমার না তাদেরও অসুবিধে হবে। আমি একজন আমেরিকান সিটিজেন। আমার যদি এই অবস্থা হয় তাহলে অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনীদের কি অবস্থা। চিৎকার করে জানতে ইচ্ছে করছিলো- কেমন আছো ফিলিস্তি!

গাড়ী যতই সামনে এগাচ্ছিলো আমি ততই শিহরিত হচ্ছিলাম। ফিলিস্তিন নবীদের পুণ্যভূমি। এই ভূমিতে জন্মগ্রহণ ও জীবনযাপন করেছেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম, হযরত লুত আলাইহিস সালাম, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম, হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম, হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম, হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম, হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামসহ বহু নবী-রাসূল; সরাসরি কুরআনেই যার বিবরণ পাওয়া যায়। ফিলিস্তিন মুসলিমদের কাছে পবিত্র এ জন্য যে, এই ফিলিস্তিনের আল মাসজিদুল আকসাকে মুসলমানদের সর্বপ্রথম কিবলা হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিলো। এই দেশটিতে ইসলামের অসংখ্য নবী-রাসুল প্রেরিত হয়েছেন। আরও এ জন্য যে, মহান আল্লাহ তায়ালা এই পুরোনো জেরুজালেম নগরীর আজকের আল আকসা মসজিদ থেকে তার প্রেরিত মহামানব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসরা তথা নিশীথ ভ্রমণ ও আকাশপথে মিরাজ সম্পন্ন করেছিলেন। জেরুজালেম বা আল কুদস ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম নগরী হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে।

এই সেই জেরুজালেম- পাঁচ হাজার বছর আগে উঁচু নীচু মরুভূমির মাঝে খেজুর ও জলপাই গাছে ঢাকা যা ছিলো একটি গ্রাম। আঁশে পাশে তখন ছিলো কাঁটা ঝোপ। অথচ এই গ্রামটিই কালে কালে যুগে যুগে আকর্ষনীয় করেছেন নবী মুসা (আঃ), নবী ইব্রাহিম (আঃ) হযরত ঈসা (আঃ), নবী দাউদ (আঃ) নবী সোলায়মান (আ:) সহ অসংখ্য নবী এবং ওলামায়ে কেরাম। কী ছিলো এখানকার মাটিতে? যা ইসলাম, ইহুদি এবং খৃস্টান ধর্মের মতো তিনটি ধর্মকে বিশ্বজনীন করেছে? এই তিনটি ধর্মের রক্তাক্ত ইতিহাস এখানকার প্রতিটি পাথরে লিখা।

আমি সেই সব বিরল সৌভাগ্যবানদের একজন যে কিনা এই পূণ্যভূমিতে পদার্পনের সৌভাগ্য হয়েছে।

একটু পরেই দূর থেকে জেরুজালেম শহরটি চোখে দৃষ্ট হচ্ছিলো। এই সেই জেরুজালেম- চাঁদের মতো একফালি ভুখন্ড যেখান থেকে উঠে এসেছে তিনটি ধর্ম বিশ্বাস- ইহুদি, খৃস্টান ও ইসলাম। জেরুজালেম মুসলিমদের কাছে আল কুদস, খৃস্টানদের কাছে জেরুজালেম আর ইহুদিদের কাছে ইরুযাইলাইম নামে পরিচিত। তবে শহরটিরে যে নামেই ডাকা হোকনা কেন হাজার হাজার বছর ধরে শহরটি পৃথিবীর অন্যতম পবিত্র নগরীর মর্যাদা পেয়েছে। এই একটি মাত্র শহরটিকে ঘিরে তিন ধর্মের মানুষের এমন আবেগ পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

গাড়ী যতই সামনে যাচ্ছিলো হৃদয়পটে ভেসে উঠছিলো কতো স্মৃতি কতো ইতিহাস।

সেই কবে এই শহরে দাঁড়িয়ে যীশু বলে গিয়েছিলেন- জেরুজালেম, ও জেরুজালেম, তুমি আজ তোমার প্রফেটকেও মারতে চলেছো। দেখো তোমার গৃহ, তোমার মন্দির তোমার জন্য শূন্য হয়ে পড়ে আছে।

আমি যেন দেখতে পাচ্ছিলাম অত্যাচারী শাসক হেরোডের দলবল চোখ বেঁধে যীশুকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে মাউন্ট অলিভে। লোহার সুঁচালো ক্লিপ বসানো চাবুকে বাঁধা গোটা শরীর। রক্তঝরা পিঠে নিজেই বহন করছেন বিরাট ক্রুশটি। যেখানে বিদ্ধ হবে যীশুর শরীর। কোথাও যীশু একটু বিশ্রামের জন্য দাঁড়াতে চেয়েছিলেন বা কোথাও তিনি হুমড়ি খেতে পরেছিলেন বা কোথাও কেউ তাঁকে খাবার দল দিতে যাওয়ায় রোমান রক্ষীদের হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন।



আমাকে বহনকারী গাড়িটি ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে সামনে। বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন শহরগুলোর একটি জেরুজালেম শহরের দিকে। পাঁচ হাজার বছর আগে গড়ে ওঠে এই শহরটি। অন্য অনেক শহরের তুলনায় জেরুজালেমের গুরুত্ব বেশি। কয়েক হাজার বছর ধরে বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছে এটি পবিত্র শহর হিসেবে পরিচিত। জেরুজালেমের জনসংখ্যা পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসে বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। মধ্যযুগ থেকেই জেরুজালেমের পুরনো শহরটি ইহুদি, মুসলিম, খ্রিস্টান ও আর্মেনীয়- এই চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তবে এরা কিন্তু এই শহরের প্রাচীন বাসিন্দা নয়। এমনকি ফিলিস্তিনী ও ইসরায়েলীরা কেউই এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা নয়। স্থানীয়রা মূলত: কেনান দেশীয় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ ছিল।

কেনান দেশীয়রা ২৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই শহরের নাম দিয়েছিল 'উরুসালিম', মানে সালিমের শহর। হিবরুতে এর অর্থ ছিল শান্তির শহর। সালিম ছিলেন তাদের দেবতা। ধর্মের প্রভাব নিয়ে এই শহর গড়ে উঠেছে সেই পাঁচ হাজার বছর আগেই। এই সময়ের মধ্যে শহরটি ধ্বংস হয়েছে দুইবার। দখল হয়েছে ২৩ বার আর আক্রমণের শিকার হয়েছে ৫২ বার। কেনান দেশীয়দের সঙ্গেই মিলেমিশে এক হয়েছে ইসরায়েলী ও ফিলিস্তিনীরা। প্রথমে ফিলিস্তিনীরা এসেছে, তাদের হটিয়ে দিয়ে এসেছে ইহুদিরা। বানিয়েছে ইসরায়েল রাষ্ট্র। এরপর ইহুদীদের বিতাড়ন করে জেরুজালেম দখল করেছে মিসরীয়, ব্যাবিলনীয়, পারসিক, গ্রিক, রোমান, আরব, ফাতেমি, সেলজুক, তুর্কি ও ব্রিটিশরা।

জেরুজালেম ইহুদিদের জন্য (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)





ঈদ সংখ্যা সাহিত্য সাময়িকী

ডাল
ফারুক মাহমুদ

কোনো-এক রাত্রিঝড়ে ভাঙতে ভাঙতে বেঁচে গেলাম রে!

অন্যদিন, সিনেমার প্রতিনায়কের
বিকট হাসির মতো ক্রুদ্ধ কুড়ালের
এককোপে কেটে নিল আমাদের ছোট সহোদর
গোঙানির শব্দ ওঠে 'দাদাভাই , আমাকে তুমি বাঁচিয়ে রাখো'

দু'হাতে ঠেকিয়ে দিই ছোট-বড় ঝড়ো উপদ্রব
নিজেদের শুশ্রুষায় সেরে ওঠে আমাদের আহত শরীর
এত এতকিছু, তবু-ও তো
সানন্দে ফুটিয় যাই পুষ্পহাসি গন্ধ নিবেদন
ছায়া হয়ে ঝরে থাকি, বাতাসের নৃত্যছন্দদোলা

যেদিন শুকিয়ে যাব, বাঁচার 'নব আনন্দে' থেকে যেতে চাই
আমার নিরক্ত হাড় হয় যদি নিরন্নের চুলার আগুন
অপূর্ব সৌভাগ্য হবে। জ্বলেপুড়ে ছাই হতে হতে
সন্ধ্যার আলোর মতো শেষবার, চোখ ভ'রে দেখে নেওয়া যাবে
কতটা উজ্জ্বল হয় ক্ষুধাক্লান্ত, রান্নারত মানুষের মুখ।

ভালোবাসার রঙ
রেজাউদ্দিন স্টালিন

চোখে চোখ পড়তেই
লজ্জায় আরক্ত তোমার গাল
হাত ধরতেই ভীরুতায়
দৃষ্টির দিগন্ত সিঁদুর

সূর্যোদয় লাল
সূর্যাস্তও

চুল্লির গনগনে জিহ্বা
পর্বতের লাভা
বিরহের বহ্নি
সব লালের সহগামী

আর রণাঙ্গনে
যোদ্ধার অভিবাদন লাল
এবং বিপ্লবীর রক্ত

লাল কি ভালোবাসার সংকেত
বুঝে উঠার আগেই
আমি অন্ধ হয়ে যাই

ঝড়সন্ধ্যা
মামুন সুলতান

আজ আর কথা নয় চলো উঠি
বাতাসে তুফানের ঘ্রাণ ঝড়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো
চৈত্রান্তের পাচাটা বিকেল
মুখে মেখেছে আন্ধার ম্যাকাপ
বসন্তবন ভিজাবে আজ কেড়ে নেবে বসার সময়।

গাছের শিশুআম দেখো আমাদের মত জড়সড়ভাব
পাতার নিবিড়ে দেখো জমেছে ভয়পাওয়া ঘাম
গাছে গাছে শোনো সকাতর কানাকানি
হয়তো এসে যাবে বৈশাখী উত্তাল ঝড়
বসে আর কাজ নেই
চলো বাড়ি ফিরে যাই।

টিপ
জাহাঙ্গীর ফিরোজ

ঠোঁট রাঙালে, মন কেন নয়
একটু ফেলো আলো
মুকুর তোমায় দেখছে নিখুঁত
কপোলে তিল কালো।

হাসলে তোমার টোল ফেলে গাল
বাড়ায় রূপের আলো।
আয়না বলে ও মিনতি,
পরতে হবে টিপ
ললাটে দাও ছোট্ট করে
ভালোবাসার দ্বীপ।

বিম্ব বলে কেমন লাগে
দেখতে তোমায় দর্পণে?
মুচকি হেসে কায়া বলে
পাখি যেন শরবনে।

একা নই
শাহীন রেজা

কেউ পাশে নেই অথচ নিজেকে একা মনে
হচ্ছে না; মনে হচ্ছে না অসহায়,

তুমি নেই সে নেই ওরা নেই
অথচ আমি একা নই-

ঠিক জন্মমুহূর্তের মত ভেসে বেড়াচ্ছি নিবিড়
নৈঃশব্দের অনিমেষ রক্ত-উপত্যকায়;

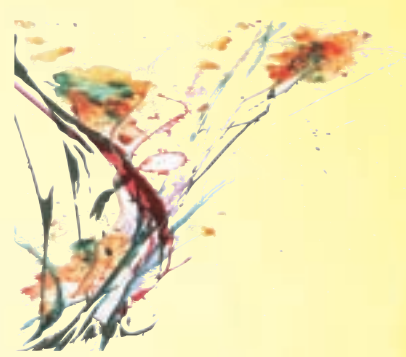
হয়তো কোথাও আছে কানি বক, রত্নদ্বীপ
আর বোগেনভিলিয়ায় ঠোঁট ছোঁয়ানো শেষ
চৈত্রের ওম, আছে নির্ঘুম স্বপ্নবিলাপ,
কাব্যের আলুথালু বোধ আর চৈতন্যের
খুনসুটি এবং তুমি।

ঠিক এখন এখানে আমার চারপাশে ঘুরে
বেড়াচ্ছে নির্জনতা এবং তুমি বিশ্বাস কর;

আমি একা নই-

কেউ না থাকলেও মানুষ নিঃসঙ্গ হয় না
কখনো কখনো; যেমন আমি।

না আমি একা নই, তুমি না থাকলেও।



শর্তে বাঁধা জীবন
নাসরীন নঈম

জ্যোৎস্নায় বারান্দা ভিজে যাচ্ছে ভিজে যাচ্ছে
আকাশে স্ফটিক জলের চাদর বিছানো সংসার
চাঁদের বাড়ির উঠোনটা ঝকঝকে ফকফকে
আমি বেওয়ারিশ লাশের মতো শুয়ে শুয়ে দেখি
ছুটে গিয়ে বারান্দার রেলিং ধরে আকাশ দেখতে পারি না
আমার দু'হাত শক্ত করে বাঁধা, পায়ে পায়ে গিঁট
চোখের তোরণে মোটা তালা মারা।

পানদোক্তা খাওয়া বিধবাদের মতো সময় আমার
অসময়ে সেতার বাজায় সেতার বাজায়
আমি জীবনের গিঁটগুলো দাঁত দিয়ে কাটি ইঁদুরের মতো।

শক্তপোক্ত গিট্টুগুলো এমন ভক্ত অনুরক্ত
একটা খুললে আরও তিনটা এসে লেগে যায়
আমি ঘেমে ঘেমে নাঙ্গা-ফাঙ্গা হয়ে যাই তবু
ছাতুর গিট্টু খোলে না আমার।

এইভাবে একই রকম করে বিশটা বছর ধরে
আমি জীবনের ভাঁজে ভাঁজে লেগে থাকা
গিট্টু খুলেই সময় কাটাচ্ছি
পাহাড়ের কাছে, ঝিলামের তীরে
একটু দাঁড়াতে পারছি না।
এমনই শর্তে আবদ্ধ জীবন
যতো গিঁট সব খুলে দিতে হবে
আমাকেই আমরণ।

এইমাত্র গুলির শব্দ হলো
শিউল মনজুর

গুলির শব্দ সাবওয়েতে, গুলির শব্দ শপিংমলে
গুলির শব্দ বাসে,ট্রামে, গুলির শব্দ টার্মিনালে
গুলির শব্দ ইশকুলে, পার্টিতে, ক্লাবে
গুলির শব্দ আজ সবখানে সবখানে
তবে কী কোভিড পেরিয়ে সময় হেঁটে যাচ্ছে
আবারো কোনো দুঃসময়ের নতুন গল্প নির্মাণে.....
কথাদিয়ে অনুরাধা আজও আসেনি পার্কে, ভয়ে
জীবন শঙ্কায় একটি ঘাস ফড়িংও ডানা মেলেনি
দুপুরে, ঘাসের সবুজ জমিনে
স্প্যানিস মেয়েগুলো গুচ্ছ গুচ্ছ গোলাপ নিয়ে
ট্রাফিক সিগন্যালে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে এবং এই
বিষণ্ন সন্ধ্যায় গাড়ির চাকা ঘুরছে তীব্রবেগে
ওয়াশিংটনের শহরে, কলম্বাসের দেশে-
আজও গুলির শব্দ হলো পেনসিলভ্যানিয়ায়, মেরীল্যান্ডে!
গুলি, রক্ত, প্রাণহীন দেহ, ফায়ার সার্ভিস, পুলিশের
হইচই, হাসপাতাল-
এসব দেখতে দেখতে মনে হলো গুন্টার গ্রাসের কথা,
লিংকনের কথা, হোয়াইট হাউসের কথা-
তবে কী ডেমোক্রেট কোথাও ভুল করছে ভুল করছে ...
এইমাত্র গুলির শব্দ হলো, দূরে ও কাছে
নিউইয়র্ক হার্বার থেকে ন্যাশনাল হার্বারে
বহুদিনের পুরনো ঝংধরা সন্ত্রাসে; গোটাশহর
আটকে আছে,ট্রাফিক জ্যামে!


SHAH NAWAZ 2022
A SHAH VOTE IS A SURE VOTE
VOTE FOR
SHAH NAWAZ
DEMOCRATIC
DISTRICT LEADER
ASSEMBLY
DISTRICT 24A
TUE
JUNE 28
2022
FAIR & EQUAL REPRESENTATION
TRANSPARENT POLITICAL DECISION MAKING
SMALL BUSINESS EMPOWERMENT
Shah Nawaz
ShahNawazDistrictLeader@gmail.com
646-591-8396
www.shahnawaz.nyc
Paid for by Friends for Shah Nawaz

চিত্রে খোলা পার্কে জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির ইফতার মাহফিল

ছবি: এসএম সোলায়মান























কেমন আছো ফিলিস্তিন!

(২৫ পাতার পর)

গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এটি তাদের প্রতিশ্রুত ভূখন্ড। ইহুদিদের প্রথম মন্দির এই শহরের টেম্পল মাউন্টে অবস্থিত ছিল। ৩৭ সালে রাজা হেরড সেখানে দ্বিতীয় মন্দির তৈরি করেন এবং তার চারপাশে দেয়াল তুলে দেন। রোমানরা অবশ্য এগুলো ধ্বংস করে দেয় ৭০ সালে।

ইহুদিদের মতো জেরুজালেম শহরটি খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের কাছেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এখানেই শিশু হিসেবে এসেছিলেন যিশুখ্রিস্ট। প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় এখানেই ধর্ম প্রচার করেছেন তিনি। শুধু তা-ই নয়, তাদের মত এখানেই তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন এবং ঈশ্বর দ্বারা পুনরুত্থিত হয়েছেন। যদিও আমরা মুসলমানরা বিশ্বাস করি আল্লাহ পাক তাকে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। এবং হাশরের আগে তিনি আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবেন।

এখান থেকেই ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সা.) বোরাকে চড়ে মিরাজে গমন করেন, যা মুসলামনদের কাছে ধর্মীয়ভাবে খুবই মর্যাদাকর। শহরটি এখন ইসরায়েলের দখলে।

আমরা জেরুজালেম শহরে ঢুকে পরেছি। আমাদের ড্রাইভার এবার মাইক তুলে নিলো। জানালো খ্রিষ্টপূর্ব ১১শ শতকে রাজা দাউদ (রাঃ) জেরুজালেম জয়ের পূর্বে শহরটি জেবুসিয়দের বাসস্থান ছিল। এই শহরটি মজবুত নগরপ্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। রাজা দাউদ (রাঃ) কর্তৃক শাসিত শহর যেটি দাউদের শহর বলে পরিচিত তা পুরনো শহরের দেওয়ালের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। তার পুত্র রাজা সুলায়মানের শহরের দেওয়াল সম্প্রসারিত করেন। তারপর ৪৪০ খ্রিষ্টপূর্বের দিকে পারস্য আমলে নেহেমিয়াব্যবিলন থেকে ফিরে আসেন এবং এর পুনর্নির্মাণ করেন। ৪১ থেকে ৪৪ খ্রিষ্টাব্দে জুডিয়ার রাজা আগ্রিপ্পা তৃতীয় দেওয়াল নামক নতুন নগর প্রাচীর নির্মাণ করেন। ৭ম শতকে বা ৬৩৭ সালে খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাবের শাসনামলে মুসলিমরা জেরুজালেম জয় করেন। আর খলিফা উমর একে মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তিনি শহরের বাসিন্দাদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চুক্তিবদ্ধ করেন।

আমার হোটেলের নাম হোলি ল্যান্ড হোটেল। সামনে রাস্তার ওপারেই পুরনো জেরুজালেমের প্রাচীর। ভেতরেই আল আকসা কম্পাউন্ড। হোটেলের ডান পাশে দামেস্ক গেট। ওখানে দু পাশে ছাউনির নিচে মেশিন গান নিয়ে পাহাড়ায় আছে ইজরাইলী সৈন্যরা| হোটেলের সরাসরি সামনের গেটটার নাম হেরোড গেট। এই গেটের প্রবেশ মুখে কোন সেনা ছাউনি নেই। তবে মসজিদ কমপ্লেক্সে ঢোকার মুখে পাহাড়া আছে। ড্রাইভার জানালো হেরোড গেটটাই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। নামাজের সময় যেন এই গেটটাই ব্যবহার করি।

গাড়ী হোটেলের গেটে গিয়ে ঢুকলো। হোটেলের লোকজন লাগেজ নিয়ে গেলে রিসেপশনে। কাউন্টারের ফরিমালিটি শেষ করে রুমে গেলাম। একটু রেস্ট নিয়ে সন্ধ্যার আগেই চারপাশটা একটু ঢু মেরে আসতে হবে।

তারপর ইনশাআল্লাহ মাগরিবের নামাজ পড়বো আমার বহু কাঙ্খিত মসজিদুল আল আকসায়।

হোটেল রুমে লাগেজ রেখে একটু ফ্রেশ হয়ে নীচে নেমে এলাম। বেশ বড় সড় রেস্টুরেন্ট। চা-কফি সব আছে। আছে নানা রকম মিষ্টি। মধ্য প্রাচ্যের সব দেশেই দেখেছি স্থানীয় অধিবাসীরা মিষ্টির ভক্ত এবং চা তেও তারা অনেক বেশী চিনি খায়। একটা টেবিলে বসতেই সুদর্শন একজন তরুণ এসে জানতে চাইলো কি খাবো। বল্লাম, লম্বা জার্নি করে এসেছি তাই কড়া এককাপ কালো কফি চাই যাতে সব ক্লান্তি ঝরে যায়। সাথে মিষ্টি জাতীয় কিছু।

ছেলেটি মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেলো। একটু পর একটা বড় কাপে কফি এবং কয়েকপদের মিষ্টি রেখে চলে গেলো। মধ্যপ্রাচ্যের মিষ্টিগুলো প্রায় একই রকম এবং পরিচিত। নিউইয়র্কে আমার বাসার পাশে ইয়েমেনি এলাকায় প্রায় একই রকম মিষ্টি দেখেছি। তাই এর থেকে একটা বাকলাভা তুলে নিয়ে একই সাথে কফিতে চুমুক দিলাম। কালো কড়া কফি খেয়ে শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছিলো। তাই আর সময় ক্ষেপন না করে বাইরে পা বাড়ালাম।

আমার হোটেলের সামনে একটা ইসরাইলী পুলিশ স্টেশন। অটোমেটিক রাইফেল হাতে পাহাড়া দিচ্ছে পুলিশ সদস্যরা। এরা একেবারেই তরুন বয়সী। ছেলে-মেয়ে দুই ই আছে। ইসরাইলে সবাইকে সশস্ত্র বাহিনীতে কাজ করা বাধ্যতামূলক। তাই হাই স্কুলের ছেলে-মেয়েরাও কাজ করছে। সব সময় বন্দুকের ট্রিগারে আঙ্গুল। এরা প্যালেস্টাইনীদের মারে পাখীর মত। কোন জবাবদিহিতা নেই। তারপরেও এদের মধ্যে যে সব সময় যে একটা ভীতি কাজ করছে তা এখানে-সেখানে পুলিশ স্টেশন, আর্মি ক্যাম্প সবখানে এদের দেখলেই বোঝা যায়।

একটু হাঁটতেই চোখে পড়লো সুলতান সুলাইমান স্ট্রীট। তিনিই নবী সুলায়মান (আঃ)। নবী হযরত দাউদ (আঃ)-এর মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য পুত্র নবী সুলায়মান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের ন্যূনাধিক দেড় হাজার বছর পূর্বে তিনি নবী হন। সুলায়মান ছিলেন পিতার ১৯জন পুত্রের অন্যতম। আল্লাহ পাক তাকে জ্ঞানে, প্রজ্ঞায় ও নবুঅতের সম্পদে সমৃদ্ধ করেন। এছাড়াও তাঁকে এমন কিছু নিয়ামত দান করেন, যা অন্য কোন নবীকে দান করেননি। ইমাম বাগাভী ইতিহাসবিদগণের বরাতে বলেন, সুলায়মান (আঃ)-এর মোট বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। তের বছর বয়সে রাজকার্য হাতে নেন এবং শাসনের চতুর্থ বছরে বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। তিনি ৪০ বছর কাল রাজত্ব করেন (মাযহারী, কুরতুবী)। তবে তিনি কত বছর বয়সে নবী হয়েছিলেন সে বিষয়ে কিছু জানা যায় না। শাম ও ইরাক অঞ্চলে পিতার রেখে যাওয়া রাজ্যের তিনি বাদশাহ ছিলেন। তাঁর রাজ্য তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে সুখী ও শক্তিশালী রাজ্য ছিল। কুরআনে তাঁর সম্পর্কে ৭টি সূরায় ৫১টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে আরো সামনে এগোলাম। সুলায়মান স্ট্রীট গিয়ে টাচ করেছে সালাহদিন স্ট্রিটে। ইনি সেই সালাদিন যার নেতৃত্বে ১১৮৭ সালে ক্রুসেডাদের হাত থেকে জেরুজালেম মুক্ত হয়েছিলো।

মিসর আর সিরিয়ার প্রথম সুলতান সালাহউদ্দিনকে পশ্চিমা বিশ্ব চেনে সালাদিন (Saladin) নামে। আইয়ুবী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সালাহউদ্দিন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে চালিয়েছিলেন নানা সেনা অভিযান। তার সালতানাতের অধীনে ছিল মিসর, সিরিয়া, উত্তর ইরাক, হেজাজ, ইয়েমেন ও উত্তর আফ্রিকার কিছু অংশ- এতই বিশাল ছিল তার প্রতিপত্তি। শুধু মুসলিম ইতিহাস নয়, শত্রুর কাছেও তিনি ছিলেন সম্মানিত এক বীর। ২৭ রজব ৫৮৩ হিজরি। খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের হাত থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস দখলমুক্ত হওয়ার দিন। বীর সেনাপতি সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর যোগ্য নেতৃত্বেই সেদিন মুক্ত হয়েছিল বায়তুল মুকাদ্দাস।

কালের পরিক্রমায় ১০৯৯ সালের ৭ জুন খ্রিষ্টান ক্রুসেডাররা বায়তুল মুকাদ্দাস অবরোধ করেন। ১৫ জুলাই ১০৯৯ সালে খ্রিষ্টান ক্রুসেডাররা নামধারী মুসলিম শাসকদের সহায়তায় সমগ্র সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও জেরুজালেম দখল করে।

১৫ জুলাই ১০৯৯ সালে খ্রিস্টানরা বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করে। মসজিদে ব্যাপক পরিবর্তন করে একে গির্জায় পরিণত করে। ক্রুসেডাররা মসজিদে প্রবেশ করে সেখানে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।

সেদিন মুসলমানদের রক্তে প্লাবিত হয়েছিল পবিত্র আল কুদসের ভেতর ও বাহির। এভাবেই জেরুজালেমের ৪৬২ বছরের মুসলিম শাসনের পতন ঘটে। এভাবেই অব্যাহত থাকে জেরুজালেম ফিলিস্তিন ও মসজিদে আকসার দখল।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর জন্ম বর্তমান ইরাকের টাইগ্রিস বা দজলা ও ইউফ্রেটিস বা ফোরাত নদী দুটির মধ্যবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠা মেসোপটেমিয়ার তিকরিতে ১১৩৭ সালে জন্মগ্রহন করেন সালাহউদ্দীন ইউসুফ ইবনে আইয়ুব। তার নাম ইউসুফ, সালাহউদ্দিন হল লকব যার অর্থ 'বিশ্বাসের ন্যায়-পরায়ণ'। তিনি ছিলেন মিশর ও সিরিয়ার প্রথম সুলতান এবং আইয়ুবীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে তার সালতানাতে মিশর, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, হেজাজ, ইয়েমেন এবং উত্তর আফ্রিকার অন্যান্য অংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। সালাহউদ্দীন ছিলেন মুসলিম, আরব, তুর্কি ও কুর্দি সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

১১৮৭ সালে মুসলিম বীর সিপাহসালার সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবীর হাত ধরেই পুনরায় জেরুজালেম শহর মুসলমানদের অধিকারে আসে।

সালাহদীন স্ট্রিটের এক প্রান্তে আছে একটি প্রাচীন কবরস্থান। সুলতান সালাহদীনের নেতৃত্বে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় যে সমস্ত মুসলিম সৈনিক মৃত্যুবরণ করেন তাদের এখানে কবর দেয়া হয়েছে। এটা একটা ব্যস্ত কমার্শিয়াল স্ট্রীট। এখানে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অফিস রয়েছে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছিলো। তাই ফিরে চললাম হোটেলের দিকে। মাগরিবের সময়ের আর বেশী বাকী নেই। বিশ্বের তৃতীয় পবিত্র ঘর বায়তুল মোকাদ্দাসে যাবো জামাতে নামায আদায় করতে।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
• Free Pick Up & Drop off
• 5, 10, 15 Lesson Packages
• 5 Hours Class & Certificate
• Car for Road Test
• Early Road Test Appointments (Any day)
• Special for Nervous Students!
SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮









গিয়াস-তারেক নেতৃত্ত্বাধীন জেবিবিএ'র ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে বিশাল আয়োজ গিয়াস আহমেদ ও তারেক তারেক হাসান খান নেতৃত্ত্বাধীন জেবিবিএ'র ইফতার ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২০ এপ্রিল বুধবার নিউইয়র্ক সিটির উডসাইডস্থ কুইন্স প্যালেসে আয়োজিত এই মাহফিলে বিভিন্ন পর্যায়ের ষ্টেটের জনপ্রতিনিধি, মূলধারার রাজ-নীতিক ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ দুই শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশী অনুষ্ঠানে যোগ দেন। আমন্ত্রিত অতিথিদের স্বগত জানান সংগঠনের সভাপতি গিয়াস আহমেদ। খবর ইউএনএ'র।

মাহফিলের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত, রমজানের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা ড. আনসারুল হক। ইফতার পরবর্তী পর্বে ইউএস কংগ্রেসম্যান ও নিউইয়র্কের আগামী নির্বাচনে গভর্ণর পদপ্রার্থী টম সুজি ছাড়াও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর জন ল্যু, অ্যাসেম্বীওম্যান জেনিফার রাজকুমার, সাবেক সিটি কাউন্সিলম্যান হাইরাম মানসেরাত প্রমুখ। কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহীম হাওলাদার, নিউইয়র্কের অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ২৪ থেকে আগামী নির্বাচনে অ্যাসেম্বলী মেম্বার পদপ্রার্থী মিজান চৌধুরী, ডিষ্ট্রিক্ট লীডার পদপ্রার্থী ও জেবিবিএ'র সাবেক সভাপতি শাহ নেওয়াজ, মূলধারার রাজনীতিক মোহাম্মদ হক প্রমুখ। এই পর্ব পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খান।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করসপন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন ষ্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্লাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্ভীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরী
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F and MD OCFR



খোশ আমদেদ মাহে রামাদ্বান

সবাইকে পবিত্র ঈদ-উল ফিতর-এর

শুভেচ্ছা

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন



সামাজিক মাধ্যমে নানা আলোচনা

ভ্যানচালককে সিলেট সিটি মেয়রের 'বেতের বাড়ি'

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী গাড়িতে বসে এক ভ্যানচালককে 'বেতের বাড়ি' দেয়ার ঘটনায় নগরজুড়ে নানা আলোচনা চলছে। শনিবার দুপুরে সিলেটের জিন্দাবাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনার প্রকাশিত একটি ছবিতে দেখা যায়, সামনে দাঁড়িয়ে দুই হাত পেতে রেখেছেন এক ভ্যানচালক তরুণ। গাড়ির জানালা দিয়ে বেত উঁচিয়ে ওই চালকের হাতে বাড়ি দিতে উদ্যত হয়েছেন মেয়র আরিফ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছবিটি ছড়িয়ে পড়ার পর শুরু হয় নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মেয়র বেত দিয়ে ওই ভ্যানচালকের হাতে দুটি বাড়ি দিয়েছেন। বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর দাবি, তিনি বাড়ি দেননি। সড়কে ভ্যান রেখে মালামাল ওঠানো-নামানো করায় বেত উঁচিয়ে শাসিয়েছেন মাত্র।

শনিবার দুপুর দেড়টায় নগরীর জিন্দাবাজার এলাকায় সরকারি মহিলা কলেজ মার্কেটের বিপরীতে এ ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজনের ভাষ্য অনুযায়ী, দুপুর দেড়টার দিকে মেয়র জিন্দাবাজার-চৌহাট্টা সড়ক ধরে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি দেখেন, একজন ভ্যানচালক তার গাড়ি দাঁড় করিয়ে মালামাল ওঠাচ্ছেন। এ সময় তিনি ওই চালককে ডেকে এনে তার হাতে দুটি বেতের বাড়ি দেন।

এ ঘটনার সমালোচনা করে ফেসবুকে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন অনেকে। তাদের ভাষ্য, এভাবে একজন নাগরিককে বেতের বাড়ি দিয়ে শাসানোর কোনো অধিকার জনপ্রতিনিধির নেই। ওই ভ্যানগাড়ি ছিল একটি সিগারেট কোম্পানির। ওই কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধি ধ্রুব ভট্টাচার্য বলেন, 'আমাদের চালকেরই ভুল ছিল। ভুল সময়ে ভুলভাবে গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমরা মালামাল সরবরাহ করছিলাম। তাই মেয়র মহোদয় আমাদের চালককে বেতের হালকা বাড়ি দিয়ে শাসিয়েছেন। যেহেতু ভুল আমাদেরই, তাই এ নিয়ে কোনো অভিযোগও নেই।'

এ ব্যাপারে মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, ঈদের আগে নগরীতে যানজট যেন না হয়, সে জন্য কয়েক দিন আগেও পরিবহণ শ্রমিকদের নিয়ে সিটি করপোরেশন সভা করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, সকাল ১০টার আগে ভ্যানজাতীয় যানগুলোকে মালামাল ওঠানো-নামানোর কাজ শেষ করতে হবে। কিন্তু আজ দুপুর দেড়টার দিকে ওই সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি দেখেন, ওই চালক দুটি ভ্যানগাড়ি দিয়ে মালামাল ওঠা-নামা করছেন। এতে সড়কে যানজট দেখা দিয়েছে।

বেতের বাড়ি দেয়ার কথা সত্য নয় দাবি করেন মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী। তিনি বলেন, 'আমি ওই চালককে বেতের বাড়ি দিইনি। বেত উঁচিয়ে একটু শাসিয়েছি মাত্র। ভবিষ্যতে যেন এভাবে যান দাঁড় করিয়ে তিনি যানজট সৃষ্টি না করেন, পরে সেটি তাকে বুঝিয়ে বলেছি। অথচ বিষয়টি ভুল ব্যাখ্যা করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কেউ কেউ ছবিটি ছড়িয়ে আমাকে বিতর্কিত করার চেষ্টা করছেন।'

VISIT
JERUSALEM
Al-Aqsa : Bethlehem : Hebron : Jericho
28 May - 4 June
$3550 Per Person
INCLUDED:
6 Night Accomodation's
Daily Breakfast
Ground Transport to Hotel and Airports
Guided Tour.
Round Trip Airfare

Must have US Passport with a validity of at least six month from the date of travel.
Contact
বাংলা ট্যুর ইনক
63 Metropolitan Oval,
Apt # 6E, Bronx, NY 10462
347-280-7269
email: banglatourus@gmailcom
www.banglatourus.com

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন
WIN ZONE Really Inc.
আমাদের সেবা সমূহ:
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে

MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)
81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.
Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package


WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস
সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন
Ali A. Chowdhury
Managing Director
Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922
30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price

বিশাল মুলত্নাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)




প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাকেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইড কাটকিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যালিবুট, ব্রিম্স, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেগুলার স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
অরগানিক স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
অরগানিক স্যালবাকেলো ফ্রাইস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
সাধারণ স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুপারকলা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com







রংপুর জেলা সমিতির ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: মহামারী করোনার পর ইসলামী ভাবগাম্ভীর্যতায় রংপুর জেলা সমিতি ইনক এর উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২০ এপ্রিল (১৯ রমজান) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্ট ও পার্টি হলে এই মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এতে বিপুল সংখ্যক রংপুরীয়ান অংশ নেন।

ইফতার ও দোয়া মাহফিলের শুরুতে হামদ-নাত পরিবেশন ও পবিত্র কুরআন থেকে তেলওয়াত মুহীব। সংগঠনের সভাপতি আসেফ বারী টুটুলের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক এম, এ মোতালেব পরিচালনায় রমজান ও প্রাসংগিক বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সমিতির প্রাক্তন সভাপতি মোহাম্মদ মশিউর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম, উপদেষ্টা এ আর এম রাকীব উদ্দীন টিপু, আব্দুস সালাম ও মোহাম্মদ ইসলাম মিন্টু। পরিশেষে দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক। দোয়ায় দেশ-জাতির কল্যাণ কামনা করা হয়।

পরিবারটি এখন যাবে কোথায়?

ঢাকা ডেস্ক: ছোট হামজার বয়স মাত্র তিন বছর। 'বাবা-মা' ডাক দেয়া ছাড়া স্পষ্ট কথা বলা শেখেনি। বাবা প্রতিদিন অফিস শেষ করে 'মজা' আনতেন। কোলে নিয়ে আদর করতেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। আর এই আদর-সোহাগ পাবে না শিশু আমির হামজা। নিউ মার্কেটের সংঘর্ষে প্রাণ গেছে তার বাবা 'হাট বাজার' দোকানে কর্মরত মু-রসালিনের। বাড়িতে বাবার লাশ দেখে মায়ের চাপা কান্নায় হামজার মুখে স্পষ্ট শোনা যায়, 'বাবা মজা কিন্না দিব।' এর বেশি বলতে পারেনি শিশুটি।

হামজার বোন হুমায়রা ইমলাম লামহা। তার বসয়ও মাত্র সাত। বাবা হারানোর যন্ত্রণা বুঝে উঠতে পারছিল না সে। তবুও চোখ ছলছল করছে। কান্নাজড়িত মৃদু সুরে শিশু হুমায়রা বলছে, 'আমার বাবা কাজে গেছিল। ওখান থেকে মানুষেরা মাইরা ফালাইছে।'

মুরসালিনের স্ত্রী অনি আক্তার মিতু। 'স্বামীকে হারানোর বেদনায় বারবার কান্নায় ভেঙে পড়ছিলেন তিনি। ছেলেমেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দিশাহারা। কেউ তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না। স্বজনরা বারবার মাথায় পানি ঢালছিলেন। ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কান্না করে মিতু বলেন, মার্কেট সমিতির লোকেরা যদি মার্কেট বন্ধ রাখতো তা হলে আমার স্বামীর যেত না। আমার স্বামী যাইয়া দুর্ঘটনা ঘটছে। এখন আমার ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ কী হবে? আমার স্বামী থাকলে ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ করতো। আমি কোনো কাম করতে পারি না। কি কইরা ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ করমু? সরকারের কাছে চাই, সরকার আমার ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ দেখুক। মার্কেট সমিতির লোকেরাও আমাদের সাহায্য করুক। আর কিছু চাই না।'

তিনি বলেন, 'প্রতিদিনের মতো সে ওইদিন কাজে গেছে। ওইখানে গন্ডগোল হইছে আমারে কেউ কয় নাই। আমার স্বামী মেডিকেলে ভর্তি হলে আমারে আরেকজন ফোন দিয়েছে। মেডিকেলে যাইয়া দেখি অবস্থা ভালো না। কে এমনভাবে মারছে। আমি তো দেহি নাই। কারে দোষ দিমু। তাগো বিচার কইরো আল্লাহ। আমার স্বামীরে তো কেউ ফেরত দিতে পারবে না।'

সন্তান মুরসালিনকে হারিয়ে পাগলপ্রায় মা নূরজাহান বেগম। সন্তানের লাশ দেখে আহ-াজারি করে বলছেন 'ও আমার মোরসালিন। আমার বাবারে কি তোমরা আইনা দিতে পারবা? আমার বাবা পহেলা রোজার দিন আমার লগে ইফতার করছিল। কামে যাওয়ার সময় আমারে ১০০ টাকা দিয়া গেছিল। আমি বিচার চাই। আমার নিরীহ বাচ্চারে মারছে। নির্মমভাবে মারছে। দুধের শিশু থুইয়া মারছে। তারা কইতাছে বাবা আইনা দিতে। আপনারা পারবেন ওগো বাবারে আইনা দিতে।

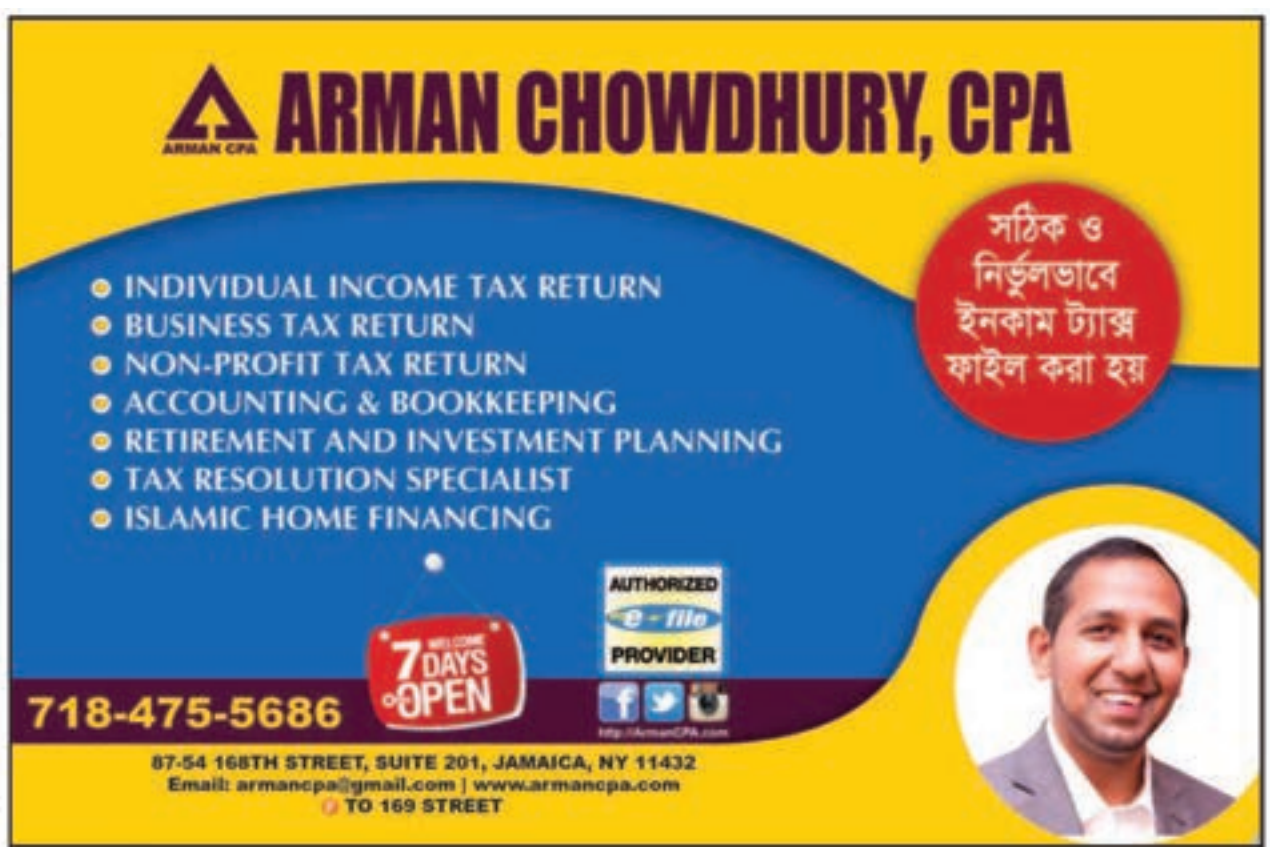
ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে মরদেহ নিতে আসেন বড় ভাই নুর মোহাম্মদ। মরদেহের অপেক্ষায় মাথায় হাত দিয়ে খানিক বসে থাকেন আবার মুখ আড়াল করে কান্না করেন। এ সময় মুরসালিনের বন্ধুরা বাকরুদ্ধ হয়ে অপেক্ষা করেন। নুর মোহাম্মদ বলেন, ভাইটা কীভাবে মারা গেল, কিছুই জানলাম না। এটা কেবল ও আর আল্লাহ জানেন। আমার ভাইরে হাসপাতালে যাইয়া পাইছি। আইসিইউতে ভর্তি। সেখানে তার সিচুয়েশন দেখি খারাপ। ওর শরীরে আঘাত আর ক্ষতের বাইরে আমরা আর কিছুই দেখি নাই।

মুরসালিনের বন্ধু শাওন বলেন, দুইটার দিকে ওরে হাসপাতালে নেয়া হইছে। আমরা খবর পাইয়া গেছি। যে অবস্থা দেখছি সেটা দেখার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। খুব খারাপ অবস্থা দেখছি। আমাদের ২০০৪ সাল থেকে সম্পর্ক। ছেলে হিসেবে অনেক ভালো। হঠাৎ করে দুর্ঘটনা হয়ে গেল। আমরা মেনে নিতে পারছি না। অফিস থেকে বাসায় যাওয়ার আগে প্রতিদিন আমাদের সঙ্গে আড্ডা দিতো। আমাদের মন খারাপ থাকলে ভালো করে দিতো। ও একদিন আড্ডায় না থাকলে আমরা বাসা থেকে খুঁজে নিয়া আসতাম। এখন ওই মজার বন্ধুটাই মারা গেল। মুরসালিনের এলাকার বড় ভাই শাকিল বলেন, সে খুব ভালো ছেলে। আমরা আশা করিনি ওর এমন অবস্থা হবে। ওর কি দোষ ছিল? সবার কাছে দাবি ওর দুইটা বাচ্চার জন্য কিছু করতে।

গতকাল ভোর পৌনে পাঁচটার দিকে ঢাকা মেডিকেলের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান মুরসালিন। মর্গ সূত্রে জানা যায়, আঘাতের কারণে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হয়। এদিন বেলা একটার দিকে ময়নাতদন্ত শেষে মুরসালিনের মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এরপর মরদেহ রাজধানীর কামরাঙ্গীরচর পশ্চিম রসুলপুর এলাকায় পরিবার কাছে নেয়ার পরেই পুরো এলাকা আহাজারিতে স্তব্ধ হয়ে যায়। এদিন বিকালে আসর নামাজের পর মুরসালিনের জানাজা সম্পন্ন করে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়। এর আগে গত মঙ্গলবার নিউ মার্কেট এলাকায় দোকান কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন মুরসালিন। পরে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। তবে এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কারো বিরুদ্ধে কোনো মামলা করা না হলেও আজ (শুক্রবার) মামলা করা হবে বলে নিশ্চিত করেন মু-রসালিনের বড় ভাই নুর মোহাম্মদ।

নিউ সুপার মার্কেটের হাট বাজার নামের একটি রেডিমেট কাপড়ের দোকানে কাজ করতেন মুরসালিন। তার গ্রামের বাড়ি কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার কালাইনগর গ্রামে। তবে দীর্ঘদিন তিনি রাজধানীর কামরাঙ্গীরচর পশ্চিম রসুলপুর এলাকায় পরিবার নিয়ে থাকতেন। দুই ভাই এক বোনের মধ্যে মুরসালিন দ্বিতীয়।







গোলের পর ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর উল্লাস। ছবি: গেট্টি ইমেজ

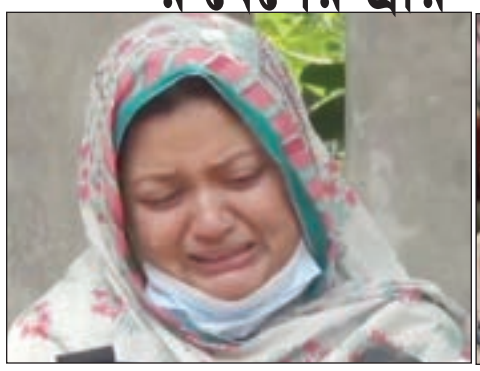
সন্তানের মৃত্যুশোক ভুলে মাঠে নামলেন রোনালদো, গোলও করলেন

স্পোর্টস ডেস্ক: গত সপ্তাহে মারা গিয়েছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর সদ্যোজাত পুত্রসন্তান। সে জন্য খেলতে পারেননি লিভারপুলের বিপক্ষে ম্যাচ। ওই ম্যাচে ৪-০ গোলে হেরেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। অবশেষে শনিবার (২৩ এপ্রিল) মাঠে নামলেন রোনালদো। গোলও করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়ের হাসি হাসতে পারেননি। আর্সেনালের বিপক্ষে তার দল হেরে গিয়েছে ৩-১ ব্যবধানে।

আগের ম্যাচে ৭ মিনিটের সময় শোকাহত ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে সহমর্মিতা জানিয়েছিল লিভারপুল। শনিবারও একই সময়ে সম্মান জানিয়েছে আর্সেনালের সমর্থকরা। সেটা দেখেই হয়তো শোক ভুলে সিআরসেভেন চেয়েছিলেন দলকে জেতাতে। ৩৪ মিনিটে গোলও করেন। অবশ্য এর আগেই দুই গোলে পিছিয়ে পড়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ৭০ মিনিটে আরও এক গোল খেয়ে পরাজয়ও নিশ্চিত হয়ে যায় রেড ডেভিলদের। এই পরাজয়ের ফলে আগামী মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলার স্বপ্নটাও অনেকটা নিভে গেলো তাদের।

৩৩ ম্যাচে ৬০ পয়েন্ট নিয়ে এখন প্রিমিয়ার লিগের চারে অবস্থান করছে আর্সেনাল। আর এক ম্যাচ বেশি খেলে ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে ছয় নম্বরে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। এই ম্যাচে এক গোল করার মধ্য দিয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ১০০ গোলের মাইলফলকও স্পর্শ করেছেন ক্রিশ্চিয়ানো। ম্যাচশেষে এটাই তার একমাত্র অর্জন।

কবরের জায়গা স্থায়ী করে দিতে মোশাররফ রুবেলের স্ত্রীর আকুল আবেদন



গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলছেন রুবেলের স্ত্রী চৈতি ফারহানা



একমাত্র সন্তান কোলে রুবেল। ছবি: পারিবারিক এলবাম থেকে সংগ্রহ

স্পোর্টস ডেস্ক: জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার মোশাররফ হোসেন রুবেল আমাদের মাঝে আর নেই। তিনি এখন রাজধানীর বনানী কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। সেখানে শুক্রবার (২২ এপ্রিল) একমাত্র সন্তানকে নিয়ে রুবেলের কবর জিয়ারত করতে গেছেন তার স্ত্রী চৈতি ফারহানা। কবর জিয়ারত শেষে কান্নাজড়িত কণ্ঠে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে আকুল আবেদন করে চৈতি ফারহানা বলেছেন, তার স্বামীর কবরের জায়গাটুকু যেন স্থায়ী করে দেওয়া হয়। বনানী কবরস্থানের নিয়ম অনুযায়ী, সাধারণত একজন ব্যক্তির কবর দুই বছর পর তুলে দেওয়া হয়। সেখানে স্থান পায় অন্য কারো কবর। আর যারা কবর স্থায়ী করতে চায় তাদের খরচ করতে হয় প্রায় কোটি টাকা। গণমাধ্যমকে চৈতি ফারহানা বলেন, 'দুই বছর পর তো এই কবরটা অস্থায়ী হয়ে যাবে, কবরটা তুলে ফেলা হবে।' তিনি বলেন, 'রুবেল তো আমাদের সবার, সে দেশের জন্য খেলেছে। মাত্র দুই বছরের জন্য এখানে আছে। এখানে কবর স্থায়ী করতে হলে অনেক টাকা লাগে। প্রায় এক কোটি টাকার মতো। আমার কাছে তো এত পরিমাণ টাকা নেই। খুব করে চাই কবরটা স্থায়ী হোক। রুবেল যেন একটু মাটি পায়।'

কান্নাজড়িত কণ্ঠে মোশাররফ রুবেলের স্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার একটাই চাওয়া। তিনি তো অনেকের জন্য অনেক কিছু করেন। আমাদের ক্রিকেটারদের জন্যও অনেক কিছু করেন। একজন মৃত ক্রিকেটারকে কী এক টুকরো মাটি দেবেন না, একটা কবরের জায়গা! এর বেশি চাওয়া নেই আমার। রুবেলের জন্য একটু স্থায়ী মাটি, যেন ছেলেটা এসে দেখতে পারে। আমরা এসে একটু দেখতে পারি। দুই বছর পর তুলে ফেললে আমরা তো আর দেখতে পারবো না। রুবেল তো কোথাও নেই। শুধু এখানেই আছে। ওর অংশ তো শুধু এখানেই আছে। রুবেল তো হারিয়ে গেছে। ওর শরীরটা যেন এখানে থাকে। আর কিছু চাই না আমি।'

২০১৯ সাল থেকে অসুস্থ ছিলেন মোশাররফ রুবেল। সে সময় থেকেই তার পাশে ছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এ জন্য বিসিবির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান চৈতি ফারহানা। তিনি বলেন, 'ওনারা সবসময় আমাদের পাশে ছিল। রুবেলের অসুস্থতার সাড়ে তিন বছরের জার্নিতে আমরা সবসময় সবাইকে পেয়েছি। তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই, আমাদেরকে আগলে রাখার জন্য। নয়তো এই কঠিন জার্নিটা আরও কঠিন হয়ে যেতো, মাঝপথে বন্ধ হয়ে যেতে পারতো। কিন্তু সবাই, বিশেষ করে বিসিবি, খেলোয়াড়রা, প্রতিষ্ঠান, সবাই এগিয়ে এসেছে। পারসোনালি রুবেলের বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-স্বজন সবাই সঙ্গে ছিল।'

সাংবাদিকদের বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন

'টেস্টে আমাদের দুর্বলতা অনেক, এটাতে সন্দেহ নেই'

স্পোর্টস ডেস্ক: ওয়ানডেতে এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম সেরা দল বাংলাদেশ। কিন্তু টি-টোয়েন্টি ও টেস্টে বড্ড অচেনা তারা। বিশেষ করে টেস্টে যেন এখনো খেলতে নামে তারা পরাজয়ের জন্য। যদিও ম্যাচ শুরুর আগে জয়ের লক্ষ্যের কথাই শোনান অধিনায়ক। কিন্তু মাঠে নামার পর দেখা যায় ভিন্ন চিত্র।

এইতো সর্বশেষ দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের কথাই বলা যায়। দাপট দেখিয়ে ওয়ানডে সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জেতার পর টেস্টে হোয়াইট ওয়াশ হয়েছে টাইগাররা। দ্বিতীয় টেস্টে তো অবস্থা আরও খারাপ। দক্ষিণ আফ্রিকার দুই স্পিনার কেশাভ মহারাজ ও হার্মারের বল যেন বাংলাদেশী ব্যাটারদের কাছে এক গোলকধাঁধা! দুই টেস্টে ১৬ উইকেট শিকার করে সিরিজসেরা হয়েছেন মহারাজ। অথচ ওয়ানডে সিরিজে তাকে বেশ ভালোভাবেই মোকাবিলা করেছিল টাইগাররা। তাইতো আবারও প্রশ্ন ওঠেছে মুমিনুল বাহিনীর টেস্ট খেলার সামর্থ নিয়ে।



আগামী মাসেই ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ। তার আগে তাই ঘুরেফিরে আসছে এসব প্রশ্নই। শনিবার (২৩ এপ্রিল) বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপনের কাছে এমন প্রশ্ন করেন সাংবাদিকরা। বিসিবি সভাপতিও স্বীকার করে নিয়েছেন দুর্বলতার কথা।

নাজমুল হাসান পাপন বলেন, 'এতদিন ধরে আমার ধারণা ছিল, আমরা স্পিন ভালো খেলি এবং পেসে আমাদের দুর্বলতা আছে। বিশেষ করে আমরা দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড এসব জায়গায় গিয়ে তাদের পেস বল সামলানো নিয়ে বেশি চিন্তাভাবনা করতাম। এইবারই আসলে প্রথম আমার কাছে মনে হয়েছে, আমাদের পেসের বিপক্ষে যে দুর্বলতা ছিল সেটা এখন আর চোখে পড়ে না। বরং এখন মনে হচ্ছে যে, স্পিনের দিকে একটু নজর দিতে হবে।'

তবে একটা সিরিজ দেখেই সিদ্ধান্ত নিতে নারাজ তিনি। বিসিবি সভাপতি বলেন, 'একটা সিরিজ দেখে বলাটা খুব কঠিন। কারণ, আপনারা যদি দেখেন, ওদের (প্রোটিয়া) যে স্পিনার ছিল কেশাভ মহারাজ। মহারাজকে কিন্তু ওরা (টাইগাররা) ওয়ানডেতে ভালোই খেলেছে। কিন্তু হঠাৎ করে টেস্টে এসে কী হলো, এটা বোঝার জন্য আসলে এই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হবে। সে জন্য আমরা আজকে সাড়ে চারটার সময় একটা মিটিং কল করেছিলাম, সব প্লেয়ারদের ডেকেছিলাম। আমার একটা ইচ্ছা ছিল যে টেস্ট টিমের সঙ্গে একটু বসবো, আলাদা করে। দুর্ভাগ্যবশত,ট্রাফিক জ্যামের জন্য আজকে ৬টার সময়েও অনেকে এসে পৌঁছাতে পারেনি। দুই-একদিনের মধ্যে আশা করছি ওদের সঙ্গে বসবো। ওদের কাছ থেকেও একটু শোনা দরকার, ওরা কী মনে করে। কী কারণে হঠাৎ করে এরকম একটা পারফরম্যান্স হলো। যারা খেলেছে, এরা কেউ এমন পারফরম্যান্স করার কথা না।'

এ সময় আলাদা টেস্ট টিম গঠন করার ব্যাপারেও গুরুত্বারোপ করেন তিনি। পাপন বলেন, 'আমি সবসময়ই মনে করি, আমাদের অলমোস্ট একটা আলাদা টেস্ট টিম দরকার। কারণ, টেস্টের জন্য যে মাইন্ডসেট দরকার। একটা জিনিস খেয়াল করবেন, যেকোনো টেস্ট টুর্নামেন্টে আমরা যে কয়টা ম্যাচ খেলেছি, তার ৯০ শতাংশ দেখবেন আমরা চতুর্থ দিনে গিয়ে কোলাপস করেছি। প্রথম ইনিংসে কিন্তু আমরা কিছুটা লড়াই করি, সাহস দেখাই। কিন্তু আস্তে আস্তে এটা যতদিন যায়, চতুর্থ ইনিংসে গিয়ে আমরা একদম হঠাৎ করে একেবারে ভেঙে পরি। এটা কেন, এটা শুধু প্লেয়ার না, কোচদের সঙ্গেও কথা বলে কারণটা খুঁজে বের করতে হবে। সাইকোলজিক্যাল ইস্যুও থাকে, থাকতে পারে, এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেক্ষেত্রে যাদের করণীয় দরকার, সেটাও আমরা চেষ্টা করবো।'

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজ জয়ের ব্যাপারে তিনি বলেন, 'অবশ্যই সেটা সম্ভব। যে খেলাটা আমরা শেষ টেস্টে দেখেছি, এটা দেখে আসলে আমার বিচার করতে কষ্ট হচ্ছে। সত্যি কথা বলি। এটা আমার বিশ্বাসই হয় না। আর যেহেতু এটা হোম গ্রাউন্ড, এবং নিজেদের গ্রাউন্ডে কিন্তু আমরা ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গেও পারিনি। টেস্টে আমাদের দুর্বলতা অনেক। এটাতে সন্দেহ নেই। সবসময় শেষের দিকে গিয়েই আমরা হেরে যাচ্ছি। সাড়ে তিনদিন কিন্তু আমরা ডমিনেট করি। তারপর হঠাৎ করে কেন যেন আমরা কলাপস করি। শ্রীলঙ্কা অবশ্যই ভালো টিম। আমাদের দলটাও ভালো। আমার ধারণা প্রতিযোগিতামূলক খেলা হবে।'

বাড়ি ফিরলেন পেলে

স্পোর্টস ডেস্ক: কোলন ক্যানসারের চিকিৎসার জন্য ব্রাজিলের ফুটবল কিংবদন্তী পেলে ফের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তবে ৩ দিন হাসপাতালে কাটানোর পর তিনি চিকিৎসকদের পরামর্শে বাড়ি ফিরেছেন। কিছুদিন আগে শারীরিক অবস্থার অবনতির কারণে ব্রাজিলের ইসরায়েলিতা আলবার্ট আইনস্টাইন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল পেলেকে।



শুক্রবার (২১ এপ্রিল) হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে, ৮১ বছর বয়সী পেলের শারীরিক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো। গত সেপ্টেম্বরে হাসপাতালে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর মাঝেই চিকিৎসকরা পেলের শরীরে কোলন ক্যানসারের অস্তিত্ব খুঁজে পান। এজন্য এর আগে একবার অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল তার। এর পর তাকে বেশ কয়েকবার কেমোথেরাপি দেওয়া হয়। কেমোথেরাপি দেওয়ার পর প্রতি মাসে তার শরীরে এর প্রভাব পরীক্ষানিরীক্ষা করা হচ্ছে।

শুধু ক্যানসারই নয়, সম্প্রতি ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী এই তারকার আরও কিছু শারীরিক জটিলতা দেখা দিয়েছে।





যেভাবে রাশিয়া থেকে তেল কিনেও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব টিকিয়ে রেখেছে ভারত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে ভারতকে নিয়ে পশ্চিমাদের অবস্থান বদলে গেছে। এক মাস আগেও রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নিয়ে ব্যাপক আপত্তি ছিল পশ্চিমা দেশগুলোর। কারণ, ইউক্রেনে আগ্রাসন চালানোর পরেও ভারতের তরফ থেকে রাশিয়াকে কোনো নিন্দা জানানো হয়নি। আবার যখন পশ্চিমা বিশ্ব রাশিয়ার অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিতে একের পর এক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে চলেছে, তখন ভারত উল্টো রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বৃদ্ধি করছে। এ নিয়ে ভারতের প্রতি হতাশা প্রকাশে দেরি করেনি হোয়াইট হাউসও।

কিন্তু এখন পশ্চিমাদের সেই সুরে পরিবর্তন এসেছে। এ মাসে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে এসব ইস্যু নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন বাইডেন। সেখানে দুই দেশের জনগণের মধ্যেকার গভীর সংযোগের কথা তুলে ধরেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনও দিল্লি সফর করেছেন।

সেখানে দুই দেশের মধ্যেকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি নিয়ে কথা বলেছেন তিনি। কিন্তু ইউক্রেন নিয়ে ভারতের অবস্থান সেই আগের মতোই রয়েছে। এখনো রাশিয়ার কম মূল্যের তেল কিনছে তারা। ২০২১ সালে যত রাশিয়া থেকে যত তেল আমদানি করেছে ভারত, এ বছরের প্রথম ৪ মাসেই তার থেকে বেশি তেল আমদানি করেছে দেশটি। পাশাপাশি মস্কোর আগ্রাসন নিয়ে এখনও কোনো বক্তব্য নেই ভারতের। রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘে কোনো ভোটও দেয়নি।

এশিয়ায় চীনের উত্থান ঠেকাতে ভারতকে প্রয়োজন যুক্তরাষ্ট্রের। বর্তমান হিসেবে রাশিয়ার থেকেও চীনকে বিশ্ব শান্তির জন্য বড় হুমকি মনে করে দেশটি। তাই ভারতের বিরুদ্ধে চাপ দেয়ার পরই আবার নিজেদের থামাতে হয়েছে পশ্চিমা বিশ্বকে। কিংস কলেজ লন্ডনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রফেসর হারশ প্যান্টও একই কথাই বলেন। তার মতে, যুক্তরাষ্ট্র এখন বুঝতে পারছে যে নতুন সহযোগী রাষ্ট্র হিসেবে ভারতকে তাদের সমর্থন দিয়েই যেতে হবে।

নয়া দিল্লি ও ওয়াশিংটন উভয়েই চীনের সামরিক শক্তির উত্থান নিয়ে চিন্তিত। শুধু শক্তি বৃদ্ধিই নয়, চীন এখন বিভিন্ন দিকে নিজের ভূখন্ড বৃদ্ধির চেষ্টা করছে। এর প্রতিবেশী দেশগুলোর উপরে অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর অধীনে চীনের সামরিক বাহিনী বিশ্বের সবথেকে বড় সামরিক বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। প্রযুক্তিগত দিক বিবেচনা করলে এই বাহিনী বিশ্বের সবথেকে আধুনিক বাহিনীগুলোর একটি। অত্যাধুনিক স্টিলথ যুদ্ধবিমান কিংবা পরমাণু অস্ত্রের সম্ভার, কী নেই এই বাহিনীতে!

এই চীনের হুমকি মোকাবেলায় জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের সঙ্গে কাজ করছে যুক্তরাষ্ট্র। গঠন করা হয়েছে কোয়াড। তবে চীনকে নিয়ে ভারতের উদ্বেগ অন্যরকম। গত কয়েক বছর ধরেই হিমালয় সীমান্তে চীন-ভারতের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। সরাসরি সংঘাতে উভয় পাশের কয়েক ডজন সেনা মারা গেছে। কিন্তু এরপরেও ভারত যুক্তরাষ্ট্রমুখী হয়নি। দেশটি তার সামরিক চাহিদা মেটায় রাশিয়া থেকে অস্ত্র আমদানির মাধ্যমে।

চীনকে নিয়ে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগের কারণ এক না হলেও উভয় দেশই সতর্ক হয়ে আছে। বাইডেন-মোদি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আমেরিকান প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিনও। তিনি সাবধান করে বলেন, চীন এ অঞ্চল ও আন্তর্জাতিক সিস্টেম পাল্টে দিতে চায়। ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র সামরিক ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বৃদ্ধিতে নতুন পথ খুঁজে পেয়েছে বলেও জানান তিনি। ভারতের তক্ষশীলা ইনস্টিটিউটের মনোজ কেওয়ালরামানি বলেন, মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর এই বক্তব্য প্রমাণ করে যে, ইউক্রেন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের অবস্থান আলাদা হলেও গভীরে দেশ দুটি একে অপরকে বুঝতে পারে।

রাশিয়ার নিন্দা না জানানো নিয়ে ভারতের উপরে চাপ প্রয়োগ কমিয়ে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু চীনের ক্ষেত্রে সেটি হয়নি। অথচ ইউক্রেন যুদ্ধে চীন ও ভারতের অবস্থান একই। তারা নিজেদের নিরপেক্ষ দেখাতেই বেশি ব্যস্ত।

উভয় দেশই শান্তির আহ্বান জানিয়েছে, এবং কেউই আগ্রাসনের জন্য রাশিয়ার নিন্দা জানায়নি। দুই দেশেরই রাশিয়ার সঙ্গে অসাধারণ বাণিজ্যিক ও কৌশলগত সম্পর্ক রয়েছে। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং গত ফেব্রুয়ারীতে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, চীন-রাশিয়া সম্পর্কের কোনো 'সীমা নেই'। অপরদিকে ভারতও তার সামরিক চাহিদার ৫০ শতাংশেরও বেশি আমদানি করে রাশিয়া থেকে।

তবে এর মানে এই নয় যে, চীন ও ভারত একই অবস্থানে দাঁড়িয়ে। মনোজ বললেন, চীন প্রথম থেকেই পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার সমালোচনা করছে। ইউক্রেনের সংঘাতের জন্যেও দেশটি পশ্চিমাদেরই দুষছে। অর্থাৎ, ন্যাটোকে রাশিয়া যেভাবে নিজের জন্য হুমকি হিসেবে তুলে ধরেছে, চীনও তাকে সমর্থন করছে। চীনের গণমাধ্যমও রাশিয়ার পক্ষ তুলে ধরে সংবাদ প্রচার করছে। কিন্তু ভারতের ন্যাটো নিয়ে কোনো মাথা ব্যাথা নেই। এমনকি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে কথাও বলেছেন নরেন্দ্র মোদি। সেখানে চীনের নেতারা ইউক্রেনের সঙ্গে যোগাযোগ থেকে বিরত ছিলে। তাছাড়া ইউক্রেনের মানবিক পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ জানিয়েছে ভারত। জাতিসংঘে নিযুক্ত ভারতীয় দূত ইউক্রেনের বুচা শহরের গণহত্যার নিন্দা জানিয়ে এ নিয়ে তদন্তের দাবি জানান। এই হত্যাযজ্ঞকে পীড়াদায়ক বলেও আখ্যায়িত করেন তিনি।

শান্তিতে নোবেল পুরস্কারে মনোনয়ন পেলেন পাকিস্তানের ড. আমজাদ সাকিব



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পেয়েছেন পাকিস্তানী সমাজসেবক ড. আমজাদ সাকিব। এ পর্যন্ত ২০২২ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য যে ৩৪৩ জন প্রার্থীর নাম মনোনয়নে ঘোষণা করা হয়েছে তিনি তার অন্যতম। এর মধ্যে এ পর্যন্ত মনোনয়ন পেয়েছেন ২৫১ জন ব্যক্তি এবং ৯২টি সংগঠন। ড. আমজাদ সাকিক হলেন পাকিস্তানে সুদমুক্ত সবচেয়ে বড় মাইক্রোফাইন্যান্স বা অল্পপুঁজির অর্থায়ন বিষয়ক কর্মসুচি আখুওয়াত-এর প্রতিষ্ঠাতা। এর মধ্য দিয়ে তিনি মানুষের সেবা করে দারিদ্র্য দূরীকরণের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। প্রতিক্রিয়ায় ড. আমজাদ বলেছেন, এসব পুরস্কারের উদ্দেশে আমার কাজ নয়। একমাত্র আল্লাহকে রাজিখুশি করার জন্যই আমি এ কাজ করি। শনিবার এ নিয়ে পাকিস্তানের অনলাইন দ্য নিউজ একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে।

আখুওয়াত ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. আমজাদ বলেছেন, কোনো ব্যক্তি নিজেই নিজেকে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন দিতে পারেন না। আমাকে মনোনয়ন দেয়ার পুরো প্রক্রিয়ার সঙ্গে কোন লবিং নেই। তিনি বলেন, বিদেশি একটি দেশ সম্ভবত আমার নাম এ পুরস্কারের জন্য সুপারিশ করেছে। মানবতার যে সেবায় কাজ করি সে বিষয়ে সারাবিশ্বের মানুষ জানেন। তবে মনোনয়ন পেয়ে যাবো এ বিষয়ে অবহিত নই।

নিজের এই মানবসেবার কারণে র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার পেয়েছেন যে ৫ জন তার মধ্যে ড. আমজাদ অন্যতম। তার এই কর্মসূচিতে কয়েক লাখ দরিদ্র পরিবারের সহায়ক হয়েছে। ড. আমজাদের এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে প্রায় দুই দশক আগে। তারপর আখুওয়াত পাকিস্তানে সবচেয়ে বড় ক্ষুদ্র অর্থায়ন বিষয়ক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এরই মধ্যে তারা ৯০ কোটি ডলারের সমতুল্য অর্থ দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করেছে। শতকরা ১০০ ভাগ ঋণ উত্তোলন করেছে। তিনি সাধারণত অর্থ বিতরণের জন্য উপাসনালয় ব্যবহার করেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি মানুষের মঙ্গল ও সংহতির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করার উপায় খুঁজে বের করেছেন।

ড. আমজাদ কিং এডওয়ার্ড মেডিকেল ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেছেন। তারপর ১৯৮৫ সালে পাকিস্তানে সরকারি কর্মচারী হিসেবে চাকরি জীবন শুরু করেন। এরই মধ্যে সরকারের অনেক উচ্চ পর্যায়ে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। এর মধ্যে আছে পাঞ্জাব রুরাল সাপোর্ট প্রোগ্রাম (পিআরএসপি)।











ঐক্যদ্ধ হয়ে হাসিনা সরকারকে হটাতে হবে

(শেষের পাতার পর)

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শের সাচ্চা নেতা-কর্মীরা প্রবাসে সংগঠিত হচ্ছেন। যারা সত্যিকারার্থেই বিএনপির রাজনীতি করেন তাদের ঐক্যবদ্ধ করে প্রবাস থেকেই শেখ হাসিনা সরকারকে হটানোর আন্দোলন শুরু করতে হবে। দেলোয়ার-বাদল বলেন, আমরা লেজুর বৃত্তির রাজনীতি নয়, সত্যিকারেই দেশ ও প্রবাসে জিয়ার আদর্শ ভিত্তিক রাজনীতি চাই। তারা সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নি:শর্ত সম্পূর্ণ মুক্তির পাশাপাশি বেগম জিয়ার সুস্থ্যতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। খবর ইউএনএ'র।

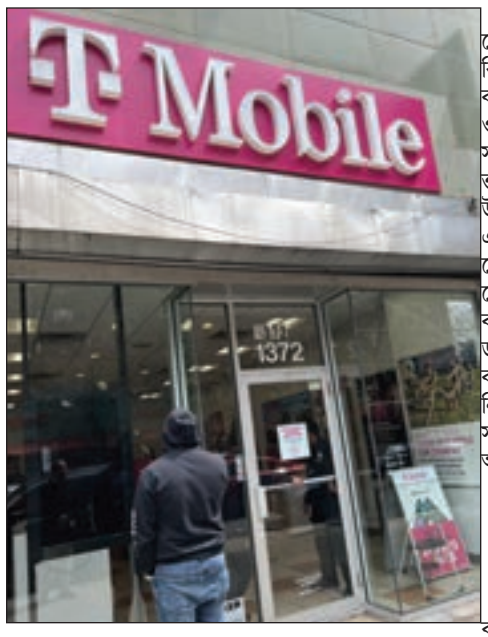
সিটির জ্যাকসন হাইটস্থ কাবাব কিং রেষ্টুরেন্টে শনিবার (২৩ এপ্রিল) সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি'র ইফতার মাহফিল আয়োজন করা হয়। মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন আকতার হোসেন বাদল। এছাড়াও প্রধান বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন। সিটি বিএনপি'র সভাপতি শামীম আহমেদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাহফিলের ইফতার পরবর্তী আলোচনা পর্বে অতিথিবৃন্দ ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মশিউর রহমান, 'অধ্যাপক দেলোয়ার-বাদল' নেতৃত্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র প্রধান সমন্বয়কারী শাওন বাবলা প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সিটি বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।

মাহফিলে উল্লেখযোগ্য নেতা-কর্মীদের মধ্যে নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি'র উপদেষ্টা আরিফুর রহমান, মুজিবুর রহমান, সহ সভাপতি সফি, মাহবুব রহমান, আরিফ রহমান, নিপুন, সিনিয়র সহ সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন, সহ সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল মজুমদার, মাহফুজ রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক জালাল উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ইফতার মাহফিলে অধ্যাপক দেলোয়ার বলেন, বাংলাদেশে শেখ হানিা সরকারের দু:শাসন চললে বলে অভিযোগ করে বলেন, এখন সময় সকল জাতীয়তাবাদী শক্তি ঐক্য। আমরা ঐক্যবদ্ধ হলে আওয়ামী লীগ পালানোর পথ পাবে না। তাই সবাই মিলে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপিকে শক্তিশালী করতে হবে। তিনি বলেন, আওয়ামী-বাকশালীরা ইসলাম বিরোধী বলেই দেশে ইফতার মাহফিলে হামলার ঘটনা ঘটছে। আমরা এই হামলার তীব্র নিন্দা জানাই।

আকতার হোসেন বাদল শেখ হাসিনা সরকারের সমালোচনা করে বলেন, আওয়ামী লীগ দেশের স্বার্থ নয়, প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের স্বার্থে দেশ পরিচালনা করছে। কিন্তু সময় বেশী দিন নয় শেখ হাসিনা ভারতেও পালানোর পথ পাবেন না। কেননা, জনবিরোধী এই সরকারের বিচার বাংলাদেশের মানুষ দেশেই করবে। তিনি বলেন, খালেদা জিয়া একজন সৎ নেত্রী। বেগম জিয়া আর তারেক জিয়ার নেতৃত্বেই দেশ-জাতিকে আওয়ামী মুক্ত করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড়। বিএনপিতে আমাদের সকলকেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।

গিয়াস উদ্দিন বলেন, আমরা স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের দল বিএনপির রাজনীতি করি। আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, আগামী দিনের নেতা তারেক রহমান। তিনি বলেন, অনেক বড় বড় নেতার সাথে আমাদেরও সম্পর্ক ছিলো, এখনো আছে। তাদের নাম ভাঙ্গিয়ে রাজনীতি করতে চাই না। কোন নেতার লেজুরবৃত্তি করে রাজনীতি করতে চাই না। আমরা দলের জন্য রাজনীতি করি।



পার্কচেস্টার টি মোবাইল স্টোরে ভরদুপুরে ডাকাতি

(শেষের পাতার পর)

২১ এপ্রিল বৃহস্পতিবার বেলা ১টায় ডাকাতরা গান পয়েন্টে সবাইকে জিম্মি করে স্টোর রুম থেকে সকল ফোন নিয়ে চলে যায়। এই ঘটনায় বাংলা পত্রিকা'র বার্তা সম্পাদক হাবিব রহমান আহত হয়েছেন এবং তিনি বাসায় অবস্থান করে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

স্টোরের ভিতর এ সময় তিনজন কর্মচারী ছিল। কাস্টমার হিসাবে একমাত্র আমি (প্রতিবেদক) কাউন্টারে ফোনের বিল দিচ্ছিলাম। আমার ফোন এবং ওয়ালেটটা কাউন্টারের উপর রাখা ছিলো। হঠাৎ একজন দুর্বৃত্ত আমার ঘাড়ের পেছনে পিস্তল ঠেকায় এবং আমাকে সহ স্টোরের অন্যান্যদের ফ্লোরে উপুর হয়ে হাত লম্বা করে শুয়ে পড়ে নড়াচড়া না করার নির্দেশ দেয়। আমি তাদের নির্দেশ মেনে শুয়ে পড়ি। ডাকাতরা আমাকে ডিঙিয়ে স্টোর রুমে ঢুকে পড়ে এবং সব ফোন নিয়ে চলে যায়। স্টোর রুমের চাবি দিতে বিলম্ব করায় স্টোরের একজন মহিলা কর্মীর গায়ে তারা হাত তুলে।

বিল দেয়ার জন্য আমার ওয়ালেট, ফোন এবং একটা ক্রেডিট কার্ড কাউন্টারে থাকলেও সৌভাগ্য ক্রমে তারা তা নেয়নি। ওরা চলে যাবার পর স্টোর থেকে ৯১১ কল করলে সাথে সাথে পুলিশ চলে আসে। এই রিপার্ট লেখা পর্যন্ত পুলিশ দুর্বৃত্তদের কাউকে গ্রেফতার করেছে বলে জানা যায়নি।

উল্লেখ্য, পার্কচেস্টার টি মোবাইল স্টোরটি অত্যন্ত জনবহুল এলাকায় অবস্থিত। এক ব্লকের মধ্য পার্কচেস্টার সাবওয়ে স্টেশন। পাশেই ডানকিন ডোনাট। উল্টোদিকে ওয়ালগ্রীন স্টোর যেখানে সর্বক্ষন পিস্তল ধারী পুলিশ প্রহরা, পাশে স্টার বাক্স সহ অন্যান্য স্টোর থাকার পরও দিনে-দুপুরে এধরনের ডাকাতির ঘটনা কমিউনিটিতে উদ্বেগ এবং আতংক সৃষ্টি করেছে।

নিউইয়র্কের ক্রম অবনতিশীল আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে সবাইকে সাবধান থাকা ও চলালের অনুরোধ জানিয়েছেন অভিজ্ঞমহল।

মনোনয়নপত্র দাখিল ৮ মে

(শেষের পাতার পর)

কার্যক্রম ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। এতে মনোনয়ন ফি, মনোনয়নপত্র জমা, মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই এবং প্রত্যাহারের তারিখ, স্থান ও সময় উল্লেখ করা হয়েছে। খবর ইউএনএ'র।

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীদের মধ্যে সভাপতি পদের মনোনয়ন ফি ২ হাজার ৫০০, সহ সভাপতি (৪টি পদ) জনপ্রতি ১ হাজার ৭০০, সাধারণ সম্পাদক পদে ২ হাজার, সহ সাধারণ সম্পাদক পদে ১ হাজার ৫০০, কোষাধ্যক্ষ, সাংগঠনিক ও সাদস্যিক, প্রচার ও দপ্তর, সহিত্য ও সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া সম্পাদক, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক, সমাজকল্যাণ সম্পাদক এবং মহিলা বিষয়ক সম্পাদক পদে ১ হাজার ২০০ ডলার ফি ধার্য করা হয়েছে। এছাড়াও কার্যকরী পরিষদেও সদস্য পদে (৪টি পদ) জনপ্রতি এক হাজার ডলার ফি ধার্য করা হয়েছে।

নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিল ও বাছাইয়ের দিন ৮ মে রোববার বিকেল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশ প্লাজা মিলনায়তনে। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ১১ মে বুধবার বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এস্টোরিয়ার প্রাইম প্রিন্টিং-এ। নির্বাচন ৫ জুন রোববার। স্থান ও সময় পরে জানানো হবে বলে কমিশন ইউএনএ প্রতিনিধিকে জানান।

উল্লেখ্য, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার হচ্ছেন বাংলাদেশ সোসাইটি ও জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম। কমিশনের অপর সদস্যরা হলেন- মোশাররফ হোসেন, সাব্বির হোসেন, আহমেদ এ হাকিম ও মিনহাজ আহমেদ।

ইমিগ্রান্ট এল্ডার হোম কেয়ার ও বারী হোম কেয়ার

(শেষের পাতার পর)

হোম কেয়ার নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের লিড এফআই হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করেছে। ইমিগ্রান্ট এল্ডার হোমকেয়ার-ও কর্ণধার গিয়াস আহমেদ আর বারী হোম কেয়ারের কর্ণধার আসিফ বারী টুটুল।

জানা গেছে, কমিউনিটির সুপরিচিত মুখ আমেরিকা বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশনের সভাপতি এবং আমেরিকার মূলধারার রাজনীতিতে বাংলাদেশিদের পথিকৃত গিয়াস আহমেদ চেয়ারম্যান ও সিইও হিসেবে এবং তার স্ত্রী নুসরাত আহমেদ নীপা সভাপতি হিসেবে এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন।

উল্লেখ্য, ইমিগ্রান্ট এল্ডার হোমকেয়ার দীর্ঘ দিন যাবৎ সুনামের সাথে এবং হেলথ ডিপার্টমেন্টের আইন অনুযায়ী বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য আমেরিকানদের হোমকেয়ার সেবা দিয়ে আসছে। প্রতিষ্ঠানটির কর্পোরেট অফিস জ্যাকসন হাইটসে অবস্থিত হলেও বাফেলো, আলবেনী, ব্রঙ্কস, ওজনপার্ক, জ্যামাইকা, লংআইল্যান্ড ও ম্যানহাটানে এর শাখা রয়েছে। কর্মকর্তাদের সততা, নিষ্ঠা এবং দ্রুত সেবা দানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি সাফল্য অর্জন করেছে এবং কমিউনিটিতে সুনাম অর্জন করেছে।

বারী হোম কেয়ার

এদিকে নিউইয়র্কের সুপরিচিত হোম কেয়ার প্রতিষ্ঠান বারী হোম কেয়ার নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের লিড এফআই হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করেছে। সিইও হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি দক্ষতার সাথে পরিচালনা করছেন কমিউনিটির প্রিয়মুখ নিউইয়র্ক বাংলাদেশ আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট, রংপুর জেলা সমিতির সভাপতি আসেফ বারী (টুটুল)। বারী হোম কেয়ার দীর্ঘ দিন ধরে কমিউনিটিতে অসুস্থ, শারীরিকভাবে চলাফেরায় অক্ষম এবং প্রবীণদের হোম কেয়ার সেবা দিয়ে আসছে নিষ্ঠাও যোগ্যতার সাথে।

প্রতিষ্ঠানটির কর্পোরেট অফিস জ্যাকসন হাইটসে অবস্থিত হলেও বাফেলো, আলবেনী, ব্রঙ্কস, ওজনপার্ক, জ্যামাইকা, লংআইল্যান্ড ও ম্যানহাটানে এর শাখা রয়েছে।

আরো উল্লেখ্য যে, গত বছর লিড এফ আই-এর জন্য ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ আবেদন নিয়েছিল সকল হোম কেয়ার এজেন্সীর কাছ থেকে। আবেদনকারী প্রায় ৪০০ হোমকেয়ার এজেন্সীর মধ্য ষ্টেট মাত্র ৬৫টি এজেন্সীকে প্রাথমিক ভাবে বাছাই করেছিল। এর ফলে হোম কেয়ার এজেন্সীগুলির পক্ষ থেকে প্রবল প্রতিবাদ ওঠে। অতঃপর অনেক আলোচনার পর গত সপ্তাহে সিনেট এই মর্মে আইন পাশ করে যে গত ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে সে বছরের ১ মার্চ পর্যন্ত সময়ে যে সমস্ত হোম কেয়ার এজেন্সীতে ২০০ ক্লায়েন্ট ছিল তাদেরকে লিড এফআই দেয়া হবে। এর ফলে আরো বেশ কিছু হোম কেয়ার এজেন্সী লিড এফআই হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। এদের মধ্যে রয়েছে ইমিগ্রান্ট এল্ডার হোম কেয়ার ও বারী হোম কেয়ার অন্যতম।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authored IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপ্লু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC

Board certified in Internal Medicine

87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn





Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

ইলহান ওমরের কাশ্মির সফরে ভারতের নিন্দা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কংগ্রেস সদস্য ইলহান ওমরের পাকিস্তান সফর নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের অবস্থানের কথা জানিয়েছে। তারা বলেছে, এটি যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের তরফে কোনো সফর নয়। যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র নেড প্রাইস বৃহস্পতিবার এ তথ্য জানান। হিন্দুস্তান টাইমস ও ডনের প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া গেছে। ইলহান ওমরের পাকিস্তাননিয়ন্ত্রিত কাশ্মীর এলাকা সফরের নিন্দা জানিয়েছে ভারত। এনডিটিভি অনলাইনের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। শনিবার পাকিস্তাননিয়ন্ত্রিত কাশ্মীর এলাকা সফর করেন ইলহান। এ সময় তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের এ বিষয়ে আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি বলেন, 'এমন একজন রাজনীতিবিদ যদি তাঁর দেশে বসে সংকীর্ণ রাজনীতির চর্চা করতে চান, তাহলে সেটা তাঁর বিষয় হতে পারে। কিন্তু এ চর্চার অনুসরণে আমাদের আঞ্চলিক অখ-তা লঙ্ঘন করা হলে তা আমাদের বিষয় হয়ে ওঠে। বিষয়টি নিন্দনীয়।'

ইলহানের এ সফরের বিষয়ে শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে প্রশ্ন ওঠে। জবাবে মুখপাত্র নেড প্রাইস বলেন, 'আমি মনে করি ইলহান ওমর যুক্তরাষ্ট্র সরকারের তরফে পাকিস্তান সফর করছেন না। এ ব্যাপারে তাঁর দপ্তরই জবাব দিতে পারবে।'

ইউএস কংগ্রেসের সদস্য ইলহান ২০ এপ্রিল থেকে পাকিস্তান সফর করছেন। চার দিনের এ সফরে তিনি ইতিমধ্যে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভি, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও তাঁর উত্তরসূরি শাহবাজ শরিফ, পাকিস্তানের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির স্পিকার রাজা পারভেজ আশরাফ এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। পাকিস্তানের সরকারি সূত্র উদ্ধৃত করে ডনের প্রতিবেদনে বলা হয়, ইলহান ওমর পাকিস্তাননিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখার চাখোকি সেক্টর পরিদর্শন করেন। সেখানে তাঁকে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জানানো হয়।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com



সাপ্তাহিক মুক্তচিন্তা সম্পাদকের

(শেষের পাতার পর)

একটি খবরের প্রেক্ষিতে খবরটি মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন অভিযোগ করে সুপ্রীম কোর্ট অব দ্যা ষ্টেট অব নিউইয়র্ক কাউন্টি অব কুইন্স-এ মামলা দায়ের করা হয়। এছাড়াও আরো ৭ জনের বিরুদ্ধে একই আদালতে রিপন মিয়া পৃথক আরো একটি মামলা দায়ের করেছেন। এই মামলার ইনডেক্স নং ৭০৮২৩৩/২০২২.

গত বুধবার বিকেলে জ্যাকসন হাইটসের একটি রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মোহাম্মদ রিপন মিয়া উল্লেখিত মামলার বিষয়ে লিখিত বক্তব্যে তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়ে মুক্ত চিন্তায় প্রকাশিত খবরের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, আমার স্ত্রীর সহযোগিতায় লুৎফর রহমান, সুমী খান ও ফুয়াদ আমার বাড়ী বেচাকেনা নিয়েও প্রতারণার আশ্রয় নেয়। এমনকি আমার স্ত্রীর সাথে আমার বাসার ভাড়াটিয়া ফুয়াদের অনৈতিক সম্পর্কের কারণে আমাদের দাম্পত্য জীবনে অশান্তি নেমে আসে। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে আমি আমার বিযুক্ত স্ত্রী, ফুয়াদ ও তার বন্ধুদের বিরুদ্ধে মামলা করতে বাধ্য হই। তিনি দাবী করেন তিনি কখনো প্রয়াত বিএনপি নেতা, সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাঈফুর রহমানের ড্রাইভার ছিলেন না।

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, মুক্তচিন্তায় প্রকাশিত খবরটি সত্য নয়, এমনকি আমার পক্ষে খবর প্রকাশের জন্য ফরিদ আলম ২৫ হাজার ডলার দাবী করেন এবং উদ্ভুত পরিস্থিতিতে আমি আমার সন্তানের সামনে ১০ হাজার ডলার নগদ ডলার দেই। পরে আরো অর্থ দাবী করেন মুক্তচিন্তা সম্পাদক।

অপর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন আমরা পত্রিকাগুলোতে প্রতিবাদ জানাবো এবং যারা মিথ্যা খবর প্রকাশ করেছেন তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে রিপন মিয়ার সম্মতি সাপেক্ষে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন লীগ্যাল নেটওয়ার্ক-এর কর্ণধার জেকব মিল্টন।

রমজানে ইসলামের ঐতিহাসিক

(শেষের পাতার পর)

নাজিল হয়েছে। কোরআনে কারিমের একাধিক জায়গায় তা উল্লেখ আছে। কোনো কোনো বর্ণনা মতে, রাসুল (সা.)-এর ঐতিহাসিক মিরাজের ঘটনাও রমজান মাসে সংঘটিত হয়েছিল। এ ছাড়া ইসলাম ও মুসলিমদের ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বুকে ধারণ করে আছে এ রমজান মাস। নিম্নে সে বিষয়ে আলোচনা করা হলো-

ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ

ইসলামের চিরস্মরণীয় ও গৌরবময় একটি অধ্যায় হলো বদর যুদ্ধ। মক্কার অদূরে বদর নামক স্থানে এ মাসেই সংঘটিত হয়েছিল ঈমান ও কুফরের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ। ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে তথা দ্বিতীয় হিজরির ১৭ রমজান এ প্রান্তরেই সংঘটিত হয়েছিল মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যকার এ ঐতিহাসিক যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মাত্র ৩১৩ জন প্রায় নিরস্ত্র মুসলমানের মোকাবেলায় শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হয় কাফির বাহিনীর সহস্রাধিক সশস্ত্র সৈন্যকে। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সরাসরি তিন থেকে পাঁচ হাজার ফেরেশতা দিয়ে মুসলমানদের সাহায্য করা হয়। এ যুদ্ধে পৃথিবীর ইতিহাসে মহাবিপ্লব সাধিত হয়েছে। তাই পবিত্র কোরআনে এ যুদ্ধকে 'ইয়াওমুল ফোরকান' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বদর যুদ্ধে আবু জাহেল, উতবা, শায়বাসহ মোট ৭০ জন কাফির নিহত হয়। আরো ৭০ জন কাফির মুজাহিদদের হাতে বন্দি হয়। অন্যদিকে ১৪ জন মুসলিম মুজাহিদ বীরবিক্রমে লড়াই করে শাহাদাতের গৌরব অর্জন করেন। বন্দিদের সঙ্গে রাসুল (সা.)-এর ক্ষমাসুলভ আচরণ দেখে মুগ্ধ হয়ে পরবর্তী সময়ে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন।

মক্কা বিজয়

অষ্টম হিজরির ২০ বা ২১ রমজান জুমাবার রাসুল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম মক্কা বিজয় করেন। একসময় কাবাগৃহ ছিল বিশুদ্ধ একত্ববাদের কেন্দ্রস্থল। একমাত্র আল্লাহর বন্দেগির জন্য আল্লাহর নির্দেশে এটি পুনর্নির্মাণ করেছিলেন হজরত ইবরাহিম (আ.)। এটি মুশরিকদের দখলে থাকায় শিরকের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল। রাসুল (সা.) তাওহিদের এ পবিত্র স্থানকে শিরকের নাপাকি থেকে মুক্ত করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কায় প্রবেশ করে কোনো প্রতিশোধ গ্রহণের কথা বলেননি। তিনি এ মর্মে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন- এক. যারা আপন ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকবে তারা নিরাপদ। দুই. যারা আবু সুফিয়ানের ঘরে থাকবে তারাও নিরাপদ। তিন. যারা কাবাগৃহে আশ্রয় নেবে তারাও নিরাপদ।

নাখলা নামক জায়গার মূর্তি অপসারণ

রাসুল (সা.) অষ্টম হিজরির ২৫ রমজান হজরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.)-এর নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন নাখলা নামক জায়গার একটি বৃহদাকার মূর্তি অপসারণের জন্য। কাফিররা এর পূজা করত, যার নাম ছিল উজজা। খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) নিজ হাতে ওই মূর্তি অপসারণ করেন। এরপর তিনি বলেন, আর কখনো এখানে উজজার উপাসনা হবে না। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ৪/৩১৬)

তায়েফে লাত নামক মূর্তি অপসারণ

নবম হিজরির রমজান মাসে তায়েফের সাকিফ গোত্র স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং তারা নিজেরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের উপাস্য 'লাত' নামক মূর্তি অপসারণ করে। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ৫/৩১৬)

ঐতিহাসিক তাবুক যুদ্ধ

নবম হিজরির রজব মাসে তাবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু তাবুক যুদ্ধের কিছু ঘটনা সংঘটিত হয় নবম হিজরির রমজান মাসে। (আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু : ৩/১৬২৭)

তাবুক মদিনা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম। মদিনা থেকে এটি ৬৯০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এ যুদ্ধ ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে আরবের কাফির ও মুনাফিকদের শেষ চেষ্টা। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম সাম্রাজ্যবাদী শক্তি রোমান ও আরবের কাফিরদের সমন্বয়ে ঘটিত যৌথ বাহিনীর রণ প্রস্তুতিই এ যুদ্ধের মূল কারণ। নবী করিম (সা.) মক্কা বিজয় ও হুনায়েনের যুদ্ধ শেষে যখন মদিনায় ফিরে এলেন, এর কিছুদিন পর সিরিয়া থেকে ফিরে আসা কিছু বণিক দলের কাছ থেকে খবর পেলেন, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস মদিনা আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ লক্ষ্যে সিরিয়া ও আরব সীমান্তে তারা এক বিশাল বাহিনী মোতায়েন করছে। রোম ছিল তৎকালীন দুনিয়ার বৃহৎ শক্তি। মহানবী (সা.) ফায়সালা করেন, হিরাক্লিয়াসের আক্রমণের অপেক্ষা না করে মুসলমানরা নিজেরাই আগে তাদের ওপর আক্রমণ চালাবে। তিনি মদিনার সব মুসলিমকে এ যুদ্ধে শরিক হওয়ার নির্দেশ দিলেন। পরে রোমানরা মুসলমানদের ভয়ে যুদ্ধ না করেই পলায়ন করেছে।

কাদেসিয়া যুদ্ধ

এক বর্ণনা অনুযায়ী কাদেসিয়া যুদ্ধ ১৫ হিজরি সনের রমজান মাসে সংঘটিত হয়। সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর নেতৃত্বে মুসলমান ও রস্তম ফাররাখজাদের নেতৃত্বে পারসিকদের মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তবে ইবনে কাছির (রহ.) তারিখ উল্লেখ ছাড়াই বলেছেন, এটা ১৪ হিজরি সনে হয়েছিল। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ৯/৬১৩) এ যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য ছিল সর্বসাকল্যে ৩৬ হাজার বা তার চেয়ে কিছু বেশি। আর কাফিরদের সৈন্য ছিল দুই লাখ। চার দিন ও তিন রাত প্রচন্ড যুদ্ধ চলার পর কাদেসিয়া যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। মাত্র ৩৬ হাজার মুসলিম সৈন্য দুই লাখ সুসজ্জিত পারসিক বাহিনীকে পরাজিত করে। এ যুদ্ধের ফলে ওই অঞ্চল ইরাকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং সেখানে ইসলামের প্রচার-প্রসারের সব বাধা দূরীভূত হয়। যুদ্ধের পর চার হাজার পারসিক সৈন্য সরাসরি ইসলাম গ্রহণ করে। এ ছাড়া বিভিন্ন গোত্র ও ইরাকে বসবাসরত ধর্মযাজকরা দলে দলে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়।

স্পেন বিজয়

সিপাহসালার তারেক বিন জিয়াদের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী ৯২ হিজরি সনের ২৮ই রমজান সর্বপ্রথম রডারিকের সৈন্যকে পরাজিত করে স্পেন জয় করেন।

ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

সুলতান সালাহ উদ্দিন আইউবি (রহ.) ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সর্বশেষ যুদ্ধ শুরু করেন ১৩৯৩ সালের ১০ রমজান।

আইনে জালুতের যুদ্ধে বিজয়

৬৫৮ হিজরির ১৫ রমজান জুমাবার আইনে জালুত যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী তাতারিদের চিরতরে পরাজিত করে তাদের বলয় থেকে ইসলামী দেশগুলোকে মুক্ত করে।

ইহুদিদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিন রক্ষার যুদ্ধ

ডফলিস্তিনকে ইহুদিদের হাত থেকে পবিত্র করার জন্য সর্বশেষ যুদ্ধ হয় ১৩৯৩ হিজরির ১০ রমজান। ফিলিস্তিনী বীর যোদ্ধারা অস্ত্র ও জনবলের দৈন্য সত্ত্বেও ইহুদিদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। যদিও পরবর্তীতে কিছু গাদ্দার ও দুনিয়ালোভী মুসলিম নেতাদের কারণে ইতিহাসের মোড় পাল্টে যায়। (আত-তারিখুস সিয়াসি লিদ্দাওলাতুল আরাবিয়্যা : ২/২০৪)। এ ছাড়াও আরো বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি এই রমজানে সংঘটিত হয়েছে। লেখক: শিক্ষক, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, বসুন্ধরা, ঢাকা।

বায়তুল মামুর মসজিদ পরিদর্শনে কংগ্রেসম্যান

(প্রথম পাতার পর)

হেকিম জাফরী নিউইয়র্ক সিটির ওজনপার্কস্থ বায়তুল মামুর মসজিদ ও কমিউনিটি সেন্টার পরিদর্শনকালে মুসলিম কমিউনিটি ও মসজিদ সেন্টারের কল্যাণ ও উন্নয়নে সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। গত শুক্রবার তিনি সেন্টারটি পরিদর্শণ করেন। ঐদিন তিনি মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা (মুনা)-এর সোস্যাল সার্ভিস কমিউনিটি ফুডব্যাঙ্ক সেন্টারও পরিদর্শন করে। এসময় তিনি জনগণের মাঝে খাদ্য-দ্রব্য এবং কভিড-১৯ কিটস বিতরণ করেন। কমিউনিটি লীডার ড. জাহাঙ্গীর কবীর, ইমাম দেলোয়ার হোসেন, মোহাম্মদ এম সুজন প্রমুখ কংগ্রেসম্যান জাফরীকে স্বাগত জানান।

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

ক্ষমতা হারানোর পর প্রথম সংবাদ সম্মেলনে যা বললেন ইমরান খান

(৪৬ পাতার পর)

তার প্রথম সংবাদ সম্মেলন। এর আগে শুক্রবার লাহোরে ব্যাপক জনসমাগমের মধ্য দিয়ে দলের শক্তি প্রদর্শন করে পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)। ওই সমাবেশে ইমরান খান রাজধানী ইসলামাবাদে আসতে নেতা-কর্মীসহ সাধারণ জনগণকে প্রস্তুত থাকতে বলেন। শনিবার সংবাদ সম্মেলনে ইমরান খান বলেন, তিনি তারিখ জানাবেন। তবে তার আগে গ্রাম পর্যায় থেকে শুরু করে দলের সর্বস্তরের নেতাদের 'প্রকৃত স্বাধীনতা'র জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামাবাদে জনতার ঢল নামবে উল্লেখ করে ইমরান খান বলেন, মানুষের মধ্যে পূর্বের যেকোনো সময়ের থেকে তিনি রাজনৈতিক সচেতনতা দেখছেন।

পাকিস্তানের সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাদের সঙ্গে যে 'কৌতুক' করা হয়েছে জনগণ তা উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। অসংখ্য 'ক্রিমিনাল' (অভিযুক্ত) এবং জামিনে ছিল এমন ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠনের সমালোচনা করেন তিনি। রাজধানীতে যাত্রা সফল করতে আগামী ২৭ রমজান দেশব্যাপী প্রার্থনা করা হবে বলেও জানান তিনি।

জাতীয় পরিষদে বিরোধী জোটের আনা অনাস্থা ভোটে হেরে ৯ এপ্রিল ক্ষমতাচ্যুত হন ইমরান খান। এই অনাস্থা প্রস্তাবের নেপথ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে অভিযোগ করে আসছেন তিনি। সরকার থেকে বিদায় নেওয়ার পর বিক্ষোভ প্রদর্শন ও একের পর এক সমাবেশ করছে পিটিআই। দ্রুততম সময়ে নতুন নির্বাচনের দাবিতে সোচ্চার দলটি। সূত্র: ডন

ইরান ও সৌদি আরবের কূটনৈতিক সম্পর্ক

(৪ পাতার পর)

দেশের মধ্যে বৈঠকের খবর নিশ্চিত করেছে ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের (এসএনএসসি) পরিচালিত সংবাদমাধ্যম নুরনিউজ।

বৈঠকে ইরানের পক্ষে অংশ নিয়েছিলেন এসএসএসসির কয়েকজন মুখপাত্র। অন্যদিকে সৌদি আরবের হয়ে উপস্থিত ছিলেন দেশটির গোয়েন্দাপ্রধান খালিদ বিন আলী আম হুমাইদান। তবে ওই বৈঠক কবে অনুষ্ঠিত হয়েছে, তা জানানো হয়নি। বাগদাদের বৈঠকে ইরান ও সৌদি আরবের প্রতিনিধিরা দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রধান বাধাগুলো নিয়ে ইতিবাচক পরিবেশে আলোচনা করেছেন। এই পদক্ষেপ ভবিষ্যতে দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠকের পথ তৈরি করতে পারে বলে উল্লেখ করেছে নুরনিউজ।

২০১৬ সাল থেকে তেহরান ও রিয়াদের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক বন্ধ রয়েছে। তবে দ্বিপক্ষীয় ও আঞ্চলিক উত্তেজনা কমাতে আলোচনায় বসতে আগ্রহ দেখিয়ে আসছে দুই দেশই। তবে এ নিয়ে গত বছরের এপ্রিল পর্যন্ত তেমন অগ্রগতি হয়নি। গত এপ্রিলে ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যে বৈঠক শুরু হয়। সে সময় থেকে পাঁচটি বৈঠকই অনুষ্ঠিত হয়েছে বাগদাদে। এদিকে সর্বশেষ বৈঠকের আয়োজন করতে ইরাকের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে ওমানও।

৬ বছর আগে সৌদি আরব ১ দিনে ৮১ জনের মৃত্যুদ- কার্যকর করে, যাঁদের বেশির ভাগ শিয়া মুসলিম। শিয়া সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী এক ধর্মীয় নেতার মৃত্যুদ- কার্যকর করার প্রতিবাদে তেহরানে সৌদি দূতাবাসে হামলা চালান বিক্ষোভকারীরা। ওই ঘটনার জেরে ইরান ও সৌদি আরব কূটনৈতিক সম্পর্কে ইতি টানে।

এ ছাড়া সাত বছরের বেশি সময় ধরে চলা ইয়েমেন যুদ্ধে পরস্পরবিরোধী অবস্থানে রয়েছে ইরান ও সৌদি আরব। ইয়েমেন সরকারের পক্ষে রয়েছে সৌদি নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট। তাদের বিরুদ্ধে লড়ছেন ইরান-সমর্থিত হুতি যোদ্ধারা।

যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের বাইরে গায়ে আগুন দিলেন একজন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের সামনে এক ব্যক্তি নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। গত শুক্রবার এ ঘটনা ঘটে। এক সপ্তাহের মধ্যে রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে পার্লামেন্ট ভবন ক্যাপিটলের কাছে এটা দ্বিতীয় অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা।

সুপ্রিম কোর্টের মুখপাত্র প্যাট্রিসিয়া ম্যাককেব এক বিবৃতিতে বলেন, স্থানীয় সময় শুক্রবার (২২ এপ্রিল) সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে একজন ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্ট ভবনের সামনের প্লাজায়যান এবং নিজের শরীরে আগুন ধরিয়ে দেন। এটি কোনো জননিরাপত্তাসংক্রান্ত বিষয় নয়। এতে অন্য কেউ আহতও হননি। তবে দগ্ধ ওই ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরিস্থিতি, পরিচয় বা কেন এমনটা করেছেন সেসব বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়নি।

ওই ঘটনার পরপরই ইউএস ক্যাপিটল পুলিশ টুইট করে জানায়, স্বাস্থ্যবিষয়ক জরুরি প্রয়োজনে একটি মেডিকেল হেলিকপ্টার ক্যাপিটলের কাছে অবতরণ করেছে। পরে হেলিকপ্টারটি ক্যাপিটল প্লাজায় অবতরণ করে ওই ব্যক্তিকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এলাকাটিতে সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে সেখানে তদন্ত চলছে।

কয়েক দিন আগে ওই এলাকার ওপর দিয়ে প্যারাস্যুট স্টান্ট উড়ে গেলে ক্যাপিটল ভবনে সতর্ক সংকেত বেজে ওঠে। এর পরপরই ভবন থেকে সবাইকে সরিয়ে নেওয়া হয়। মহড়ার অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর 'প্যারাস্যুট ডেমনস্ট্রেশন টিম' ওই এলাকার ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় সতর্ক সংকেত বেজে উঠেছিল।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতুন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামুক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যোগাযোগ করুন:
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

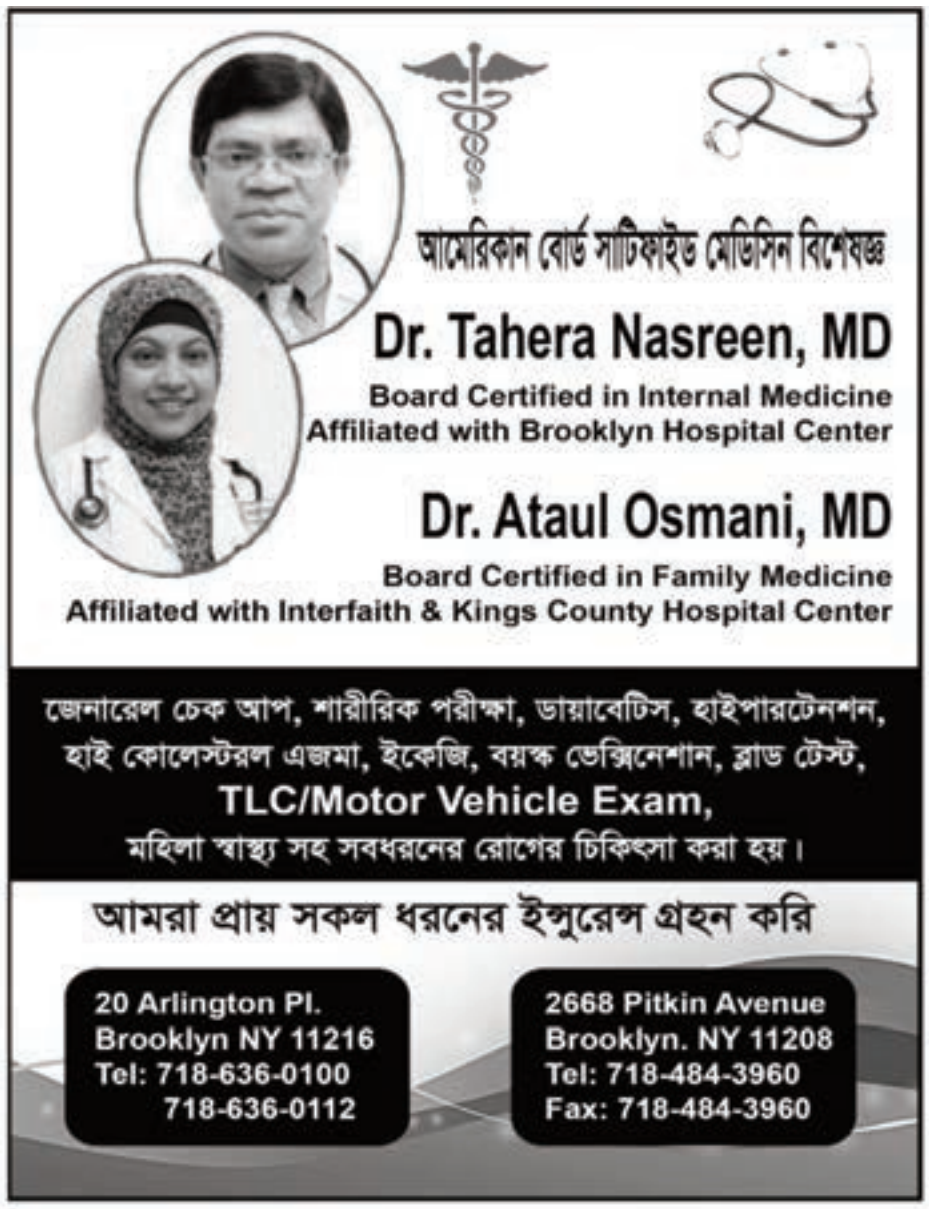
মহাকাশ যানে হামলা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করতে পারে: রাশিয়া

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: রাশিয়ার জাতীয় মহাকাশ সংস্থা রসকসমসের প্রধান দিমিত্রি রোগজিন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, মহাকাশ যানে হামলা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে নিয়ে যেতে পারে। শনিবার (২৩ এপ্রিল) তিনি এই হুঁশিয়ারি দেন। তিনি বলেন, একটি ব্যাপার মনে রাখতে হবে, বিদেশি মহাকাশ যান ধ্বংসের মানে হলো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এটি যুক্তিসঙ্গত এবং এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। খবর আরটির।

ওয়াশিংটনের অ্যান্টি-স্যাটেলাইট ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালানো বন্ধের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে দিমিত্রি রোগজিন এসব মন্তব্য করেন। এর আগে গত সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস পরীক্ষা বন্ধের ওই ঘোষণা দেন। কমলা হ্যারিস বলেন, ওই রকম পরীক্ষার সময় স্যাটেলাইট ধ্বংসের বিষয়টি 'হঠকারী এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন'। কারণ এতে বিপজ্জনক ধ্বংসাবশেষের সৃষ্টি করে।

এই ব্যাপারে রোগজিন বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে নিজেদের প্রয়োজনীয় পরীক্ষা চালিয়ে এখন 'শান্তির দূতের ভাব নিচ্ছে'। তাই তাদের এই মনোভাবকে কঠোরভাবে প্রোপাগান্ডা হিসেবে দেখা উচিত। এ সময় রোগজিন যুক্তি দেখান, যুক্তরাষ্ট্রের মানুষবিহীন শাটলসদৃশ মহাকাশ যান বোয়িং এক্স-৩৭ বর্তমানে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। দেশটি সম্ভাব্য গুপ্তচরবৃত্তি এবং গণ-বিধ্বংসী অস্ত্র বহনের জন্য এটিকে ব্যবহার করতে পারে। তিনি বলেন, মহাকাশে অস্ত্র স্থাপন নিষিদ্ধে চীন ও রাশিয়ার একটি চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাবে ওয়াশিংটনের 'নির্লিপ্ততা' দেখা গেছে।









Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

সাভারে জমি বিক্রয়

ঢাকার সাভারে পঙ্গু হাসপাতাল সংলগ্ন ৪ শতাংশ জমির উপর দোকান ও ঘরসহ সম্পূর্ণ দেওয়াল করা এক তলা নি:কন্টক জমি বিক্রয় হবে। মালিক নিউইয়র্কে বসবাসকারী বিধায় দলিল হস্তান্তর ও মূল্য নির্ধারণ ইউএস ডলারে হবে। যোগাযোগ: ১-৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০
এ-১৮/২৫

অ্যাপার্টমেন্ট ও এক রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ায় মনোরম পরিবেশে ২ বেড রুমের অ্যাপার্টমেন্ট ও এক রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫
এ-১৮/২৫

WANTED

Work from Home-Seeking Real-Estate Telemarketer (Cold Caller) Knowledgeable in NYC. Excellent Command in English. Contact: 917-523-4452 or 917-417-2032. e-mail: mkskarn@gmail.com

এ-১৮/২৫

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

ব্রঙ্কস এর জেরিগা এভিনিউর উপরে ৬ ট্রেন সনাবওয়ে এবং স্টারলিং এভিনিউ এর অতি সন্নিকটে সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ : ৬৪৬-৭৩২-৮৭৯০।

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

জরুরী নিয়োগ

ম্যাসাচুসেটস এ স্প্রীং ফিল্ড শহরে একটি স্টোরে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। যোগাযোগ: ৪১৩-৩১৪-৮৪৯১
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ডিটমার্স বুলেভার্ড সাবওয়ের কাছে দুই বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: জামিল। ফোন: ৩৪৭-৬৭৯-০৭৮০
এ-১৪/২১

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট, হলিস, নিউইয়র্ক ১১৪২৩ ঠিকানায় ফাস্ট ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ছোট পরিবারের কাছে (২/৩ সদস্য) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
জা-১০/১৭

রুম ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকা এস্টেটে তিন তলা ফ্ল্যাটের একটি ফামিলির সাথে থাকার জন্য একটি সম্পূর্ণ পৃথক ফার্নিসড রুম ইউটিলিটি সহ একজন ব্যাচেলর অথবা স্বামী-স্ত্রীর কাছে ভাড়া হবে। বাসার এক ব্লকের মধ্যে এফ ট্রেন সবওয়ে (লাস্ট স্টপেজ) এবং অন্তত ৫/৬টি বাস স্টপেজ। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০ অথবা ৯১৭-৩০০-৫০০৪
ফে-০৭/২১

আবশ্যক

টেক্সাসের সান এন্টনিও শহরে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আবাসিক হোটেলে ফ্রন্ট ডেস্ক ও হাউস কিপিংয়ে লোক প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন। মনির: ৬৬১-৩৭৩-১৫২৮
ন-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউডে (১৩৯ স্ট্রীট, ৮৭ এভিনিউ) এফ ট্রেনের সন্নিকটে আগামী মার্চ মাস থেকে প্রাইভেট হাউজের নীচতলা তিন রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস, ট্রেন স্টপেজ- কয়েক ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪০-৬০৬২
জা-৩১/ফে-০৮

আবশ্যক

নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের সাফক কাউন্টিতে একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য ফুল টাইম/পার্ট টাইম ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। প্রার্থীকে অবশ্যই অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। যোগাযোগ: ৬৩১-২৭৫-০০৭
মা-২৮/০৪

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়া ডিটমার্স বুলেভার্ড সাবওয়ের কাছে দুই বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ জামিল ৩৪৭-৬৭৯-০৭৮০

বেসমেন্ট ভাড়া

জেরিগা এভিনিউ(ব্রঙ্কস) এর উপরে ৬ ট্রেন সাবওয়ে এবং স্টারলিং এভিনিউ এর অতি সন্নিকটে সেমিবেসমেন্ট আগামী ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৩২-৮৭৯০

ইয়েলো ট্যাক্সি মেডালিয়ান বিক্রয়

গাড়ীসহ হুইল চেয়ার ট্যাক্সি মেডালিয়ান বিক্রয় হবে। আগ্রহী ব্যক্তি যোগাযোগ করুন: ফোন: ৩৪৭-৩৪৫-৮৭০০

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

পাত্র আবশ্যক

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, সুশ্রী, শান্ত স্বভাবের কানাডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষে অধ্যয়নরতা, ২৩ বছর বয়সী, সিটিজেন, নামাজী পাত্রীর জন্য নামাজী উপযুক্ত ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৬৪৭-৬৩৭-৫৭৮৯
মা-০৭/২৮

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার ১৬৮ হিলসাইড এভিনিউর ১৬৯ সাবওয়ের (এফ ট্রেন) একেবারে সাথে এপারটমেন্ট বিল্ডিংএ একজন অধুমপায়ী, কর্মজীবি রুমমেট আবশ্যক। রুম খালি আছে, ১ জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের ১ তারিখ থেকে উঠতে পারবে। মাসিক ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: মান্নান। ফোন: ৩৪৭-৪২০-২৬৯২ ডি-২৭/জা-০৩

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

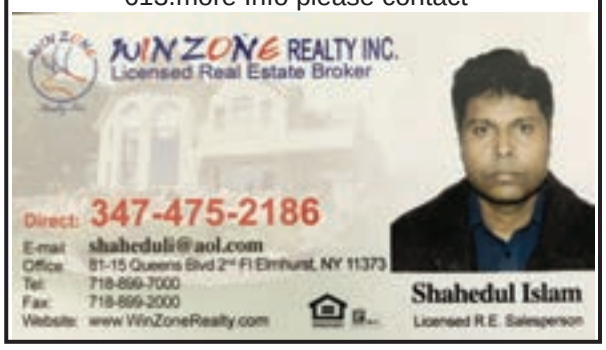
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে। কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।
ফোনঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

গাড়ীসহ
ব্যক্তিগণ
ন-২৯/ডি

মুনা জ্যাকসন হাইটসে মসজিদের জন্য বাড়ী ক্রয়

(শেষের পাতার পর)

খ্যাত জ্যাকসন হাইটস। এই এলাকা বাংলাদেশীদের বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ছাড়াও গণমাধ্যমের কেন্দ্রস্থল। জ্যাকসন হাইটসে একাধিক মসজিদ থাকলেও একটি বহুমুখী ইসলামিক সেন্টার ও মসজিদ নির্মাণের লক্ষ্যে জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে ৩৫-৩৫,৭১ ষ্ট্রিটে প্রায় ৬০০০ বর্গফুটের একটি বাড়ি ক্রয় করেছে মুসলিম উম্মাহ অফ আমেরিকা (মুনা)। গত ১৯ এপ্রিল ইসলামিক সেন্টারের জন্য বাড়ীটি ক্লোজিং হয় বলে জানান, মুনা জ্যাকসন হাইটস চ্যাপ্টার সভাপতি মমিনুল ইসলাম মজুমদার। যার ক্রয়মূল্য ১,৫৩০,০০০.০০ ডলার।

মমিনুল ইসলাম মজুমদার বলেন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মুসলমানদের কাছে মসজিদের স্থান সবার উপরে। মুসলিম জনগোষ্ঠির বহু কর্মকান্ড মসজিদ কেন্দ্রিক। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভিবাসীগণ মসজিদকে সন্তান-সন্ততিদের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য ব্যবহার করছেন। একই সাথে, কমিউনিটির সকলের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে মসজিদ একটি আদর্শ মিলনকেন্দ্র। অত্র এলাকায় বাংলাদেশীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন মসজিদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে আল্লাহর ঘরকে ঘিরে বৃদ্ধি পেতে থাকে মুসলিম কমিউনিটির সদস্য সংখ্যা। বর্তমানে মসজিদ গুলোতে মুসল্লিদের স্থান সংকুলান সম্ভব হয় না। তাই কমিটির সম্মানিত সদস্যরা স্বপ্ন দেখেন বড় পরিসরে মসজিদ ভবন প্রতিষ্ঠার। এরই মধ্যে ১৫,৫৩,০০০ লাখ ডলার ব্যয়ে মসজিদের জন্য সুপরিসর একটি জায়গা ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে জ্যাকসন হাইটস মুনা। ভবিষৎ প্রজন্মের প্রতি লক্ষ্য রেখে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নিয়ে বহুমুখী কমপ্লেক্স নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে মসজিদ পরিচালনা কমিটি।

মমিনুল ইসলাম মজুমদার আরো জানান, মুনা সেন্টার অফ জ্যাকসন হাইটস এর মসজিদ হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে "মসজিদ নামিরাহ"। এখানে পাঞ্জেগানা নামাজ, শুক্রবারে জুমআ ও ঈদের নামাজ আদায় ছাড়া ইসলামী তাহজীব তমদ্দুন, নৈতিকতা প্রশিক্ষণের জন্য থাকবে ইসলামিক স্কুলের ব্যবস্থা, যা আধুনিক ও ইসলামি শিক্ষার সমন্বয়ে একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে ইনশাআল্লাহ। নতুন মসজিদে পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক নামাজের স্থান ছাড়াও থাকবে ফুলটাইম ইসলামিক স্কুল (মাদ্রাসা), হিফজুল কুরআন বিভাগ, দাওয়াহ সেন্টার, ইসলামিক লাইব্রেরী, মিডিয়া সেন্টার, কমিউনিটি সেন্টার, ডে কেয়ার সেন্টার, ইয়ুথ সেন্টার, সুস্থ বিনোদন কেন্দ্র ও সোস্যাল সার্ভিসের ব্যবস্থা।

তিনি বলেন, অত্যন্ত ব্যয় বহুল এলাকা জ্যাকসন হাইটস। এই বাড়ী ক্রয় করার সম্পূর্ণ অর্থ মুনা'র কর্মী, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের অনুদান ও কর্জে হাসানা থেকে আসা। বলেন, একদিন আমরা হয়তো অনেকেই থাকবো না, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান টিকে থাকবে শত শত বছর ইনশাআল্লাহ।

দেশ চালাবে মাফিয়া সিন্ডিকেট!

(শেষের পাতার পর)

এরশাদ প্রয়াত হয়েছেন। নয় বছর শাষন করেছেন, একটা বড় দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন, সেই অর্থে তিনিও একজন জাতীয় নেতাই ছিলেন। প্রবীণদের মধ্যে ড. কামাল হোসেন শাহ মোয়াজ্জম হোসেন ছাড়া আর কেউ জীবিত নাই, দুইএকজন থাকলেও রাজনীতিতে তেমন সক্রিয় নন। মতিয়া চৌধুরী তোফায়েল ভাই আমির হোসেন আমু, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু শেখ শহিদুল ইসলাম, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বা মেনন ভাইদের মত যারা আছেন, জাতীয় নেতা হিসেবে উঠে আসার সম্ভাবনা ছিল। সুযোগ পান নাই বা সুযোগ নেন নাই, অথবা ক্ষমতার বলয়ে থেকে উচ্ছিষ্টভোগকে পরম আরাধ্য জ্ঞান করেছেন। তাদের এখন আর সেই ভাবমূর্তি নাই, বয়স নাই। সম্প্রতিকালে কয়েকজন মাঠ গড়ম করছেন, কিন্তু একক জাতীয় নেতার ধাপে উন্নীত হতে পেরেছেন ক'জন খুঁজতে হবে।

একজন নেতা জাতীয় নেতার পর্যায়ে উঠে আসেন অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। যে দুই ভদ্রমহিলা তিন দশক ধরে দেশ চালিয়ে আসছেন দু'জনেরই রাজনীতিতে অভিষেক প্রায় কাছাকাছি সময়ে। এবং দু'জনেরই আসা একরকম উত্তরাধিকারসূত্রে। জিয়াউর রহমান যখন মারা যান বেগম খালেদা জিয়া নিতান্তই একজন গৃহবধু। বিচারপতি সাত্তারকে প্রেসিডেন্ট করা নিয়ে বিএনপির মধ্যে সৃষ্ট মতভেদের জেরে বি চৌধুরী, মওদুদ আহমদরা বেগম জিয়াকে রাজনীতিতে নামান। নেতৃত্বের কোন্দলে জর্জরিত আওয়ামী লীগের সমূহ ভাঙন ঠেকাতে আপোষ ফর্মূলা হিসেবে শেখ হাসিনার আগমন। ঘটনাচক্রে এই প্রক্রিয়ার সাথে আমারও এক ধরনের ইন্নোসেন্ট ইনভলবমেন্ট ছিল। একটু খুলে না বললে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে। আমি তখন আওয়ামী লীগের মুখপত্র বলে পরিচিত একটি সাপ্তাহিকের বার্তা সম্পাদক। তিনদিন পর ইডেন হোটেলে দলের কাউন্সিল অধিবেশন। আব্দুল মালেক উকিল গ্রুপ এবং মহিউদ্দিন-রাজ্জাক গ্রুপের দ্বন্ধ চরমে। নেতা নির্বাচনের প্রশ্নে দল আর এক দফা ভাঙনের মুখোমুখি। সম্মেলনের আগের দিন আমাদের কাগজ বের হবে। লীড করতে হবে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল। সর্বশেষ পরিস্থিতি বুঝতে আমি একবেলা ইডেন হোটেলে ঢু মারি। নেতাদের সাথে কথা বলে বুঝতে পারি দুই পক্ষই যার যার অবস্থানে অনড়। ফিরে এসে সম্পাদকের সাথে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করে একটা টেবিলমেড স্টোরি লিখে ফেলি, যার বিষয়বস্তু ছিল দলের ঐক্য ধরে রাখতে শেখ হাসিনাকে দলের প্রধান করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা হচ্ছে। সম্পূর্ণ নতুন একটা আইডিয়া, যা ছিল তখন অনেকের ধারনার বাইরে। মোটা হরফে আট কলাম ব্যানার হেডিং 'শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী'। পরদিন এই নিউজ বাজারে আসার পর দলে হৈচৈ পড়ে যায়। মালেক উকিল ছুটে আসেন পত্রিকা অফিসে। জানতে চান এই নিউজের সূত্র কি বা এর সত্যতা কতটুকু। যাই হোক দুইদিন পর সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে শেখ হাসিনাকে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত করা হয়। দলের ভাঙন রোধ হয়। এর কিছুদিন পর তিনি দিল্লি থেকে দেশে ফেরেন। যার যেভাবেই আগমন ঘটে থাকুক এরশাদের পুরো শাষনকাল ধরে আন্দোলন সংগামের মধ্য দিয়ে উভয় নেত্রীই নেতৃত্বে পোক্ত হয়ে ওঠেন। দলে তারা অনিবার্য বিবেচিত হন। কয়েক দফা সরকার পরিচালনার মধ্য দিয়ে দুই নেত্রীই একক জাতীয় নেতায় উপনীত হয়েছেন।

বেগম জিয়া অসুস্থ্য। প্রায় শয্যাশায়ী। মামলায় জেল খাটছেন। এটা কোন বড় কথা না। রাজনৈতিক কারনে মামলা, বাতাস ঘুড়ে গেলে জেল হাজতের ফটকও খুলে যাবে। কিন্তু বেগম জিয়ার যে শারিরীক কন্ডিশন তাতে কতটা তিনি শশরীরে নেতৃত্ব দিতে পারবেন সে ব্যাপারে সন্দেহ তো আছেই। শেখ হাসিনা টানা তের বছর ক্ষমতায়। আরও কত বছর থাকবেন তা সময় বলে দেবে। কিন্তু একদিন তো তাকেও বিদায় নিতে হবে। এর পর! শেখ হাসিনার পর আওয়ামী লীগে নেতা কে! পরিবারতন্ত্রের ধারাবাহিকতায় বেগম জিয়া না হয় ছেলেকে সামনে নিয়ে এসেছেন, শেখ হাসিনা তো ছেলে মেয়ে বা পরিবারের কাউকে দাঁড় করালেন না। দলে কোন সেকেন্ডম্যানও তৈরী করেন নাই। জিয়াউর রহমান এরশাদ ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী পদ রেখেছিলেন। '৯১এ ক্ষমতায় এসে বেগম জিয়া দুইটি পদই উঠিয়ে দেন। সেই ধারাবাহিকতা সযত্নে রক্ষা করে চলেছেন শেখ হাসিনা। প্রেসিডেন্টের একটা ভাইস থাকলে সংসদে দুইএকটা উপপ্রধানমন্ত্রী থাকলে অন্তত: সেকেন্ডম্যান থার্ডম্যানের অপশন তৈরী হতো। ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার এই স্বৈরাচারি চল আজ দেশের প্রধান দুই দলকেই এক ধরনের নেতৃত্ব শুণ্যতায় ফেলে দিয়েছে। বিএনপিতে মহাসচিব পদে বসাতে হয়েছে মফস্বল থেকে উঠে আসা এক নেতাকে, আওয়ামী লীগের মত দলে সম্পাদক সেদিনের ছাত্রনেতা। পোড়খাওয়ারা ব্যাকবেঞ্চে হাইব্রিডরা ছড়ি ঘোরায়। সামনে নতুন প্রেসিডেন্ট বানাতে হবে দলেও নতুন সেক্রেটারি দরকার, লোক কোথায়! প্রেসিডেন্ট হওয়ার মত মানুষ দেশে অনেকই আছেন, কিন্তু শেখ হাসিনা দলের বাইরে কাউকে বিশ্বাষ করেন না। হয়তো দেখা যাবে এমন একজনকে খুঁজে বের করেছেন পাবলিকের কাছে তিনি হাস্যরসের খোরাক হয়ে উঠেছেন!

নেতা কখনও বাই এ্যাপয়েন্টমেন্ট হয় না। আন্দোলন সংগ্রাম বা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একজন নেতা তৈরী হয়। নেতা বলতে যাদেরকে বোঝায়- শেরে বাংলা, মাওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মিজানুর রহমান চৌধুরী- এদেরকে নানা ঘাতপ্রতিঘাত পেরিয়ে নেতৃত্বের পর্যায়ে আসতে হয়েছে। স্বাধীনতার পরও যাদেরকে দেখেছি, মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ, আতাউর রহমান খান, মনি সিংহ, আবুল হাশিম, অলি আহাদ, ড. আলীম আল রাজী, অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ, মশিউর রহমান যাদু মিয়া বা চরমপন্থী আব্দুল মতিন, মোহাম্মদ তোয়াহা, আব্দুল হক, আলাউদ্দিন, দেবেন সিকদার- একএকজন পোড়খাওয়া রাজনীতিক। নেতা বলতে বুঝতাম আমরা এদেরকে। ছাত্র আন্দোলন শ্রমিক আন্দোলন পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়েও বেশ কয়েকজন বের হয়ে এসেছিলেন। সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মনি, আব্দুর রাজ্জাক, কাজী জাফর আহমদ, মোহাম্মদ ফরহাদ, রাশেদ খান মেনন, মতিয়া চৌধুরী, সাইফুদ্দিন মানিক, আ স ম রব, শাহাজান সিরাজ, আব্দুল মান্নান ভুইয়াসহ আরও কয়েকজন। এদের প্রত্যেকেরই আইকনিক জাতীয় নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কেউ মারা গেছেন, কেউ রাজনীতি থেকে নির্বাসনে চলে যান কেউ বা শেষ বয়সে ক্ষমতার উচ্ছিষ্টভোগে লিপ্ত হয়ে জাত-কুল সব খুইয়েছেন।

তৃতীয় বিশ্বের অসভ্য অগনতান্ত্রিক দেশগুলোয় রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্র একটা রীতি হয়ে উঠেছে। রাজার ছেলে রাজা, এই নীতিতে দলে বা সরকারে ক্ষমতায় যিনি থাকেন সাকসেসর হিসেবে স্ত্রী সন্তান বা পরিবারের কাউকে বসিয়ে যান। স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে এই চল কিন্তু ছিল না। বঙ্গবন্ধু তার জীবদ্দশায় পরিবারের কাউকে উত্তরাধিকারি মনোনয়ন করেন নাই। ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনি বা শেখ শহিদুল ইসলাম যতটুটু এগিয়েছিলেন নিজেদের যোগ্যতায়। ছেলে শেখ কামাল তখনও ছাত্র, শেখ হাসিনা গৃহবধু। বঙ্গবন্ধুর পরিবার থেকে কে উত্তরাধিকারি হবেন বা আদৌ কেউ হতেন কিনা সে চিন্তাও তখন কেউ করতো না। কারন দলে বেশ কয়েকজন হেভিওয়েট জাতীয় নেতা মওজুদ ছিলেন। জিয়াউর রহমান সরকার এবং দল থেকে আত্মীয় পরিজনকে সব সময় দুরে রেখেছেন। এরশাদ উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গেছেন মৃত্যুর কিছুকাল আগে। নব্বইয়ের পর এই চল শুরু হয় বেগম জিয়া তার ছেলেকে রাজনীতিতে নামানোর মাধ্যমে। এখন ছেলেই দলের কার্যকরি প্রধান। এদিক থেকে শেখ হাসিনা পিছিয়ে। হতে পারে তিনি মনে করছেন আরও দশ পনের বছর ক্ষমতায় থাকছেন, শেষের দিকে নাহয় পরিবারের কাউকে বসিয়ে দেবেন। অবশ্য রাজনীতিতে জোতিষবিদ্যার কোন স্থান নাই, সময়েরটা সময়ই বলে দেবে।

সভ্য দেশে নেতা উঠে আসে তৃণমূল থেকে। ছোটখাট সমাজসেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে দল এবং জনগনের মধ্যে ইতিবাচক ভাবমুর্তি গড়ে উঠলেই কেবল কেউ নেতা হতে পারেন। আমাদের দেশে মুলত: ছাত্র রাজনীতি এবং আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নেতা তৈরী হয়। বঙ্গবন্ধুরও হাতেখড়ি ছাত্র আন্দোলন দিয়ে। পঞ্চাশ বা ষাটের দশকের নেতাদের অধিকাংশেরই আগমন ছাত্র রাজনীতির পথ ধরে। সত্তুরের দশকে যে সাড়ে তিন বছর সময় পাওয়া গেছিল সে সময়ও ছাত্র রাজনীতি এবং আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বেশ কয়েকজন নেতার আবির্ভাব ঘটেছিল। এরশাদ শাষনামল ছিল ছাত্র রাজনীতির উৎকর্ষকাল। অনেক ছাত্র নেতা তৈরী হয়েছে এ সময়কালে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত নির্বাচন হতো। ছাত্র সংসদের নেতা থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনেরও নেতা হয়েছেন অনেকে। এবং মূলত: তাদের হাতেই পতন হয়েছে এরশাদের।

একানব্বই সালে তথাকথিত গনতন্ত্রের যাত্রা শুরু হলে ছাত্র সংসদগুলোর নির্বাচন বন্ধ করে দেওয়া হয়। হয়তো ভয় ছিল এইসব নির্বাচনের মাধ্যমে বের হয়ে আসা নেতৃত্বই না একসময় আন্দোলন করে এরশাদের মত সরকার ফেলে দেয়। তিরিশ বছরের সরকারগুলোর ক্ষমতা নিরুপদ্রত রাখার এই হীন মানসিকতার খেসারত দিচ্ছে আজ গোটা জাতি। তিরিশ বছরে কোন নেচারাল লিডার নাই। এখন চল- বাই এ্যপয়েন্টমেন্ট, পিকড্ আপ বা উত্তরাধিকারসূত্র। এই ধরনের প্রক্রিয়ায় যারা চেয়ারে বসেন তাদেরকে আমি নেতা মনে করি না। নেতা সেই, যিনি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠেন। কোন ভুলে যেন আওয়ামী লীগ সরকার একবার ডাকসু নির্বাচন দিয়েছিল, নুর নামে এক দৃঢ়চেতা ছেলে বেরিয়ে এসেছে। ভিপি পদটা ছাত্রলীগ নিতে পারে নাই বলে ওই নির্বাচন আবার বন্ধ। সম্ভবত: সরকার আর কোন নুরকে দেখতে চায় না!

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় ছাত্র রাজনীতি বলে এখন আর কিছু নাই। সরকারি ছাত্র সংগঠন মেরে পিটিয়ে বিরোধী পক্ষদেরকে বিতারিত করেছে। এখন চলছে মাস্তানী চাঁদাবাজী কমিশন বখরা সিট বাণিজ্য ভর্তি বাণিজ্য। এগুলো হচ্ছে দুষ্কর্ম। দুষ্কর্ম যারা করে তারা দুষ্কৃতকারি। আর দুষ্কৃতকারিরা কখনও নেতা হয় না। তার প্রমান আওয়ামী লীগের তের বছরে ছাত্রলীগ থেকে একজনও নেতা হয়ে উঠতে পারে নাই। তিরিশ বছরে প্রাপ্তি এক নুর!

নির্মোহ বিশ্লেষনে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ দিনে দিনে তার রাজনৈতিক চরিত্র হারিয়ে চলেছে। হাইব্রিড মতলববাজ চাটুকার নীতিহীনদের খপ্পরে পড়ে এই দলটি দ্রুতই একটি ফসিল দলে পরিনত হওয়ার প থে। শেখ হাসিনার পর এখানে আর নেতা নাই। অপর বৃহত্তম দল বিএনপিতে নেতৃত্ব সংকট প্রবল। তারপরও উত্তরাধিকার সূত্রে হাল ধরার কেউ আছে। মাঠের নেতাদের মধ্যে মান্না সাহেব কাজ করে যাচ্ছেন। আছে নুর জোনায়েদ সাকি। জেনারেল ইব্রাহিম গুরুতর অসুস্থ, তার আগ পর্যন্ত যথেষ্ঠ সরব ছিলেন। বিদেশ থেকে গেছেন রেজা কিবরিয়া। খুব কনফিডেন্স নিয়ে নানা কথা বলেন। পরের নির্বাচনকে সামনে রেখে আ স ম রব কাদের সিদ্দিকী এবং ছোটবড় বেশ কিছু দলের নেতা গড়ম কথা বলে যাচ্ছেন। কিন্তু জাতীয় রাজনীতিতে শেখ হাসিনা বা বেগম জিয়ার শুন্যস্থান পুরন করতে পারে কে, এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এ ওর মুখের দিকে তাকাতে হয়।

এটাই হচ্ছে বাস্তবতা। ধরে নিলাম এখন যারা মাঠে আছেন তারাই এক সময় জাতীয় নেতার কাতারে উঠে আসবেন। তার পর! নতুন প্রজন্মের মাত্র নুর! কথায় বলে রাজনীতির নিয়ন্ত্রন এখন আমলা আর ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের হাতে। তাহলে কি ভবিষ্যতে দেশ চালাবে মাফিয়ারা!

রাজনীতিতে নতুন নেতৃত্ব গড়ে উঠতে না দিয়ে আমাদের নেতা নেত্রীরা জাতির যে সর্বনাশ করেছেন তার মাশুল গুনতে হবে ভবিষ্যত প্রজন্মকে।

হাত-পায়ে ঝিঁঝি ধরলে যা করবেন

(শেষের পাতার পর)

সেটিকেই আমরা ঝিঁঝি ধরা বলে থাকি।

এই উপসর্গটিকে ডাক্তারি ভাষায় বলা হয় 'প্যারেসথেসিয়া'। এটিকে ইংরেজিতে 'পিনস অ্যান্ড নিডলস'ও বলা হয়ে থাকে। শরীরের যে অংশে ঝিঁঝি ধরে, সেখানে অসাড়তার পাশাপাশি এমন একটি অনুভূতি তৈরি হয় যেন অসংখ্য সুঁই দিয়ে এক সাথে ওই অংশে খোঁচা দেয়া হচ্ছে। তবে সাধারণত কিছুক্ষণের মধ্যেই অসাড়তা এবং খোঁচা লাগার মতো অস্বস্তিকর অনুভূতি চলে গিয়ে স্বাভাবিক অনুভূতি ফিরে আসে।

দীর্ঘক্ষণ বসা বা শোয়ার পর যদি হাত বা পা এমন অবস্থানে বেশ কিছুক্ষণ থাকে যেখানে সেটির ওপর লম্বা সময় ধরে চাপ পড়ে, তখন ঝিঁঝি ধরার সম্ভাবনা থাকে। পজিশন পরিবর্তন করলে এ ধরনের অনুভূতি দূর হয়ে যায়, কারণ সংশ্লিষ্ট স্নায়ু চাপমুক্ত হয়। তাই এটাকে 'টেম্পোরারি প্যারেস্থেসিয়া' বা 'সাময়িক ঝিঁঝি ধরা' বলা হয়।

কিন্তু বিভিন্ন কারণে দীর্ঘসময় ঝিঁঝি ধরার মতো ঘটনাও ঘটে থাকে। ঝিঁঝি ধরা লেগে থাকলে বুঝে নিতে হবে যে শরীরে কোনো অন্তর্নিহিত স্বাস্থ্য সমস্যা বা মেডিক্যাল ডিসঅর্ডার রয়েছে। এটাকে 'ক্রনিক প্যারেস্থেসিয়া' বলা হয়। স্বাস্থ্য সমস্যা শনাক্তের পর চিকিৎসা না করলে ক্রনিক প্যারেস্থেসিয়াকে হঠানো যায় না। তাই পজিশন পরিবর্তনেও কাজ না হলে অথবা শারীরিক ভঙ্গি ঠিক থাকার পরও ঝিঁঝি ধরলে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। এখানে সাময়িক ঝিঁঝি ধরা অথবা অসাড় অবস্থা দূর করার পাঁচটি টেকনিক দেয়া হলো।

স্নায়ুকে চাপমুক্ত করুন: সংশ্লিষ্ট স্নায়ু থেকে চাপ দূর করলে ঝিঁঝি অনুভূতি চলে যাবে। স্নায়ুকে চাপমুক্ত করতে শারীরিক ভঙ্গিতে (যেমন- পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকা অথবা বাহুতে ভার দিয়ে ঘুমানো) পরিবর্তন আনুন। অর্থাৎ যদি মনে হয় যে শারীরিক ভঙ্গির কারণে স্নায়ুতে চাপ পড়েছে, তাহলে পজিশন পরিবর্তন করুন।

নড়াচড়া করুন: হাঁটলে অথবা নড়াচড়া করলে রক্তপ্রবাহ বাড়বে এবং ঝিঁঝি ধরার অস্বস্তিকর অনুভূতি চলে যাবে। পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকলে ধীরে ধীরে হাঁটার চেষ্টা করুন অথবা হাতের ভার সরিয়ে নাড়াচাড়া করুন। এর ফলে রক্তপ্রবাহের স্বাভাবিকতা ফিরে এসে কয়েক মিনিটের মধ্যে ঝিঁঝি অনুভূতি দূর হয়ে যাবে।

হাতকে মুষ্টিবদ্ধ করুন ও খুলুন: আপনার হাতে বা বাহুতে ঝিঁঝি ধরলে হাতকে মুষ্টিবদ্ধ করুন ও খুলুন। প্রক্রিয়াটি কিছুসময় পুনরাবৃত্তি করুন। এই ব্যায়ামে দ্রুত রক্তপ্রবাহ বাড়বে ও স্নায়ুগুলো প্রশান্ত হবে। ঝিঁঝি অনুভূতি তাড়াতে ব্যায়ামটি বেশ কার্যকর।

পায়ের আঙুলকে উপর-নিচ করুন: আপনার পায়ে ঝিঁঝি ধরলে পায়ের আঙুলগুলোকে নাড়াচাড়া করলে (বিশেষ করে উপর-নিচ করলে) উপকার পেতে পারেন। পায়ের আঙুলগুলোকে উপর-নিচ করলে রক্তপ্রবাহের স্বাভাবিকতা ফিরে আসে অথবা রক্ত চলাচল বাড়ে। এটা পায়ের অসাড় অবস্থা দূর করে।

মাথাকে এক পাশ থেকে আরেক পাশে ঘোরান: আপনার হাতের বাহুতে ঝিঁঝি ধরলে মাথাকে এক পাশ থেকে আরেক পাশে ঘোরালে অস্বস্তিকর অনুভূতি উধাও হবে। তবে কাজটা করতে হবে ধীরে ধীরে। এতে ঘাড়ের স্নায়ুগুলো থেকে চাপ কমে যায়, যার ফলে বাহুর অসাড়তা দূর হয়ে যায়।

আইপিএলের টাকায় সম্পর্কে ফাটল

(শেষের পাতার পর)

আমাদের জীবনের সবকিছু এখনো সেই অর্থকে ঘিরেই আবর্তিত। সেই অর্থের মোহের কারণেই বন্ধুর সম্পর্ক অনেক সময় 'বন্ধুর' হয়ে যায়। এমন একটি ঘটনার স্মৃতিচারণ করলেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক তারকা ক্রিকেটার অ্যান্ড্রু সাইমন্ডস। ২০০৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপজয়ী অস্ট্রেলীয় দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন সাইমন্ডস। সেই বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার হ্যাটট্রিক শিরোপা জয়ে নেতৃত্ব দেন রিকি পন্টিং।

সেই বিশ্বকাপের পর অস্ট্রেলিয়ার একাধিক কিংবদন্তি ক্রিকেটার অবসর নেন। যে কারণে পরের বিশ্বকাপে ২০১১ সালে প্রত্যাশিত পারফরম্যান্স করতে পারেনি ব্রেট লিরা। পরবর্তীতে প্রকাশ্যে আসে ২০০৭ সালের বিশ্বকাপজয়ী অজি দলের দুই সদস্য মাইকেল ক্লার্ক ও অ্যান্ড্রু সাইমন্ডসের মধ্যে সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতির কারণ।

১৫ বছর পর সেই ঘটনা নিয়ে মুখ খুললেন সাইমন্ডস। জানিয়ে দিলেন আইপিএলের অর্থই দুজনের মধ্যে সম্পর্কে ফাটল ধরে। সাইমন্ডস এখন বলছেন, ২০০৮ সালের আইপিএলে বড় অঙ্কের চুক্তি পাওয়ার পরই ক্লার্ক ঈর্ষায় ভুগতে থাকেন।

অস্ট্রেলীয় এই অলরাউন্ডার বলেন, আমরা খুব ভালো বন্ধু ছিলাম। ও যখন প্রথম জাতীয় দলে আসে, আমরা বেশিরভাগ সময় একসঙ্গে ব্যাটিং করতাম। ও দলে আসার পর থেকেই আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব তৈরি হয়।

সাইমন্ডস আরও বলেন, আইপিএল যখন শুরু হলো, বেশ ভালো অঙ্কের চুক্তি পেয়ে খেলেছিলাম। এতেই দুজনের সম্পর্কের মধ্যে কিছুটা ঈর্ষার বাতাবরণ তৈরি হয়। এমনটাই আমাকে জানায় ম্যাথু হেডেন।

সাইমন্ডস আরও বলেন, অর্থ মজার মজার সকল কান্ড ঘটায়। এটা অবশ্যই ভালো। তবে এটা বিষময়ও হয়ে উঠতে পারে। আমাদের দুজনের সম্পর্ক বিষিয়ে দেয় এই অর্থই। ওর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রয়েছে আমার। সেই কারণে বিস্তারিতভাবে জানাচ্ছি না। ওর সঙ্গে বর্তমানে কোনো সম্পর্ক নেই। এতে আমার কোনো সমস্যাও নেই। তবে আমি মোটেও কাদা ছোড়াছুড়ি করব না।

ঈদের বাজার ঃ সবার দৃষ্টি চাঁন রাত

(শেষের পাতার পর)

তাবাসসুম ফ্যাশন, পরিণীতা প্রভৃতি ফ্যাশন, জ্যাকসন হাইটসের আইএসপি, রুকশানা ফ্যাশন, পারফেকশন ব্রাইডালস, অমিত ফেব্রিকস এন্ড শাড়ী হাউজ, সাওয়ারিয়া, পীড়ান, লিপি ফ্যাশন, টাঙ্গাইল শাড়ী ঘর প্রভৃতি স্টোরগুলোতে দেদারছে চলছে ঈদের কেনা কাটা। অপরদিকে ফুটপাতের দোকানগুলোতেও বেচাকেনা জমে উঠেছে। টুপি-জায়নামাজ থেকে শুরু করে অন্যান্য সামগ্রী স্বল্প মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে এসব দোকোনে।

স্টোরগুলো সরজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, স্টোরগুলোর ফটকে টাঙ্গানো রয়েছে আকর্ষনীয় ঈদ সেল নোটিশ। কোন কোন স্টোরে ২৫% থেকে ৫০% সেল চলছে। দিনের বেলায় এসব স্টোরগুলোতে তেমন ভীড় পরিলক্ষিত না হলেও বিকেলে বা ইফতারের পর সন্ধ্যায় গ্রহকদের বেশ ভীড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আর এসব গ্রাহকদের মধ্যে নারী ও শিশু-কিশোর-কিশোরীরাই বেশী। দোকানীরা জানান, ঈদের কেনাকাটার জন্য অনেকে চাঁন রাতেরও অপেক্ষা করছে।

স্টোরগুলোতে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বরাবরের মতো এবছরও মেয়েদের প্রথম প্রছন্দ লেহেঙ্গা আর সালোয়ার-কামিজ, ছেলেদের প্রথম পছন্দ পাঞ্জাবী-পায়জামা। মেয়েদের মধ্যে কারো কারো পছন্দ কাজ করা শাড়ী। আবার কারো পছন্দ জামদানী। তবে এসব পোষক পছন্দ হলেও এসবের মধ্যে চাই নতুনত্ব। গ্রাহকদের কথা-চাহিদা ভেবে ফ্যাশন ডিজাইনাররাও তৈরী করেছেন নতুন নতুন ডিজাইনের পোষাক। স্টোরগুলোতে বাংলাদেশী পোষাকের পাশাপাশি পাকিস্তানী ও ভারতীয় পোশাকের বিপুল সমাহার দেখা যায়। দোকানীরা জানান, ঈদের কেনাকাটায় রয়েছে ফ্যাশানেবল জুতো, জুয়েলারী অলংকার, পারফিউম প্রভৃতি। তুলানামূলকভাবে ঈদ সামগ্রীর দাম গত বছরের চেয়ে খানিকটা বেশী।

বিভিন্ন স্টোরের মালিকগণ জানান ঈদ উপলক্ষ্যে কেনাকাটা বেশ জমে উঠলেও চাঁন রাতে ঈদের কেনাকাটা তুঙ্গে উঠবে। এদিন থাকবে সর্বোচ্চ সেল। ক্রেতাদের সুবিধার্থে প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে রাত ৮/৯টা পর্যন্ত খোলা রাখা হচ্ছে স্টোরগুলো। চাঁদ রাতেও স্টোরগুলো খোলা থাকবে বলে জানান তারা।

নিউইয়র্কে ঈদের জামাত কখন কোথায়

(শেষের পাতার পর)

হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি): জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের উদ্যোগে এবার ঈদের দিন সকাল ৯টায় ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে টমাস এডিসন হাইস্কুল পার্কে (১৬৮ স্ট্রীট ও ৮৪ এভিনিউ, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২)। ঈদের জামাতের স্থানে পার্কিং এর বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। প্রতিকূল আবহাওয়ায় জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের মূল ভবনে সকাল সাড়ে ৭টা থেকে পর পর কয়েকটি জামাত অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার পরিচালনা কমিটির জয়েন্ট সেক্রেটারী মঞ্জুর আহমেদ চৌধুরী। মহিলাদের জন্যও নামাজের ব্যবস্থা থাকবে।

আল আরাফা ইসলামিক সেন্টার: জ্যামাইকার আল আরাফা মসজিদের উদ্যোগে মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ সুসান বি এন্থনী স্কুল মাঠে।

আমেরিকান মুসলিম সেন্টার: জ্যামাইকার আমেরিকান মুসলিম সেন্টারের উদ্যোগে পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিন ঈদুল ফিতরের তিনটি ঈদের জামাত অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিশেষ জামাত অনুষ্ঠিত হবে মসজিদে সকাল সাড়ে ৬টায়। এছাড়াও স্থানীয় রুফজ কিং পার্কে (১৫০-২৯ জ্যামাইকা এভিনিউ, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫) দু'টি জামাত হবে যথাক্রমে প্রথম জামাত সকাল ৮টায়, দ্বিতীয় জামাত সকাল ১০টায়। প্রতিকূল আবহাওয়ায় জামাত মসজিদ ভবনে অনুষ্ঠিত হবে।

মসজিদ মিশন: জ্যামাইকার মসজিদ মিশন জামে মসজিদে (হাজী ক্যাম্প মসজিদ) ঈদুল ফিতরের ৪টি জামাত অনুষ্ঠিত হবে এক ঘন্টা পর পর যথাক্রমে সকাল ৭টা, ৮টা, ৯টা ও সকাল ১০টায়।

দারুস সালাম মসজিদ: জ্যামাইকার দারুস সালাম মসজিদ ভবনে ঈদের ৪টি জামাত হবে যথাক্রমে সকাল ৭টা, ৮টা, ৯টা ও ১০টায় অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম জামাত ছাড়া প্রত্যেক জামাতে মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকবে।

এছাড়াও জ্যাকসন হাইটসের জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টার, উডসাইডের আবু হুরায়রা মসজিদ, ম্যানহাটানের মদিনা মসজিদ, এস্টোরিয়ার শাহজালার মসজিদ, গাওসিয়া মসজিদ, ব্রুকলীনের বাংলাদেশ মসলিম সেন্টার, ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ প্রভৃতি মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারের উদ্যোগে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে।







বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

ক্ষমতা হারানোর পর প্রথম সংবাদ সম্মেলনে যা বললেন ইমরান খান



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: পাকিস্তান তেহরিক-ই ইনসাফের (পিটিআই) চেয়ারম্যান এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বলেছেন, দলকে তিনি ইসলামাবাদে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে বলেছেন। নিজ বাসভবন বানি গালাতে এক সংবাদ সম্মেলনে ইমরান খান এই কথা বলেন। অনাস্থা ভোটে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর এটা ছিল (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

কিরাত প্রতিযোগিতা ও দোয়া মাহফিলে নেতৃবৃন্দ

বিভেদ-বিভক্তি ভুলে বাংলাদেশ সোসাইটিকে শক্তিশালী করার উপর গুরুত্বারোপ







নিউইয়র্ক (ইউএনএ): পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি নতুন প্রজন্মের জন্য কিরাত প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। মঙ্গলবার (১৯ এপ্রিল) সোসাইটির নিজস্ব ভবনে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় প্রায় অর্ধশত প্রতিযোগী অংশ নেয়। এদিকে কিরাত প্রতিযোগিতা পরবর্তী বিশেষ দোয়া ও ইফতার মাহফিলে বক্তারা পবিত্র রমজান থেকে শিক্ষা নিয়ে সকল বিভেদ-বিভক্তি ভুলে বাংলাদেশ সোসাইটিকে শক্তিশালী করার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। খবর ইউএনএ'র।

বাংলাদেশ সোসাইটির এই কিরাত প্রতিযোগিতা আয়োজনে সহযোগী ছিলো আই টিভি ইউএস। প্রতিযোগিতায় সিটির বিভিন্ন স্থান থেকে আগত প্রায় অর্ধশত শিশু-কিশোররা অংশ নেয়। এর সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন কর্ণধার মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও সোসাইটির প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ।

প্রতিযোগিতা পরবর্তী বিশেষ আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহীম হওলাদার। সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন হাওলাদারের পরিচালনায় এসময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সোসাইটির ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য মুক্তিযোদ্ধা শরাফ সরকার ও মোস্তফা কমাল পাশা বাবুল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম এবং শর্শীনার পীর। এরপর বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন জ্যামাইকা মুসিলিম সেন্টার (জেএমসি)-এর ইমাম ও খতিব মাওলানা আবু জাফর বেগ। দোয়ায় সোসাইটির সার্বিক কল্যাণ ছাড়াও বিশেষ করে মহামারী করোনায় সভাপতি মরহুম কামাল আহমেদ, সহ সভাপতি মরহুম আব্দুল খালেক খায়ের ও মরহুম আজাদ বাকির সহ সাবেক কর্মকর্তাদের মধ্যে যারা ইন্তেকাল করেছেন তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়।

এসময় সোসাইটির ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সাবেক সভাপতি এম আজিজ, ডা. মাসুদুল হাসান, এডভোকেট মজিবুর রহমান সহ সোসাইটির অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।







শতভাগ প্রবাসীদের উপস্থিতিতে গোপালগঞ্জ ফাউন্ডেশন ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে গোপালগঞ্জ ফাউন্ডেশন আমেরিকা ইনক'র ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৭ এপ্রিল রোববার সন্ধ্যায় জ্যামাইকার তাজমহল পার্টি হলে এই মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ডেপুটি কনসাল জেনারেল এস এম নাজমুল হাসান, জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনে নিযুক্ত প্রেস মিনিষ্টার নূর এলাহী মিনা, একুশে পদকপ্রাপ্ত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী রথীন্দ্র নাথ রায়, সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী শহীদ হাসান, সাপ্তাহিক ঠিকানা'র প্রধান সম্পাদক মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি গাজী মেজবাউল হোসেন সাচ্চু, ফাউন্ডেশনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক দাউদ ভূইয়া, ট্রাষ্টি বোর্ডেও চেয়ারম্যান আশরাফ আলী চৌধুরী, পৃষ্ঠপোষক শেখ মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, সাবেক সভাপতি জিএইচ আরজু, বিএম জাকির হোসেন হিরু ও খসরুল আলম, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি নূরুজ্জামান সরদার প্রমুখ। খবর ইউএনএ'র।

ফাউন্ডেশনের সভাপতি রমাকান্ত বিশ্বাসের সভাপতিত্বে আয়োজিত মাহফিলে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মওলানা মুকিত চৌধুরী। মাহফিল পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান খান। মাহফিলে বিশেষ দোয়ায় 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা সহ দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করা হয়।

মাহফিলের আয়োজকদের দাবী অতিথি ব্যতিত শতভাগ গোপালগঞ্জবাসী সপরিবারে এই মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন। ফলে দুই শতাধিক প্রবাসীর অংশগ্রহণে মাহফিলটি গোপালগঞ্জবাসীদের মিলনলোয় পরিণত হয়।

ইফতার পরবর্তী সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশ নেন কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ডেপুটি কনসাল জেনারেল এস এম নাজমুল হাসান, ফাউন্ডেশনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক দাউদ ভূইয়া প্রমুখ। মাহফিলে বক্তারা গোপালগঞ্জ ফাউন্ডেশন ফাউন্ডেশনের কর্মকান্ডের প্রশংসার পাশাপাশি প্রবাসী ও দেশবাসী বিশেষ করে গোপালগঞ্জের মানুষের কল্যাণে আরো ভূমিকা রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এজন্য তারা শিক্ষা বৃত্তির মাধ্যমে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।



বিজ্ঞাপনের মূল্যকে সমতায় রাখার প্রত্যয়

(শেষের পাতার পর)

ব্যবসা বাণিজ্যসহ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে আরো সংশ্লিষ্টতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সম্পাদকবৃন্দের আলোচনায় উঠে আসে যে, করোনা মহামারীর বিশাল আঘাত সত্ত্বেও নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কমিউনিটি ব্যবসার ক্ষেত্রে অগ্রগতি লাভ করেছে। তাঁরা করোনা মহামারীতে যারা বিগত হয়েছেন তাদের কথাও অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন।

পত্রিকার সম্পাদকবৃন্দ হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনায় নতুন প্রযুক্তি এবং সামাজিক মাধ্যমের ব্যাপক উত্থান সত্ত্বেও বাংলাদেশ কমিউনিটিতে এথনিক মিডিয়া হিসাবে বাংলা সংবাদপত্রের উত্তরোত্তর বিপুল চাহিদার কথা তুলে ধরেন। তারা এই চাহিদা পূরণে সর্বাত্মক চেষ্টার পাশাপাশি বিজ্ঞাপনের মূল্যকে ন্যূনতম সমতায় রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সম্পাদকবৃন্দ সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন যে, গত ৩৭ বছর ধরে নিউইয়র্ককে আজকের প্রাণবন্ত অবস্থায় নিয়ে এসেছে বাংলা ভাষার সংবাদপত্রগুলোই। এই কমিউনিটিকে সেবা ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আরো অনেকদূর। তারা পাঠক এবং বিজ্ঞাপনদাতাসহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সবশেষে বিশেষ মোনাজাতে বাংলাদেশ কমিউনিটির উত্তরোত্তর অগ্রগতি এবং বাংলা সংবাদপত্রগুলো আরো দৃঢ় ভূমিকা পালনের পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ব পালনে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন এডিটর্স কাউন্সিলের এই সভার আয়োজক সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ। এরপর ইফতারির মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এডিটর্স কাউন্সিলের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন সাপ্তহিক ঠিকানার সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি এম.এম. শাহীন, সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক জাকারিয়া মাসুদ জিকো, সাপ্তাহিক বাঙালী'র সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক আবু তাহের, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. এম.ওয়াজেদ খান, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, ও সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ। ডা. চৌধুরী সারওয়ারুল হাসান সভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

নিউইয়র্ক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে মনোনয়ন পেলেন শ্রীলেখা

(শেষের পাতার পর)

অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র। বিষয়টি তার ভক্ত-অনুরাগীদের জন্যও বেশ আনন্দের। কারণ সেরা অভিনেত্রী হিসেবে শ্রীলেখা মনোনীত হয়েছেন নিউইয়র্ক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। পরিচালক আদিত্য বিক্রম সেনগুপ্তর ছবি 'ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন ক্যালকাটা' ছবিতে অভিনয়ের জন্য এ বিভাগে স্থান হয়েছে শ্রীলেখার। নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে সবার সঙ্গে বিষয়টি ভাগ করে নিয়েছেন অভিনেত্রী নিজেই।

পরিচালক আদিত্য বিক্রমের 'ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন ক্যালকাটা' ছবিটি প্রথম থেকেই আলোচনায়। গত বছর ছবিটির প্রিমিয়ার হয়েছিল ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। দেশের বাইরে নজর কেড়েছিলেন শ্রীলেখা। এবার সেই ছবিতে অভিনয়ের জন্যই সেরা অভিনেত্রীর মনোনয়ন পেলেন তিনি।

বৃহস্পতিবার সংবাদমাধ্যমকে শ্রীলেখা জানান, আজই খবরটা পেলাম। অনেক আনন্দ হচ্ছে। ছবিটার জন্য যেভাবে আমরা সবাই পরিশ্রম করেছি, সেটারই ফল পাচ্ছি। আমি খুব খুশি। তবে এই খুশির মধ্যেও একটু মন খারাপ অভিনেত্রীর। কেননা এই ছবি জায়গা করে নিতে পারেনি অভিনেত্রীর নিজের শহরের চলচ্চিত্র উৎসবে। শ্রীলেখার আক্ষেপ কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে এ ছবি দেখানো হলে কলকাতার সিনেপ্রেমীরা দেখতে পারতেন পরিচালক আদিত্যর কলকাতার গল্প।

তবে শ্রীলেখার এই মন খারাপের প্রলেপ, 'বেঙ্গালুরু কোলাজ চলচ্চিত্র উৎসব'। এ উৎসবে দেখানো হয়েছে শ্রীলেখার পরিচালনায় তৈরি ছবি 'এবং ছাদ'। এ ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে শ্রীলেখার এ ছবি। একদিকে নিউইয়র্ক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে মনোনয়ন আর অন্যদিকে 'এবং ছাদে'র প্রথম স্ক্রিনিং। আপাতত এ নিয়েই খুশির জোয়ারে ভেসে থাকতে চাইছেন শ্রীলেখা মিত্র। সূত্র: টাইমস অফ ইন্ডিয়া





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO CPA

নিউইয়র্কে ঈদের জামাত কখন কোথায়

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: পবিত্র মাহে রমজানের শেষে শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা সাপেক্ষে নিউইয়র্ক সহ উত্তর আমেরিকায় আগামী ১মে রোববার অথবা ২মে সোমবার পবিত্র ঈদুল ফিতর পালিত হবে। ঈদ উপলক্ষ্যে নিউইয়র্ক সহ উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারের উদ্যোগে নেয়া (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচন-২০২২

মনোনয়নপত্র দাখিল ৮ মে

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র আসন্ন নির্বাচনের পূর্বঘোষিত তফসিল মোতাবেক নির্বাচনের পরবর্তী (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

সাঈদ তারেকের কলাম

দেশ চালাবে মাফিয়া সিন্ডিকেট!

পঞ্চাশ বছর পার হয়ে এসে দেখি সামনে আমাদের আর নেতা কই! তিরিশ বছরের ওপরে দুইজন ভদ্রমহিলা পালাক্রমে দেশ চালিয়ে আসছেন। এদেরকে বলা যায় একক জাতীয় নেতা। (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ৩৭ পাতায়)

ঈদের বাজার ঃ সবার দৃষ্টি চাঁন রাত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: পবিত্র ঈদুল ফিতরের আর মাত্র কয়েকদিন বাকী। চাঁদ দেখা সাপেবেক্ষ আগামী ১ অথবা ২ রোববার অথবা সোবার ঈদুল ফিতর। তাই ঈদের বাজার শেস মূহুর্তের কেনাকাটায় ব্যস্ত প্রবাসী বাংলাদেশীর। নিউইয়র্কে বাংলাদেশী অধ্যুষিত জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস, ব্রুকলীন ও ব্রঙ্কসে চলছে ঈদের নতুন পোষাক আর ঈদ সংশ্লিষ্ট কেন-াকাটা। ব্রঙ্কসের নাটোর শাড়ী ঘর আর প্রতিদিন ফ্যাশন নামের স্টোর সহ বিভিন্ন স্টোরে চলছে ঈদ সেল। এছাড়াও জ্যামাইকার স্থানীয় হিলসাইডস্থ আল হামরা, (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)



নিউইয়র্কের একিট স্টোরে ঈদের কেনা-কাটা।



রমজানে ইসলামের ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ

মুফতি মাহমুদ হাসান

পবিত্র রমজান মাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো এর একটি রাত- শবেকদরে মানবতার মুক্তির সনদ কোরআনে কারিম সর্বপ্রথম (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

বাংলা পত্রিকা'র বার্তা সম্পাদক হাবিব রহমান আহত

পার্কচেস্টার টি মোবাইল স্টোরে ভরদুপুরে ডাকাতি

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশী অধ্যুষিত ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার টি মোবাইল স্টোরে ডাকাতি হয়েছে। গত (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

লিড এফআই যোগ্যতা অর্জন করলো

ইমিগ্রান্ট এল্ডার হোম কেয়ার ও বারী হোম কেয়ার





বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের শীর্ষস্থানীয় হোম কেয়ার প্রতিষ্ঠান ইমিগ্রান্ট এল্ডার হোমকেয়ার এবং বারী (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

খেলার খবর

আইপিএলের টাকায় সম্পর্কে ফাটল ক্লার্ক-সাইমন্ডসের

স্পোর্টস ডেস্ক: পাঠ্যবইয়ে একটা ভাবসম্প্রসারণ আছে 'অর্থই অনর্থের মূল'। অর্থের কারণে আমাদের সমাজে মারামারি হানাহানি হয়। (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

এডিটর্স কাউন্সিলের সভায় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

বিজ্ঞাপনের মূল্যকে সমতায় রাখার প্রত্যয়

নিউইয়র্ক: প্যানডামিকের কারণে দীর্ঘ বিরতির পর গত ১৮ এপ্রিল সোমবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশ প্লাজার কনফারেন্স রুমে নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো ৯টি পত্রিকার সম্পাদকবৃন্দকে নিয়ে গঠিত এডিটর্স কাউন্সিলের বৈঠক হলো। বৈঠকে পরিবর্তিত এবং সংকটজনক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ কমিউনিটিতে বাংলা ভাষার সংবাদপত্রসমূহের দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের কথা তুলে ধরে সম্পাদকবৃন্দ কমিউনিটির (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

সাপ্তাহিক মুক্তচিন্তা সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক থেকে নতুন প্রকাশিত ম্যাগাজিন সাপ্তাহিক মুক্তচিন্তা ছাড়াও পত্রিকার সম্পাদক ফরিদ আলম সহ ৭জনের বিরুদ্ধে মোহাম্মদ রিপন মিয়া নামের এক ব্যক্তি মামলা দায়ের করেছেন। মুক্তচিন্তায় প্রকাশিত (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

হেলথ টিপস

হাত-পায়ে ঝিঁঝি ধরলে যা করবেন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: হাতে বা পায়ে 'ঝিঁঝি ধরা' বিষয়টি নিয়ে আমরা সবাই পরিচিত। সাধারণত পা বা হাতের ওপর লম্বা সময় চাপ পড়লে সাময়িক যে অসাড় অনুভূতি তৈরি হয় (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

সিটি বিএনপি'র ইফতার মাহফিলে দেলোয়ার-বাদল

ঐক্যদ্ধ হয়ে হাসিনা সরকারকে হটাতে হবে

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি'র ইফতার মাহফিলে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আকতার হোসেন বাদল বলেছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

মুনা জ্যাকসন হাইটসে মসজিদের জন্য বাড়ী ক্রয়



বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কে বাংলাদেশীদের বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বিনোদন

নিউইয়র্ক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে মনোনয়ন পেলেন শ্রীলেখা

বিনোদন ডেস্ক: খুশির জোয়ারে ভাসছেন টালিউড (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

বাসা, বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট এবং কমার্শিয়াল প্রপার্টি/স্পেস ক্রয় বিক্রয় এবং ভাড়ার জন্য যোগাযোগ করুন
EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax : 718-262-0254
Email : Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com